Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

B A

বৈষ্ণব পদাবলী।

8/107

3/115

LIBRARY
No.............. [illegible]
Shri Shri [illegible] Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 8 | 167
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

B.A. BENGALI SECOND LANGUAGE

বৈষ্ণব পদাবলী

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব (মাথুর—বিদ্যাপতি)

অঙ্কুর অবস্থাতেই যদি সূর্যের তাপে দগ্ধ হইয়া গেল, তাহা হইলে জলদাতা মেঘে পরে আর কী করিবে ? এই নবীন যৌবন যদি বিরহের তাপে পুড়িতে পুড়িতেই কাটাইয়া দিই, তাহা হইলে পরে প্রিয়তমের স্নেহে, তাহার স্নিগ্ধ প্রেমে আর কী হইবে ?

হরিহরি (=হায় হায়) ! এক্ষেত্রে কোন্ দুর্দৈব এমন দুঃখ ঘটাইল ! সমুদ্রের নিকটেও যদি কণ্ঠ শুকাইয়া যায়, তবে আর কে আমার পিপাসা দূর করিয়া দিবে ? চন্দন বৃক্ষ যখন তাহার শোভা পরিত্যাগ করে, হিমাংশু যখন তাহার সুধার পরিবর্তে অগ্নিবর্ষণ করিতে উদ্যত হয়, চিন্তামণি যখন তাহার গুণ পরিত্যাগ করে তখন আর কী বলিব—তাহার চেয়ে কর্মজনিত দুর্ভাগ্য আর কী আছে ? শ্রাবণ মাসের ঘন মেঘ হইতে একবিন্দু বৃষ্টি বর্ষণ হয় না—স্বর্গের কল্পতরু বন্ধ্যার মতো হইয়া গিয়াছে। গিরিধারী কৃষ্ণকে সেবা করিয়াও স্থান পাই না—বিদ্যাপতি ইহা দেখিয়া ধাঁধায় পড়িয়া গেলেন —তাঁহার নিকট ইহা একটি রহস্য হইয়া রহিল।

অব মথুরাপুর মাধব গেল (মাথুর—বিদ্যাপতি)

মাধব মথুরাপুরীতে চলিয়া গেল। গোকুলের মণিস্বরূপ কৃষ্ণকে কে হরণ করিয়া লইল ? সারা গোকুল ব্যাপিয়া কান্নার শব্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। নয়নের জল এত ঝরিয়াছে যে, নদীর মতো প্রবাহ বহিতেছে, তাহাতে ঢেউ জাগিয়াছে। সমস্ত গৃহ শূন্য হইয়া গেল, সমগ্র নগরী শূন্য হইয়া গেল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশদিক্ শূন্য হইয়া গেল, সবই—সবই শূন্য হইয়া গিয়াছে। যমুনার তীরে কী করিয়া যাইব? কী করিয়া কুঞ্জের কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? সখীদের সহিত মিলিয়া যেখানে কৃষ্ণের সহিত ফুলখেলা করিতাম, সেই স্থানের দিকে চাহিয়া কী করিয়া বাঁচিয়া থাকিব? 'বিদ্যাপতি সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, তুমি দুঃখ করিও না, তিনি চিরতরে চলিয়া যান নাই, কৌতুক দেখিবার জন্য তিনি তথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন।'

এই পদটির মধ্যে রাধার আর্তির গভীরতা লক্ষ্য করিবার মতো। চারিদিক ব্যাপিয়া অকূল শূন্যতার ভাবটি সুপরিস্ফুট।

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—বিদ্যাপতি)

'আমি বদন অবনত করিয়া রহিলাম এবং লুব্ধ লোচন-চোর দু'টিকে নিবারণ করিলাম অর্থাৎ আমার চোখ দু'টি পাছে চুরি করিয়া ফাঁকি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লয়, সেই ভয়ে মুখ তুলিলাম না। কিন্তু তাহারা বাধা মানিল না। চকোর যেমন চাঁদের সুধাপান করিবার জন্য ছুটিতে থাকে, আমার চোখ দু'টি সেইরূপ প্রিয়তমের মুখরুচি পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।'

'সেই স্থান হইতে একগুঁয়ে নয়ন দু'টিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া আমার চরণে ধরিয়া রাখিলাম অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি চরণে স্থাপিত করিলাম অর্থাৎ দৃষ্টি নত করিলাম। মধুপান করিবার পর মত্ত ভ্রমর উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে, অর্থাৎ উড়িবার জন্য ছটফট করিতে থাকে; তেমনি আমার রূপমুগ্ধ-নয়ন উড়িবার শক্তি হারাইয়াও পক্ষবিস্তার করিতে ছাড়িল না।'

'মাধব মধুর বাণী বলিলেন, আমি তাহা শুনিয়া কর্ণ মুদিলাম অর্থাৎ হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিলাম। সেই অবসরে অর্থাৎ কানে চাপা দিতে যেটুকু সময় লাগে তাহারই মধ্যে সেই স্থানে মদন ধনু ধরিয়া আমার বৈরী হইল, অর্থাৎ শরাঘাতে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল।'

'দেহের ঘামে, অঙ্গরাগ ধুইয়া ভাসিয়া গেল। দেহ এত অধিক পুলক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 8|107

'রোমাঞ্চিত হইল যে, চুন চুন শব্দ করিয়া কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল এবং বাহুর বলয় ভগ্ন হইল।'

বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে, হাত দুইটি (আবেগে) কাঁপিতেছে, কোন কথা বলা যাইতেছে না। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ; তাঁহার দেহ কৃষ্ণের মতো সুন্দর।

এই কবিতাটি নবানুরাগের একটি সুন্দর পদ। শেষ দুই ছত্রে কবি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহের প্রতি প্রীতি-জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আইস আইস বন্ধু আইস আধ আচরে বৈস (প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ—চণ্ডীদাস?)

বন্ধু এসো, এসো, আমার আঁচলের অর্ধাংশে বসো। তোমাকে আমি দুই চোখ ভরিয়া দেখি। অনেক দিন পরে মনের সাধ মিটাইয়া নয়ন সফল করিয়া লই।—প্রিয়তম! আর কি তোমাকে ছাড়িয়া দিব? বুকের মধ্যে যেখানে প্রাণ থাকিবে তোমাকে লইয়া আমি সেইখানে রাখিয়া দিব। কালো চুলের মধ্যে তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিব—আমার মনের ইচ্ছা মিটাইব। যদি গুরুজন জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে বলিব যে, কালো পাটের জাদ পরিয়াছি। আর না হয়তো প্রেমের শিকল গড়িয়া পাদপদ্ম বাঁধিয়া রাখিব। যে পারে আমার বুকের পাঁজরে সিঁদ কাটিয়া তোমাকে লইয়া যাক্।

আজিকার স্বপনের কথা শুন্‌লো মালিনী সই (গৌরাঙ্গবিষয়ক—বাসুদেব ঘোষ)

নিমাই সন্ন্যাস লইয়া যাইবার পর একদিন প্রভাতে শচীমাতা বলিতেছেন—মালিনী সখি! আজিকার স্বপনের কথা শোনো। নিমাই ঘরে আসিয়াছিল। উঠানে দাঁড়াইয়া সে গৃহের দিকে চাহিয়া আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিল। ঘরে শুইয়াছিলাম—নিমাইয়ের গলার সাড়া পাইয়া জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নিমাই আমার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—তোমার ভালোবাসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টানে আমি দেশে দেশে ফিরি—নীলাচলে থাকিতে পারিলাম না। তোমার দেখিবার জন্য নদীয়াপুরীতে আসিলাম—কাঁদিতে কাঁদিতে সে ইহাই বলি 'বাছা আমার এসো'—বলিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইতে গিয়াছি এ সময় ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহাকে আবার না দেখিয়া প্রাণ আকুল হই উঠিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে রাত কাটিয়া গেল। সেই হইতে প্রাণ কাঁদিতেছে হৃদয় স্থির হইতেছে না, কী উপায় হইবে।—বাসুদেব ঘোষ বলিতেছে গৌরাঙ্গ তোমারই, তাহা না হইলে কি সর্বদাই তাহাকে দেখ!

আজু কে গো মুরলী বাজায় (বংশীশিক্ষা ও নৃত্য-চণ্ডীদাস)

'শ্রীরাধা বাঁশী শিখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার ন্যায় বেশভূষা পর, আমার ন্যায় ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াও নহিলে আমার বাঁশী বাজিবে না। শ্রীমতী তখন অগত্যা তাহাই করিলেন, তিনি নিজের শাড়ী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া পীতধড়া ও চূড়া পরিলেন। সখীরা দূর বনে ফুল চয়নে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে আসিতে শ্রীমতীর বাঁশী শুনিয়া বলিতেছেন'—

আজ কে মুরলী বাজাইতেছে? এ তো কখনও শ্যাম রায় নয়। শ্যাম কালো কিন্তু ইহার গৌরবর্ণে চারিদিক আলো হইয়া আছে। কে ইহার চূড়া বাঁধিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের গায়ের রং ইন্দ্রনীলমণির মত শ্যামাভ—এ যে নন্দের নন্দন কানু নয়। ইহার রূপ দেখিয়া ইহাকে নূতন বা নবকান্ত দেহধারী বলিয়া মনে হইতেছে। নটচূড়ামণি কৃষ্ণের বেশ এই গৌরদেহধারী কোথা হইতে পাইল। ইহার কণ্ঠে বনমালা অপরূপ শোভা পাইতেছে। জানি এ বেশ কোন্ দেশে ছিল (কোন্ দেশ হইতে এ বেশ আসিয়াছে)—কে এ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে? ইহার বাম পাশে স্নিগ্ধোজ্জল বর্ণা কে রহিয়াছে—বুঝি বা সে ইহার নারী হইবে। সখীরা ইঙ্গিতে পরস্পর কথাবার্তা কহিতে লাগিল—আমরা দেখিয়া গিয়াছি যে কুঞ্জে কৃষ্ণ ও কমলতুল্যা রাধা ছিল তাহারা কোথায় গেল বুঝিতে পারিতেছি না। আজ কেন এই বিপরীত রূপ দেখিতেছি—ভবিষ্যতে বুঝি বা এই রূপ বিপর্যয় ঘটিবে (কৃষ্ণ বুঝি গৌররূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. 8|107 Shri Shri Ma Anandamayee Ashram BANARAS

হইয়া আবির্ভূত হইবে)। চণ্ডীদাস মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, এই রূপ-পরিবর্তন কোন্ দেশে ঘটিবে।

অনেকে ইহা গৌরাঙ্গ অবতারের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করেন। নবদ্বীপে গৌরবর্ণ নটবরবেশ পরে দেখা গিয়াছিল। কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পদটি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নয়।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ (ভাবোল্লাস ও মিলন—বিদ্যাপতি)

বহু ভাগ্যে আজ আমার রাত্রির প্রভাত হইল—আমি প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দেখিলাম। আমার জীবন ও যৌবনকে সার্থক বলিয়া বুঝিতে পারিলাম—দশদিক্ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। 'আজ আমার গৃহ গৃহ বলিয়া মানিলাম; আজ আমার দেহ দেহ বলিয়া মনে হইতেছে।' আজ বিধি আমার প্রতি অনুকূল হইল—আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। 'সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, এখন লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, (কামদেবের) পঞ্চশর এখন লক্ষশর হউক এবং মলয় পবন মন্দ-মন্দ প্রবাহিত হউক। পূর্বে কৃষ্ণকে না দেখিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুখরাশি আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল।' এখন যখন আমার প্রিয়ের সহিত মিলন হইবে তখন আমার দেহকে সার্থক বলিয়া মানিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, তুমি অল্প ভাগ্যবতী নও—তোমার নবীন প্রেম ধন্য—নিরতিশয় ধন্য।

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ (গৌরাঙ্গবিষয়ক—রাধামোহন)

আজ আমি নবদ্বীপের চন্দ্র গৌরাঙ্গকে কীভাবে দেখিলাম। তিনি হাতের উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া আছেন। তিনি একবার ঘরে একবার পথে যাইতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে তিনি একাকী ফুলবনে চলিতেছেন। তাঁহার ছলছল নয়নপদ্ম মধুর বিলাসভরে নূতন নূতন ভাব প্রকাশ করিয়া দিতেছে। পুলকজাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোমাঞ্চ সকল দেহ ভরিয়া দিল। রাধামোহন সেই অতল প্রেমসমুদ্রের থই খুঁজিয়া পাইলেন না।

এই পদটিতে মহাপ্রভুতে রাধাভাব কল্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণের জন্য রাধার যে আর্তি তাহার সহিত মহাপ্রভুর এই কাতরতা তুলনীয়। পদকর্তা রাধার ব্যাকুলতার কথা স্মরণ করিয়া গৌরাঙ্গকে চিত্রিত করিয়াছেন।

আধক আধ-আধ দিঠি অঞ্চলে (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—গোবিন্দদাস)

'অর্ধেকের অর্ধেকেরও অর্ধেক নয়নপ্রান্ত দিয়া অর্থাৎ ঈষৎ অপাঙ্গদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে যখন হইতে দেখিয়াছি, তখন হইতে শতকোটি মদন-বাণে আমি জর্জরিত হইতেছি; প্রাণ আছে কি গেছে বুঝিতে পারিতেছি না।'

সখি! জানিলাম বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ।—'(ঈষৎ অপাঙ্গদৃষ্টিতে যে হরিকে দেখিয়া আমার এই অবস্থা) সেই হরিকে যে নারী দুইচক্ষু ভরিয়া দেখিতে পারে, তাহার চরণে প্রণাম জানাই, অর্থাৎ তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করি।'

'শ্রীরাধা বলিতেছেন, সুনয়নীরা বলে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ সজল মেঘের শ্যামল রূপের মতোই স্নিগ্ধ এবং নয়নাভিরাম; আমার নিকট কিন্তু সে-রূপ বিদ্যুতের মতো জ্বালাদায়ক। সে-রূপ বিদ্যুতের মতো দৃষ্টিকে ধাঁধাইয়া দেয় এবং অন্তরকে দগ্ধ করে। অন্যান্য রসিকারা শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শলাভ করিয়া রসসাগরে ভাসিতে থাকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ তাহাদের নিকট সুখদায়ক। আমার নিকট সে-রূপ তাপদায়ক। সে-রূপ আমার অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ যতই দেখি রূপতৃষ্ণা ততই বাড়িয়া যায়; যতই তাঁহার স্পর্শলাভ করি, নিবিড়তর স্পর্শলাভের বাসনা মনকে ততই অস্থির করিয়া তুলে।'

'অন্যান্য প্রেমিকারা প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করে; আমার কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী চপল জীবনধারণ করিতে সাধ যায়। জীবন যে চপল অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী শ্রীরাধা তাহা ভাল করিয়াই জানেন। জীবন চিরস্থায়ী হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি কৃষ্ণপ্রেম অনন্তকাল ধরিয়া আস্বাদন করিতে পারিতেন। সে উপায় যখন নাই, তখন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক'টা দিনই বা তিনি কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের সুখ হইতে বঞ্চিত হন কেন?'—গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, রাধাবল্লভ কৃষ্ণ রসবতী রাধার রসের অর্থাৎ প্রেমের মর্যাদা জানেন।

আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলুঁ (মান ও কলহান্তরিতা—গোবিন্দদাস)

'শ্রীরাধা বলিতেছেন—স্বার্থপূর্ণ সংকীর্ণ প্রেমে অন্ধ হইয়া পূর্বে আমি শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভতত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই নাই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু আমার নন, বিশ্ববাসী সকলেরই যে তিনি হৃদয়বল্লভ পূর্বে সে কথা বুঝিতে না পারিয়া আমি আদর পাইবার অভিলাষে (অর্থাৎ আমিই একা তাঁহার আদরিণী হইব এই অভিলাষ করিয়া) তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া দিবারাত্র প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি।'

সখি! তোমাকে হৃদয়ের জ্বালার কথা বলিতেছি। কানুর দোষ ধরিয়া যে নারী রুষ্ট হয়, এই পৃথিবীর মধ্যে সেই তাপিতা হয়। যে আমি কৃষ্ণের মিনতি উপেক্ষা করিয়া মানকেই সম্বল করিয়াই ছিলাম, সেই আমার 'মানভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য ও লজ্জার বাঁধও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মানাবস্থা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কৃষ্ণ-বিরহ ধৈর্য ধরিয়া সহিয়াছিলাম এবং মিলিত হইবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জায় নিজেকে সংযত করিয়াছিলাম। এখন মানাবসানে সে ধৈর্য এবং লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথচ কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালা পূর্বের মতোই রহিয়াছে। এ অবস্থায় যে অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিব সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।' গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ভামিনি! সত্য কথা বলিতেছি, 'শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ঐরূপই, অর্থাৎ তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র সত্যই সর্বব্যাপী অর্থাৎ তিনি সকল জীবেরই হৃদয়বল্লভ।'

আমার শপতি লাগে (বাল্যলীলা ও কালিয়দমন—যাদবেন্দ্র)

যশোদা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—প্রাণের প্রাণ নীলমণি! আমার দিব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিল, তুমি ধেনুর আগে আগে যাইও না (আগে আগে গেলে গুঁতাইয়া দিতে পারে)। ধেনু কাছেই রাখিয়া মোহন বাঁশি বাজাইও—আমি যেন ঘরে বসিয়া শুনিতে পাই (কৃষ্ণ দূরে যেন না যান ইহাই যশোদার অভিপ্রায়)। বলাই আগে আগে যাইবে, অন্য শিশুরা বামপাশে থাকিবে, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি পিছনে থাকিবে। তুমি তাহাদের মাঝখানে থাকিবে। কখনও সঙ্গছাড়া হইও না—মাঠে শত্রুর ভয় আছে। ক্ষুধা পাইলে চাহিয়া খাইবে। পথের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া যাইবে, কারণ পথে অতিশয় তৃণাঙ্কুর আছে। কানু! কাহারও কথায় বড়ো গোরুগুলি চরাইতে যাইও না। আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর। মা মিনতি করিতেছে—গাছের নিচে থাকিও, যেন গায়ে রোদ না লাগে। (পদকর্তা) যাদবেন্দ্রকে সঙ্গে লইও—সে পাদুকাদি হাতে রাখিবে, প্রয়োজন হইলে রাঙা পায়ে জোগাইবে।

আলো মুঞি জানো না (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—জ্ঞানদাস)

আলো সখি! আমি জানিতাম না—জানিলে কদম্বের তলে যাইতাম না। নাগর ছল করিয়া আমার মন চুরি করিয়া লইল। আমার চোখ দুইটি (কৃষ্ণের) রূপের সাগরে ডুবিয়া রহিল। 'যৌবনের স্বপ্নকাননে প্রবেশ করিয়া আমার এই রূপমুগ্ধ চিত্ত বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, রূপের গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া মরিতেছে। ঘরে ফিরিবার পথ আজ আমার নিকট অনন্ত বলিয়া মনে হইতেছে অর্থাৎ সংসার এবং আমার মধ্যে আজ অনন্ত ব্যবধান রচিত হইল'—ভিতরে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—প্রাণ কি জানি কী করিতেছে!

চন্দন ও চাঁদের মধ্যে মৃগমদ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার মধ্যে হৃদয়পুত্তলি বাঁধা রহিয়াছে। কটিতে পীতবসন—তাহাতে কটিভূষণ জড়ানো রহিয়াছে—বিধাতা যেন তাহাতে কুলকলঙ্কের অঙ্কুর সৃষ্টি করিয়াছে। আমার জাতি, কুলশীল সকলই বুঝি গেল; পৃথিবী জুড়িয়া আমার কলঙ্কের প্রচারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. 8107 Shree Anandamayee Ashram BANARAS

কেবল হইল। কুলবতী সতী হইয়া দুই কুলে দুঃখ দিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—বুক দৃঢ় করিয়া থাক।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা (অভিসার—চণ্ডীদাস)

বৃষ্টি পড়িতেছে। কৃষ্ণ রাধার উদ্দেশে অভিসার করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাধা সখীকে বলিতেছেন—এই ঘোর রজনী, আকাশে মেঘের সমারোহ। কৃষ্ণ কেমন করিয়া পথে আসিল? প্রিয় বনবিতানের মধ্যে আসিয়া ভিজিতেছে, দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।—সখি! তোমাকে আর কী বলিব! কৃষ্ণের মতো বন্ধু আমার কোন পুণ্যের জন্য আমার কাছে আসিয়া মিলিল। ঘরে গুরুজন, বিশেষ করিয়া ভীষণা ননদী রহিয়াছে—বিলম্বে বাহির হইয়াছিলাম। একবার তাঁহাকে সংকেত করিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে না জানি কত কষ্ট দিলাম। বন্ধুর প্রীতি ও আর্তি দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যেন ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করি। আমার দুঃখে দুঃখী কৃষ্ণ নিজের কষ্টকেও সুখ বলিয়া মনে করে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, বন্ধুর প্রেমের কথা শুনিতে শুনি:ত সারা জগৎই সুখী হয়।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর (মাথুর—বিদ্যাপতি)

ঘন বর্ষার দিনে কৃষ্ণবিরহবিধুরা রাধা সখীকে বলিতেছেন—ওগো সখি! আমার দুঃখের সীমা নাই। এই পরিপূর্ণ বর্ষা—ভাদ্র মাস—(আর) আমার গৃহ শূন্য। মেঘ চারিদিক ব্যাপিয়া নিয়ত গর্জন করিতেছে। প্রিয় প্রবাসী, নিষ্ঠুর মদন সঘনে তীক্ষ্ণশর হানিতেছে। শত শত বজ্রপাতে উল্লসিত হইয়া ময়ুর মত্তভাবে নৃত্য করিতেছে। মত্ত দাদুরী ও ডাহুকী ডাকিতেছে। 'আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কারণ আমার প্রিয় নিকটে নাই।' দশদিক্ ব্যাপিয়া অন্ধকার—রাত্রি অতি ভীষণ। বিদ্যুতের পংক্তি অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—হরি ব্যতীত কি করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিবে।—এই দারুণ রাত্রে তাঁহার বিরহ আর সহ্য হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—চণ্ডীদাস)

এমন প্রেম কখনও দেখি নাই, এইরূপ প্রেমের কথা কখনও শুনি নাই। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ একেবারে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। দুইজনে পরস্পরকে কোলে করিয়া থাকিয়াও (অর্থাৎ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াও) নিজেদের ভাবী বিরহের কথা চিন্তা করিয়া কাঁদিতেছে। আধতিল পরিমাণ সময়ের জন্য অপরকে না দেখিলে তাহারা যেন মরিয়া যায়। যেমন মাছ জল ছাড়া কখনও বাঁচিতে পারে না, তেমনই একজন ছাড়া আর একজন বাঁচিতে পারে না। এরূপ প্রেমের কথা মানুষের মধ্যে কখনও শুনি নাই।

তবে প্রকৃতিরাজ্যেই কি এ প্রেমের তুলনা আছে? সূর্য ও কমলের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কথা আমরা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনায় সে ভালবাসা কিছুই নয়; কারণ শীতের সময় পদ্ম যখন মরিয়া যায়, সূর্য তখনও দিব্য সুখে থাকে। যে প্রেমে একজন আর এক জনের সুখদুঃখকে নিজের করিয়া লইতে না পারে, সে প্রেমের সহিত এ প্রেমের তুলনা কিরূপে হইতে পারে?

চাতক ও মেঘের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কথা আমরা বলিয়া থাকি কিন্তু এ প্রেমের সহিত কাহারও তুলনা হয় না; কারণ বর্ষাকাল না আসিলে মেঘ চাতককে একবিন্দু জল দেয় না, অর্থাৎ এ প্রেম সাময়িক, নিত্যকালের নয়।

পুষ্প এবং ভ্রমরের যে ভালবাসার কথা কবিদের মুখে শুনা যায়, তাহাও ইহার কাছে কিছুই নয়; কেননা ভ্রমর ফুলের নিকট আসিলে তবে সে মধু পায়, ফুল নিজে গিয়া তাহাকে মধু দিয়া আসে না, অর্থাৎ এ প্রেমে দুজনের সমান আগ্রহ নাই।

চাঁদ ও চকোরের প্রেমও ইহার তুলনায় তুচ্ছ—কারণ চাঁদ ও চকোর সমান নয়, চাঁদ সুধা দান করে, চকোর তাহার ভিখারী এই মাত্র। চকোরের প্রতি চাঁদের প্রেম নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No. 8|107
Shri Shri ... BANARAS

কবি চণ্ডীদাস বলিতেছেন—ত্রিভুবনে এইরূপ প্রেমের তুলনা নাই।

নরজগতে, জীবজগতে ও প্রকৃতির রাজ্যে কোনওখানেই এই অপার্থিব প্রেমের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কোনও প্রাকৃত বস্তুর সহিত এই অপ্রাকৃত প্রেমের তুলনার কথা আসিতেই পারে না।

কণ্টক গাড়ি কমলসমপদতল (অভিসার—গোবিন্দদাস)

রাধা 'কণ্টক পুঁতিয়া (গাড়ি) কমলের ন্যায় কোমল পদের নূপুর বস্ত্র (চীর) দ্বারা আবৃত করিয়া, পাছে নূপুরের শব্দ হয় এই আশঙ্কায়—যখন বঁধুর বাঁশি বাজিবে তখন হয়ত কণ্টকময় পথে চলিতে হইবে, এইজন্য আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া কণ্টকময় পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।'—কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিনা পিছল করিয়া মাটিতে পদাঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। পথে পা হড়কাইয়া না যায় এইজন্য অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে বঁধুর লাগিয়া অভিসারে যাইতে হইবে, সেইজন্য পিছল পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।'

'হে মাধব, তোমার লাগিয়া অতি দুস্তর (দুতর) পথে কীভাবে অভিসার করিতে হইবে, নিজ গৃহে রাত্রি জাগিয়া রাধা সেই সাধনা করিতেছেন।" ভামিনী দুই হাত দিয়া চোখ মুদিয়া চলিতেছেন—হয়তো অন্ধকার রাতে বন্ধুর কাছে যাইতে হইবে, এইজন্য অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে শিখিতে আশা করিতেছেন। অন্ধকার রাত্রে যাইবার সময় তাঁহাকে সাপের সম্মুখে পড়িতে হইতে পারে। এইজন্য তিনি সাপের ওঝার নিকট হাতের কঙ্কণ পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সর্পের মুখবন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। 'গুরুজনের উক্তি শুনিয়াও শোনেন না—বধিরের ন্যায়, এক কথা শোনেন অন্যরূপ উত্তর দেন।' গোবিন্দদাস সাক্ষী আছেন, রাধা 'পরিজনের বাক্য শুনিয়া মুগ্ধারু (বিহ্বলার) মত হাসিতে থাকেন।'

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে (মাথুর—শেখর রায়)

বিরহ-বেদনায় আর্ত হইয়া মুমূর্ষু রাধা বলিতেছেন—সখি, তুমি কৃষ্ণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার বলিও—(আমার মৃত্যুর পর) কৃষ্ণ যেন একবার বৃন্দাবনে আসেন। 'মল্লিকা ফুলের চারা পুঁতিয়াছিলাম, তাঁহাকে সেই ফুলের মালা পরাইব বলিয়া, আমার ভাগ্যে তাহা হইল না, যখন এই গাছে ফুল ধরিবে তখন আমি আর এ জগতে থাকিব না—তোমরা ফুলের মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাইও।' কুঞ্জবনে আমার বুকের এই হার রাখিলাম, তিনি যেন একবার গলায় পরেন। এই গাছের ডালে শুক-শারি রহিল; ইহাদের মুখে যেন আমার দশার কথা শোনেন। এই বনে রঙ্গিণী হরিণী রহিল; প্রিয় যেন ইহাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করে। সুবল প্রভৃতি সখার সহিত তাঁহার আবার দেখা হইবে। দুঃখিনী মা যশোদা আছেন—তাঁহার কোথাও যাইবার শক্তি নাই। প্রিয় যেন আসিয়া তাঁহাকে দেখা দেন। বন্ধুকে এই সংবাদ দিও।—ইহা শুনিয়া দূতী আকুল হইয়া মথুরা অভিমুখে চলিল। (পদকর্তা) শেখর বলিতেছেন, তিনি আর কি বলিবেন, তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না।

কানু-অনুরাগ হৃদয় ভেল কাতর (অভিসার—জ্ঞানদাস)

কৃষ্ণের অনুরাগে হৃদয় কাতর হইল—রাধা গৃহে আর থাকিতে পারেন না। গৃহে গুরুজনের ভয় বা পথে দুর্জনের ভয় তিনি কিছুই মানিতেছেন না—তিনি বসনে দেহ আবৃত করিতেছেন না।

'প্রেমের কি বিচিত্র রীতি দেখ। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুর্যোগময়ী রজনী, পথে শত শত সর্পের ভয়, তথাপি মনে এতটুকু ভয় নাই।' 'সখিগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধা একাই পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অগত্যা সখিগণকেও যাইতে হইল। তাহারা এই দুর্যোগময়ী রজনীতে পথে বাহির হইতে সাহস করিতেছিল না; রাইকে যাইতে দেখিয়া তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইল—একাকিনী তাঁহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া দেয়? শ্রীরাধাকে তাহারা অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু অদ্ভুত প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গিত-চিত্ত শ্রীরাধা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পথ-বিপথ না মানিয়া দ্রুত ছুটিয়াছেন, তাই সখীরা তাঁহার নাগাল পাইল না।' জ্ঞানদাস—'পদকর্তা বলিতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে যাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব।'

কাহারে কহিব মনের মরম কেবা যাবে পরতীত (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—চণ্ডীদাস)

মর্মের কথা কাহাকে বলিব, কে তাহা বিশ্বাস করিবে? হৃদয়ের মধ্যে মর্মবেদনা—চিত্ত সর্বদাই চমকিত। সর্বদাই চোখ ছলছল করে, গুরুজনের সমুখে দাঁড়াইতে পারি না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে সবই শ্যামময় দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি। সখীর সঙ্গে জলে যাইতে যাহা দেখি তাহা আর বলিবার নয়। 'যমুনার কাল জল চোখের সামনে ঝলমল করিতে থাকে। তাহা দেখিয়া মনকে ধরিয়া রাখি কেমন করিয়া? যমুনার সেই উচ্ছল কাল জল যে শ্রীকৃষ্ণের ঝলমলে কাল রূপের কথা মনে করাইয়া দেয়।' কুলের ধর্ম রাখিতে পারিলাম না—এ-কথা সকলের সমুখে বলিতেছি। চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—সুনাগর কৃষ্ণ সর্বদাই হৃদয়ে জাগিতেছে।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর (ভাবোল্লাস ও মিলন—বিদ্যাপতি)

পুনর্মিলনে উল্লসিতা রাধা বলিতেছেন—সখি! আমার আনন্দের অবধি কোথায় তাহার কী বলিব। দীর্ঘকাল পরে মাধব আমার গৃহে আসিয়াছেন। পূর্বে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ অসহ লাগিয়াছিল—নিষ্ঠুর চন্দ্র যত দুঃখ দিয়াছে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া ততখানি সুখ হইয়াছে। 'অর্থের জন্য স্ত্রী স্বামীকে প্রবাসে পাঠাইতে বাধ্য হয়; কিন্তু আমি যদি আঁচল ভরিয়া মহামূল্য রত্ন পাই, তাহা হইলেও প্রিয়কে আর দূরে পাঠাইব না।'—প্রিয়তম আমার শীতের গাত্রাবরণ আর গ্রীষ্মের বাতাসের মতো প্রীতিকর। প্রিয়তম বর্ষার ছত্র ও নদীর নৌকার মতো পরম আশ্রয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারী, শোনো—সৎ ব্যক্তির দুঃখ মাত্র দুই চারিদিনের জন্য থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান (প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—চণ্ডীদাস)

বন্ধু, তুমি কী মায়া জানো? 'তোমার ন্যায় অবলার প্রাণ নিতে পারে এরূপ আর কেহ নাই।' 'তোমাকে পাইবার জন্য আমি কি না করিয়াছি? আমার স্বভাব, সংস্কার, আচরণ, এমন কি প্রকৃতির বিধান পর্যন্ত, বিপর্যস্ত করিয়া অসাধ্য সাধন করিলাম, তথাপি তোমার প্রেমের স্বরূপ আজও বুঝিতে পারিলাম না।' 'শেওলা যেমন স্রোতে ভাসিয়া যায়, যেদিকে প্রবাহ সেইদিকে তাদের গতি;—অর্থাৎ নিতান্ত অসহায়, তোমার দারুণ স্রোতোবেগে আমি আমার ব্যক্তিত্বের তটভূমি হইতে স্খলিত হইয়া অসহায়ভাবে ভাসিয়া যাইতেছি।' বন্ধু বলিয়া ডাকি এমন সমবেদনাশীল ব্যক্তি আর নাই। 'একমাত্র তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করিতেছি, তুমি যদি আমার প্রতি নির্মম হও তবে দাঁড়াও,—তোমার সম্মুখেই এই প্রাণ ত্যাগ করিব।' বাশুলীদেবীর আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিতেছেন—পরের জন্য করিলে পর কি আপন হয়!

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে (গৌরাঙ্গবিষয়ক—বাসুদেব ঘোষ)

গৌরাঙ্গ কিসের জন্য দণ্ড ধারণ করিলেন? কিসের জন্য রক্তাম্বর (গেরুয়া) পরিধান করিলেন? কিসের জন্য তিনি মাথা মুড়াইয়াছেন? কিসের জন্য তিনি চাঁদ মুখে রাধা-রাধা বলিয়া কাঁদিতেছেন—কিসের জন্যই বা দেশত্যাগ করিলেন?—শ্রীবাসের মুখের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনিতে পাষাণ মিলাইয়া যাইতেছে। গদাধর আর যেন প্রাণে বাঁচিবেন না। মুকুন্দের দুই চোখে মন্দাকিনীর ধারার মতো তপ্ত অশ্রুধারা বহিতেছে। হরিদাস সকল বৈষ্ণব মোহান্তের ঘরে বুঝাইয়া ফিরিতেছেন, তবুও কেহ স্থির হয় না। 'রূপ-যৌবন-সম্পন্ন রমণীতে মানুষের মন স্বভাবতঃ অনলে পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট হয়; কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হইলেন না কেন?' 'শুধু অতুলনীয় রূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY No. 8|107 Shri Shri Ma Anandamayee Ashram BANARAS

যৌবন-সম্পন্না স্ত্রী নহে, তাহার প্রগাঢ় প্রেম উপেক্ষা করিলেন কেন?'—দুঃখের কথা আর কী বলিব—বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয়; সেই করুণ দৃশ্য না দেখিয়াই আমার (পদকর্তার) বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। সকল প্রাণী বিরহে আকুল হইয়া দিনরাত্রি ভেদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। বাসুদেব ঘোষ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কুল মরিয়াদ-কপাট উদ্‌ঘাটিলুঁ (অভিসার—গোবিন্দদাস)

অভিসারিকা রাধা সখীদের বলিতেছেন—'কুলমর্যাদারূপ কঠিন কপাট উদ্‌ঘাটন করিলাম, কাঠের কপাট আমার অভিসারে বাধা দিবে?' আত্ম-সম্মানরূপ সমুদ্র (গোষ্পদের মতো) পার হইলাম—নদী তাহার চেয়ে অগাধ (ও দুস্তর) হইবে?—সখি! আমাকে পরীক্ষা করা দূর করিয়া দাও। 'হরি আমার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহাই স্মরণ করিয়া আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে।' 'মদনের শরে যে অহর্নিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, বাদল ধারায় তাহার কি করিবে?' যাহার হৃদয় প্রেমের নিদারুণ দাহ সহ্য করিতেছে, বজ্রের আগুন তাহার কি করিবে? 'আমার জীবনই তাহার পদতলে সমর্পণ করিয়াছি, এখন কি দেহের মায়া করিব?' গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ধনি! তুমি অভিসার করো—সহচরীরা বুঝিতে পারিয়াছে।

এই পদটি 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট' পদে সখীর উক্তির প্রত্যুত্তর।

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ (অভিসার—রায় শেখর)

এখন আকাশে দারুণ ঘন মেঘ। প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছে। বজ্রপাতের ঘোর ঝনঝন শব্দ শোনা যাইতেছে। বাতাস প্রচণ্ডবেগে বহিতে বহিতে আস্ফালন করিতেছে।

সখি! আজ আমার দুর্দিন হইল। আমার কান্ত বহুকষ্টে অগ্রসর হইয়া সংকেত কুঞ্জে গিয়াছে। মেঘ যেন তরল হইয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিতেছে। ঘন মেঘ ঘোর রবে গর্জন করিতেছে। আমার প্রিয়তম শ্যাম কী করিয়া একাকী আমার পথের দিকে চাহিয়া থাকিবে (অর্থাৎ প্রতীক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে)। একথা স্মরণ করিয়া আমার দেহ যেন অবশ হইয়া গিয়া অস্থির হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আমার 'গুরুজনদের নিষ্ঠুর দৃষ্টি এখন দুর্যোগের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন।' 'সখি, বসিয়া বসিয়া কি বিচার করিতেছ? (অর্থাৎ এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া অভিসারে বাহির হওয়া উচিত কিনা, সে বিচার এখন ছাড়িয়া দাও।) আমার জীবনের জীবন শ্রীকৃষ্ণ সংকেত কুঞ্জে আগেই চলিয়া গিয়াছেন। অথবা আমার মন-প্রাণ আগেই সংকেত কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, দেহটাই কেবল এখানে পড়িয়া রহিয়াছে।' রায়শেখর—'পদকর্তা বলিতেছেন, শ্রীরাধা, আমার কথায় তুমি অভিসারে বাহির হইয়া পড়। এই (বিস্তৃত) বিথার বিঘ্নরাশি কি আর এমন একটা সাংঘাতিক বাধা!'

ঘরের বাহিরের দণ্ডে শতবার (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—চণ্ডীদাস)

নবানুরাগিণী রাধা শতবার ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান (যদি একবার কৃষ্ণকে দেখিতে পান)। তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে ঘরের বাহিরে আসিতেছেন আবার ঘরের মধ্যে যাইতেছেন। তাঁহার মন উদ্বিগ্ন, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে; তিনি কদম্বকাননের দিকে চাহিতেছেন। রাই কী করিয়া এইরূপ হইলেন? তিনি গুরুজনকে ভয় করিতেছেন না, দুর্জনের নিন্দাবাদে তাঁহার ভয় নাই—বুঝিবা কোনো অপদেবতা তাঁহার উপর ভর করিয়াছে। তিনি সর্বদাই চঞ্চল—বসনের প্রান্তভাগ সংবরণ করিতেছেন না। তিনি বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন; দেহের অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া আবার পরিতেছেন।—বালিকা রাধা রাজকন্যা, অল্পবয়সী, তাহার উপর আবার কুলবধূ। অন্তরের মধ্যে কোনো কামনাকে তিনি সযত্নে বর্ধিত করিতেছেন—তাঁহার ছলনা বুঝিতে পারি না। তাঁহার আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তিনি যেন চাঁদ পাইবার জন্য হাত বাড়াইতেছেন অর্থাৎ তিনি দুর্লভ কোনো সামগ্রী আশা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস অনুনয় করিয়া বলিতেছেন যে, রাধা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চম্পক শোন-কুসুম কনকাচল (গৌরাঙ্গবিষয়ক—গোবিন্দদাস)

'গৌরদেহের লাবণ্য চাঁপা, শোন-ফুল ও স্বর্ণ-গিরিকে পরাজিত করিয়াছে'। —উন্নতগ্রীবার সৌন্দর্যের সীমা অনুভব করা যায় না—তাহার ভঙ্গি জগতের মনোহারী।—জয় শচীর পুত্র চৈতন্যদেবের জয়। তিনি ত্রিভুবনের শোভা—কলিযুগরূপ কালসর্পের ভয় তিনি খণ্ডন করেন। তাঁহার সারাদেহে (কৃষ্ণপ্রেমে) রোমাঞ্চ ব্যাপ্ত হইয়াছে—সারা অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া যেন গরগর করিতেছে। তাঁহার মৃহুমৃহু হাসি, ভাষা (আবেগে) গদগদ—চোখ দিয়া অশ্রুরূপ কত মন্দাকিনী ঝরিয়া পড়িতেছে। আপনার প্রেমরসে (কারণ আপনিই কৃষ্ণ) মত্ত হইয়া তিনি আপনিই নাচিতেছেন। তাঁহার চোখ ছুটি ঢুলু ঢুলু করিতেছে—কত অগণিত ভক্ত মিলিয়া গান করিতেছে। 'যে রসে, যে প্রেমবন্যায় সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল, গোবিন্দদাস (পদকর্তা) সেই প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক, তাহার স্পর্শ হইতেও বঞ্চিত রহিল।'

চলভ রাম সুন্দর শ্যাম (বাল্যলীলা ও কালীয়দমন—নসির মামুদ)

বলরাম ও সুন্দর কৃষ্ণ গোচারণের যষ্টি, দড়ি, বেত ও বাঁশি লইয়া 'মুরলীতে অভ্যাস করা গান' (বাঁশীতে সাধা গান) গাহিতেছে। প্রিয় শ্রীদাম ও সুদাম মিলিয়া সূর্যকন্যা যমুনার তীরে কেলি করিতেছে। ধবলী শ্যামলী এসো এসো বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কৃষ্ণ চলিয়াছেন।—কৃষ্ণ বয়সে কিশোর, তাঁহার দেহের দ্যুতি অতি মনোহর, 'মুখখানি চাঁদের ন্যায় এবং কান্তি মেঘের মত'। তাঁহার শিখিপুচ্ছের চূড়া ও গুঞ্জাহার অতি সুন্দর—তাঁহার মুখে মদনের দীপ্তি। 'আগম-নিগম-বেদের যিনি সার, অর্থাৎ মূল প্রতিপাদ্য, সেই অখিল বিশ্বের আদি কারণ বিরাট পুরুষ আজ লীলার ছলে সামান্য রাখাল বেশে গোষ্ঠবিহার করিতেছেন'। নসির মামুদ আশা করিতেছেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাকে চরণে আশ্রয়দান করিবেন।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি (মান ও কলহান্তরিতা—জ্ঞানদাস)

এই পদটিতে রাধার মান ভাঙাইতে কৃষ্ণ অনুনয় করিয়া বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধা, তুমি মুখ তুলিয়া চাহ। 'তোমার চোখের নাচনে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠে।' 'তুমি গৌরী, এইজন্য আমি পীতবর্ণের বসন পরিয়া থাকি, তোমার কথা মনে পড়িবে বলিয়া।' 'তুমি যদি একটিবার নিঃশ্বাস ফেল, তবে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে (তোমার কষ্টের আশঙ্কায়)।'—রাধা, তুমি আমাকে আর কত পরীক্ষা করিবে? 'আমি যে তোমাকে আরাধনা করি তাহা সমস্ত সংসারের লোক জানে।' 'আমার এই হাতের বাঁশীটি একবার ধর, আমি উভয় হস্তে তোমার চরণ ধারণ করিব।' তোমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চোখ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 'তোমার চোখের অঞ্জন পরের চিত্ত চুরি করিতে দক্ষ।' তুমি রূপ গুণ, ও যৌবনে পৃথিবীতে সকলের অগ্রগণ্য। বিধি তোমাকে প্রেমের পুত্তলিকা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। 'যে এত ধনী সে কেন আমাকে প্রেম দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করে?' জ্ঞানদাস কহিতেছেন—কে ইহার মর্ম বুঝিবে?

চির চন্দন উরে হার না দেলা (মাথুর—বিদ্যাপতি)

'যাঁহার সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকুও ব্যথা হয় এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরিতাম না, সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন।' প্রিয়ের গর্বে আমি কাহাকেও গণনা করি নাই (অর্থাৎ বিশেষ মূল্য দিই নাই)। সেই প্রিয় না থাকায় আমাকে কেই বা কী না বলিয়াছে। আমার হৃদয়ে বড় দুঃখ রহিয়া গেল; প্রিয়তম যদি আমাকে ভুলিয়া গেল তাহা হইলে আর জীবনে কী হইবে? 'পূর্বজন্মে ভুলক্রমে (ভরমে) বিধাতা আমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই হইল।' 'আমার প্রিয়ের কোনও দোষ নাই; যাহা আমার কর্মে ছিল, তাহাই ফলিতেছে।' প্রিয় অন্য আকর্ষণে অন্য দেশে গিয়াছে। প্রিয় ব্যতীত আমার বুকের পাঁজর ছিদ্রময় হইয়া গেল।—বিদ্যাপতি সান্ত্বনা দিয়া বিরহিণী রাধাকে বলিতেছেন—বরনারি! শোন। অন্তরে ধৈর্য ধারণ কর; কৃষ্ণকে তুমি অবশ্যই পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

8) 107

রামায়ণে সীতার উক্তি স্মরণীয়—

"হারোনারোপিত কণ্ঠে ময়া বিচ্ছেদভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগর ভূধরাঃ ॥

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ (শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ—জ্ঞানদাস)

শ্রীকৃষ্ণের চূড়াটি উঁচু করিয়া বাঁধিয়া কে তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ দিয়াছে। তাহা অতি সুন্দর ও নারীমনোহারী। 'শ্রীকৃষ্ণের উচ্চ চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের দিকে চাহিয়া মনে হয়, বুঝিবা আকাশের দিকে চাহিয়া নবমেঘে ইন্দ্রধনুর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি।' 'মোহন চূড়া বেড়িয়া থরে থরে মালতীর মালা ঝুলাইয়া দিয়াছে; তাহাতে মনে হইতেছে যেন সুরধুনীর ধারা বহিতেছে। হিমগিরি হইতেই গঙ্গার উদ্ভব, কিন্তু আমি দেখিতেছি নীলগিরি হইতে গঙ্গার ধারা বহিতেছে।' 'শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত ললাট জুড়িয়া সারি সারি চন্দনের টিপ এবং তাহার মাঝে মাঝে ফাগুর বিন্দু। যেন কোন ভাগ্যবতী রজতের আধারে জবাফুল দিয়া যমুনার কাল জলে ভাসাইয়া দিয়াছে (যমুনা দেবীর পূজার জন্য)।' 'শ্রীকৃষ্ণের কাল অঙ্গে রক্তবর্ণ হিঙ্গুল কে ছিটাইয়া দিয়াছে। তাহাতে মনে হইতেছে কে যেন রক্তকরবী দিয়া কৃষ্ণসলিলা যমুনার পূজা করিতেছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণের কাল অঙ্গের ঠাঁই ঠাঁই লাল (যথা, অধরে করতলে ইত্যাদি)। মনে হয় যেন কেহ রক্তকরবী দিয়া যমুনার পূজা করিতেছেন।' জ্ঞানদাসের—'পদকর্তার মনে হইতেছে, নানাবর্ণ বিভূষিত এই অনুপম রূপ এক-নজরে দেখিবার বস্তু নয়, ইহা ধীরে ধীরে রহিয়া বসিয়া উপভোগ করিবার সামগ্রী।'

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—গোবিন্দদাস)

নবানুরাগিণী রাধা বলিতেছেন—'ঢল ঢল কাঁচা (তরল) অঙ্গকান্তি যেন ভূতলে বহিয়া চলিয়াছে, অর্থাৎ সে অপরূপ তরলতা পূর্ণ লাবণ্যে যেন পৃথিবী ভাসাইয়া দিল।' তাহার ঈষৎ হাসি এমন মনোহর যে, তাহার তরঙ্গ-হিল্লোলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন স্বয়ং মদনই মূর্ছিত হইয়া পড়ে। সে কোন নাগরকে কোন পরম ক্ষণে দেখিলাম, ধৈর্য দূর হইয়া গেল। আমার চিত্ত সর্বদা ব্যাকুল হইয়া কেনই বা কাঁদিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। সে হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে নাচিয়া নাচিয়া যায়; নয়নের কটাক্ষরূপ দারুণ শরে আমার প্রাণ বিঁধিতে চাহিতেছে। তাহার বুকের উপর মালতী ফুলের মালাটি গলা হইতে ঝুলিতেছে। আমার মন যেন মত্ত ভ্রমরের মতো উড়িয়া তাহার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাহার কপালে চন্দনের ফোঁটার ছটা—তাহা যেন আমার বুকের মধ্যে লাগিয়া আমার বুক জুড়াইয়া দিতেছে। কি জানি মর্মে কী ব্যাধি হইল—লোকের ভয়ে বলিতে পারি না। নারীর প্রাণ এমন কঠিন যে বাহির হয় না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—জানি না পরিণামে কী হইবে।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম (প্রার্থনা—বিদ্যাপতি)

'উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পতিত জলবিন্দুর মত পুত্র-মিত্র-রমণী প্রভৃতি অর্থাৎ পুত্র-মিত্র-ভার্যাদি পরিবৃত এই সংসার ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী, শাশ্বত তোমাকে ভুলিয়া এ হেন ক্ষণস্থায়ী সংসারে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন আমি কোন্ কাজে লাগিব। অর্থাৎ আমার এ জীবনের মূল্য কি? অর্থাৎ আমার এ জীবন ব্যর্থ হইল।' মাধব, আমার পরিণাম হতাশাপূর্ণ। 'তুমিই জগৎ-ত্রাতা, দীনের প্রতি দয়াশীল, এইজন্যই তোমার উপর বিশ্বাস (বিশোয়াসা) রাখিতেছি—যেহেতু আমি জগতের একজন ও অতি দীন।' 'জীবনের অর্ধেক কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম; তারপরে শৈশব এবং বার্ধক্যেও অনেক সময় কাটিল।' মৈথুনে রমণীর সহিত রসরঙ্গে মত্ত হইলাম—তোমাকে কখন ভজিব। যুগ যুগব্যাপী পরমায়ু লইয়া কত ব্রহ্মা মরিয়া যাইতেছেন, তোমার আদি বা শেষ নাই। সাগরে ঢেউয়ের মতো তাঁহারা তোমাতে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাতেই লীন হইয়া যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—শেষে যমের ভয় রহিয়াছে; সেখানে তুমি বিনা আর অন্য গতি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে সকলে আদি ও অনাদির নাথ বলে—এখন তোমার উপরই ত্রাণ করিবার ভার।

তোমারে বুঝাই বন্ধু (প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—চণ্ডীদাস)

বন্ধু, আমি তোমাকে বুঝাইয়া আমার দুঃখের কথা বলিতেছি। আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে এমন লোক নাই। গৃহে সকলে আমাকে প্রতিনিয়ত গঞ্জনা দেয়। নিশ্চয় জানিও আমি বিষ খাইব। 'এই দুঃখপূর্ণ জীবনে আর কি সুখ আছে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখাই জীবনের একমাত্র আনন্দ ও সফলতা। একবার এই দুঃখিনীর সম্মুখে দাঁড়াও, আমি তোমার মুখখানি দেখিয়া মরি।' আমার খাইয়া আরাম নাই অথচ আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। আমার সমদুঃখী কে আছে যে তাহার কাছে আমার দুঃখের কথা বলিব। চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—রাধা, ইহা উচিত নয়। 'লোকে নিন্দা ও গঞ্জনা করে বলিয়াই কি তুমি প্রাণত্যাগ করিবে? পরের কথায় কে কবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে?'

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—রঘুনন্দন)

'এখানকার মৃত্তিকার কি সৌভাগ্য—আমার বঁধু নাচিয়া নাচিয়া ইহাতে পা ফেলিয়া যান।' 'স্বর্ণ কি পুণ্যবলে নূপুরের রূপ ধারণ করিয়াছে?' তাহা বন্ধুর চরণে বাজিয়া বাজিয়া যাইতেছে। ফুল কী পুণ্য করিয়া বনমালা হইতে পারিয়াছে যাহাতে উহা বন্ধুর বুকেতে দুলিয়া দুলিয়া যাইতেছে। বাঁশ কী পুণ্য করিয়া মুরলী হইল—কৃষ্ণের অধরের অমৃত পান করিয়া করিয়া বাজিতেছে। 'এই রাখাল বালকদের কত পুণ্য ছিল, তাই তাহারা সখা হইতে পারিয়াছে এবং তাঁহার সহিত খেলা করিতে করিতে যাইতেছে।' পদকর্তা রঘুনন্দন করজোড়ে নিবেদন করিতেছেন, কোন্ ভাগ্যে বৃন্দাবনের এই গৌরব, সেই গূঢ় তত্ত্ব ভাবিয়া পাওয়া যায় না।'

নামহি অক্রুর ক্রূর নাহি যা সম (মাথুর—গোবিন্দদাস)

'শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—নামেই অক্রূর আসলে কিন্তু তাহার মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রূর আর ত্রুটি নাই, সেই ব্যক্তি আজ বৃন্দাবনে আসিয়াছে এবং "কালই, ঠিক কালই মথুরায় যাইবার জন্য সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হও"—এই শ্রবণকটু অশুভ বাক্য ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে।' সখি, রজনী প্রভাত হইলেই (অক্রূর ঘোষিত) সেই কাল আসিয়া দেখা দিবে, অতএব এমন একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির কর যাহাতে কৃষ্ণ গৃহে থাকেন।' 'যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবীর চরণে শরণ পাইয়া সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে দিয়া চন্দ্রকে আটক কর। নক্ষত্র এবং চন্দ্র যেন গগনে প্রকাশিত থাকে।—প্রভাত যাহাতে না হয়।' 'যোগমায়ার দ্বারা যদি এ কাজ সম্ভব না হয় তাহা হইলে যমুনা দেবীকে সেবার দ্বারা তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে বল, তিনি যেন তাঁহার পিতা সূর্যদেবকে আটকাইয়া রাখেন, অর্থাৎ তিনি যেন এমন ব্যবস্থা করেন যাহাতে তাঁহার পিতা সূর্যদেব পূর্ব গগনে উদিত হইয়া প্রভাতের সূচনা করিতে না পারেন। আর যমুনা দেবী যদি এ ভার লইতে রাজি না হন, তাহা হইলে তিনি যেন অবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতা যম রাজাকে আনিয়া উপস্থিত করেন, অর্থাৎ আমার যেন অবিলম্বে মৃত্যু ঘটে। শ্রীরাধার মনের ভাব ঠিক এইরূপই হইয়াছিল বলিয়া পদকর্তা গোবিন্দদাস অনুমান করেন।'

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে (গৌরাঙ্গবিষয়ক—বল্লভ দাস)

নিতাইকে আগে করিয়া গৌরাঙ্গ সানুরাগে চলিলেন—সকলে শান্তিপুরে আসিলেন। চৈতন্যদেব মাথার চুল মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়াছেন দেখিয়া সকলের প্রাণ কাঁদিল। তিনি যোড়হাত করিয়া মায়ের সমুখে তাঁহাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। শচী তাঁহাকে দুই হাতে বুকে তুলিয়া তাঁহার চাঁদমুখে চুম্বন করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—বাছা, সন্ন্যাস লইবে বলিয়া আমাকে ভাগবত পড়াইলে—এ কথা আমি কাহাকে বলিব? আমাকে অনাথা করিয়া দেশান্তরে যাইবে—বিষ্ণুপ্রিয়ার কী উপায় হইবে? কেন এই তোর কৌপীন ও দণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া খাইবে? মা বাঁচিয়া থাকিতে ইহা সহ্য করিতে পারে না—কাহার জন্য সন্ন্যাসী হইলে?—গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—তাহাতে শচীর দুঃখের শেষ নাই। বল্লভদাস কহিতেছেন—ত্রিভুবনে গৌরাঙ্গের বৈরাগ্য প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে।

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে (গৌরাঙ্গ বিষয়ক—গোবিন্দদাস)

গৌরাঙ্গের 'চক্ষু দুটি মেঘের ন্যায়, কেন না, উহা অবিরত জলধারা বর্ষণ করিতেছে। অবিরল বারিপাত হইলে যেমন বৃক্ষে বৃক্ষে মুকুল হয়, তেমনি গৌরাঙ্গের দেহে রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদ্‌গম হইতেছে। জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ চৈতন্যপ্রভুকে পুষ্পতরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে; নিরবধি চোখের জলে এই তরু বর্ধিত হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গের স্বেদজল মকরন্দের মত বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে।' তাঁহার দেহ হইতে স্বেদরূপ মধু বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরিত হইতেছে। 'অশ্রু, পুলক, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের সহিত অন্যান্য নানা-প্রকার ভাব প্রকাশিত হইতেছে।'—কিশোর-বয়স্ক গৌরাঙ্গকে কী নটবর বেশে দেখিলাম। ভাগীরথীর তীর উজ্জ্বল করিয়া যেন একটি সোনার গাছ চলিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীচৈতন্য গৌরবর্ণ বলিয়া তাঁহাকে সোনার গাছ বলা হইয়াছে; কিন্তু তিনি তবু সামান্য নহেন, তিনি পরম বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন, প্রেমরূপ অপার্থিব ফল বিতরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে কল্পবৃক্ষ বলা হইয়াছে।' ভক্তরূপ ভ্রমরগণ নৃত্যপরায়ণ 'চরণতলে ঝঙ্কার করিতেছে; অর্থাৎ ভক্তগণ (বিভোর হইয়া) পদতলে নানা গুণগান করিতেছে।' তাঁহার (প্রেম-) সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া সুরাসুরগণ ছুটিয়া আসিয়া অহর্নিশি অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অবিরত প্রেমরত্নফল-বিতরণে বিশ্বের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে। কেবল দীনহীন গোবিন্দ দাস তাঁহার চরণে বঞ্চিত হইয়া বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে (গৌরাঙ্গ বিষয়ক—গোবিন্দ দাস)

পতিতদের দেখিয়া অস্থির হইয়া গৌরাঙ্গ করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঁদিতে থাকেন। অনুপম স্বর্ণের চেয়েও উজ্জ্বল গৌরদেহ ঘন ঘন ভূমিতে লুটায়। —গৌরাঙ্গের বালাই লইয়া মরি। তাঁহার রূপমাধুরী ও প্রেমের বিচিত্রভাব আধ তিলের জন্য ভুলিতে পারি না। তিনি বর্ণাশ্রমের বিভিন্নতা বা ধনীদরিদ্রের ভেদ বা দোষ কিছুই মানেন না। কমলা, শিব ও বিধাতারও নিকট দুর্লভ প্রেমরূপ সম্পদ তিনি বিশ্ববাসীকে দান করেন। এইরূপ করুণাময় রসপূর্ণ হৃদয়ে গৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। তিনি 'সমস্ত পৃথিবীবাসীকে প্রেমধনে ধনী করিলেন—কেবল গোবিন্দদাস বঞ্চিত রহিল।'

পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে (গৌরাঙ্গ বিষয়ক—পরমানন্দ)

'স্পর্শমণির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কি তুলনা দিব? স্পর্শমণি যাহা স্পর্শ করে তাহাই কেবল সোনা হইয়া যায়। গৌরাঙ্গদেবের কিন্তু এমনই অদ্ভুত শক্তি যে সে শক্তির প্রভাবে যে কোন ব্যক্তি শুধু নাচিয়া গাহিয়া অনায়াসে রত্ন হইয়া যায়।—এই বনমালী শচীর পুত্র। এই ত্রিভুবনে তাঁহার তুলনা নাই—গৌরাঙ্গ আমার প্রাণপুত্তলী। গৌরাঙ্গ চন্দ্রের অনুরূপ হইতে গিয়া আকাশের চন্দ্র কলঙ্কী হইয়াছে—সে এমন আলো দিতে পারে না। নদীয়া পুরীতে কলঙ্কহীন পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে—মনের অন্ধকার দূর হইয়াছে। 'গুণের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কামধেনু বা সুরতরুর (কল্পতরুর) তুলনা হয় না। কারণ পুণ্যাত্মা ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে কামধেনু বা সুরতরুর সান্নিধ্যলাভ ঘটে না; তাহা ছাড়া কামধেনু বা সুরতরুর নিকট প্রার্থনা না করিলে কিছুই পাওয়া যায় না; কিন্তু গৌরাঙ্গদেব এমনই করুণাময় যে আপামর সকলকেই তিনি (না চাহিতেই) নিজে যাচিয়া প্রেমধন বিলাইয়া দেন।' সকলে বিচার করিয়া দেখুক—গোরাচাঁদ নিজেরই সহিত তুলনীয়। পরমানন্দের মনে এই বাসনা—গৌরাঙ্গের দয়া কবে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে (ভাবোল্লাস ও মিলন—বিদ্যাপতি)

ভাবোল্লাসিতা রাধা বলিতেছেন, —প্রিয় যখন আমার এই গৃহে আসিবেন, তখন আমার এই দেহকে তাঁহার মঙ্গল-আচারের স্থান করিব। আমার অঙ্গকে তাঁহার বেদী করিব, আমার কেশদাম দিয়া সেই বেদীতে ঝাঁট দিব। মুক্তার হার দিয়া তাহাতে আলপনা রচনা করিব। কুচযুগ দিয়া দুইটি মঙ্গল কলস রচনা করিব। গুরুভার নিতম্ব দিয়া কদলী বৃক্ষ রোপন করিব। আন্দোলিত কিঙ্কিণী আম্রপল্লব হইবে। 'মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বহু রমণীর উপস্থিতি আবশ্যক। আমি এরূপ বিচিত্র বিলাস কলা বিস্তার করিব যে মনে হইবে বহু রমণীর সমাবেশ হইয়াছে।' 'এরূপ রূপ বিস্তার করিব যে মনে হইবে যেন চারিদিকে চাঁদের হাট মিলিয়াছে।'—বিদ্যাপতি কহিতেছেন—আশা পূর্ণ হইবে। দুই এক পলকের জন্য তোমার সহিত মিলিত হইব।

প্রেম অঙ্কুর জাত আত ভেল (মাথুর—গোবিন্দদাস)

'প্রেমের অঙ্কুর জাতমাত্রেই অর্থাৎ জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আতপ (আত) অর্থাৎ রৌদ্র দেখা দিল;—দুটি কচি পল্লবও মেলিবার সুযোগ পাইল না। প্রতিপদের চাঁদ যেমন রাত্রিতে উদয়মাত্রেই অস্ত যায়, সেইরূপ কণামাত্র সুখ হইয়া সব নিরাশায় পূর্ণ হইয়া গেল।—সখি, মাধব আমার প্রতি নিষ্ঠুর—"মিলনের প্রতিশ্রুত সময়ের সীমা' বলিয়া ভুলিয়া গেল। কে জানে চাঁদ চকোরীকে বঞ্চনা করিবে—সুপরিচিত মধুকর মাধবীকে বঞ্চনা করিবে। 'শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অনুভব করিয়া, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের অস্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করিয়া অনুমান হইতেছে, বিধাতার নির্মাণ অর্থাৎ বিধাতার বিধান সব উলট পালট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটিতেছে। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমদানে বঞ্চিত করিবে ইহা ত সৃষ্টির নিয়ম নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার শ্রীরাধার নিকট নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া এবং অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে।'—এই পাপ প্রাণ আর কিছু জানে না, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া কাঁদে। বিদ্যাপতি মাধবকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন, গোবিন্দদাস তাঁহাকে রসপূর্ণ বলিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঁধু, কি আর বলিব আমি (নিবেদন—চণ্ডীদাস)

বন্ধু, আমি আর কি বলিব? শুধু মৃত্যুকালে নহে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমাকেই প্রাণপ্রিয় বলিয়া জানি। শুধু এই জন্মে নহে, যতবার আসিব—যাইব—যত জন্ম হইবে—তুমিই আমার একমাত্র প্রিয় থাকিও।' 'তোমার পদযুগ এবং আমার প্রাণের সঙ্গে প্রেমের ফাঁসি লাগিয়াছে, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় তিলমাত্র সরাইয়া লইলে আমার প্রাণ যাইবে।' সব কিছু তোমাকে সমর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া নিশ্চয় করিয়া তোমার দাসী হইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, এই ত্রিভুবনে আমার আর কেহ আছে কি? রাধা বলিয়া কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে নাই; আমি কাহার কাছে দাঁড়াইব? 'পিতৃকুল ও স্বামীকুল এই দুই কুলে এবং গোকুলে, অর্থাৎ ত্রিসংসারে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই।' ছল করিয়া আমাকে ঠেলিও না—সরলা অবলা আমার প্রতি যে ব্যবহার উচিত তাহাই করিও। ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণনাথ ব্যতীত আমার আর গতি নাই। তোমাকে এক পলক না দেখিলে প্রাণে মরি। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, 'তুমি আমার স্পর্শমণি (যাহার স্পর্শে সকল ধাতু সোনা অর্থাৎ অমূল্য রত্ন হয়), তোমাকে হার করিয়া গলায় পরিতে ইচ্ছা হয়; যেন এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে হৃদয় হইতে বিমুক্ত করিতে না হয়।'

বঁধু, কি আর বলিব তোরে (প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—চণ্ডীদাস)

রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—বন্ধু তোমাকে কী আর বলিব। অল্প বয়সে প্রেম করিয়া আমাকে ঘরে থাকিতে দিলে না। 'এই কামনা করিয়া সাগরে ডুবিয়া মরিব যে পর জন্মে আমি যেন নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করি এবং তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেন রাধা হইয়া জন্মলাভ কর।—এই ভাবিয়া আমি আমার মনের সাধ মিটাইয়া লইব, অর্থাৎ এ জন্মে তুমি যেমন আমাকে বার বার কাঁদাইয়াছ, আমিও সেইরূপ পরজন্মে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তোমাকে কাঁদাইব। এইভাবে প্রতিশোধ লইয়া আমি আমার মনের ঝাল মিটাইয়া লইব।' আমিও প্রেম করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া কদম্ব তলায় যাইব; যখন যমুনার জলে যাইবে তখন ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশি বাজাইব। কুলের সরলা বালিকা তুমি বাঁশি শুনিয়া মুগ্ধ হইবে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন—তখনই প্রেমের জ্বালা কেমন তাহা বুঝিতে পারিবে।

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ (নিবেদন—চণ্ডীদাস)

বন্ধু, তুমি আমার প্রাণস্বরূপ। দেহ, মন, কুল, শীল, জাতি, মান সবই তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি। কৃষ্ণ, তুমি বিশ্বের নাথ—যোগীর আরাধনার ধন। আমি অতি দীন গোপ-বধূ, আমি ভজন পূজন কিছুই জানি না। আমি কেবল আমার দেহমন প্রেমরসে ডুবাইয়া তোমার পায়ে দিয়াছি। তুমি আমার স্বামী—তুমিই আমার গতি; আমার মনে আর কোন কথা জাগে না। সব লোকে যে আমাকে কলঙ্কী বলে তাহাতে আমার দুঃখ নাই। তোমার জন্য গলায় কলঙ্কের হার পরিতেও সুখ আছে। তুমিই জান আমি সতী কী অসতী; আমি ভালমন্দ কিছুই জানি না! চণ্ডীদাস বলিতেছেন, 'পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক, তোমার পদযুগল আমার সর্বস্ব'।

বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি (নিবেদন—জ্ঞানদাস)

বন্ধু, আমি তোমার গর্বে গরবিণী—তোমার রূপেই আমি রূপসী। এমন মনে করি যে, ঐ চরণ দুটি সর্বদাই লইয়া বুকে রাখিয়া দিই। অন্যের অনেক স্বজন আছে; কিন্তু আমার একমাত্র তুমিই আছ। আমি তোমাকে আমার প্রাণের চেয়ে শতগুণে প্রিয়তম বলিয়া মনে করি। কালো চাঁদ! তুমি আমার চোখের কাজল, তুমি আমার অঙ্গের ভূষণ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তোমার প্রেম আমার অন্তরে অন্তরে বাঁধা রহিয়াছে!

বেলি অবসান-কালে একা গিয়াছিলাম জলে (পূর্বরাগ ও অনুরাগ —রামানন্দ বসু)

বেলা শেষে একা জলে গিয়াছিলাম; দেখিলাম যে শ্যামরায় জলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরে রহিয়াছেন। ('যমুনার জলে শ্যামের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধা শ্রীরাধা ভাবিতেছেন যে, জলের ভিতরেই তিনি লুকাইয়া আছেন') তাঁহার মাথায় ফুলের চূড়া, হাতে মোহন বাঁশি। (তাঁহাকে ধরিবার জন্য জলে হাত দিলে জল নড়িয়া গেল) কৃষ্ণ আবার জলে লুকাইলেন। যমুনাতে ঢেউ দিলে সহসা জলবিম্ব দেখা গেল—তাহার মধ্যে শ্যামরায়কে দেখিলাম। চূড়া বাম দিকে টলিতেছে, শ্যামের ভঙ্গি ত্রিভঙ্গ—তাহা দেখিয়া কুল রাখা কষ্টসাধ্য হইল। আবার ঢেউ দিলে কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না—জল স্থির হইলে আবার কৃষ্ণকে (অর্থাৎ তাঁহার প্রতিবিম্বকে) দেখিলাম। তাঁহাকে ধরিব ধরিব মনে করিলেও ধরিতে পারিলাম না—অনুরাগে জলে ডুবিয়াছিলাম। হাত বাড়াইয়া গিয়া শ্যামের নাগাল না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলাম। হায় আমি অভাগিণী গুণনিধি শ্যামকে পাইলাম না—সেই দুঃখে বুক ফাটিয়া গেল। বিনোদিনী! রায় রামানন্দের কথা শোন। তুমি অকারণে জলে ডুবিয়াছিলে। শ্যাম কদম্বমূলে ছিলেন—জলে তাঁহার ছায়ামাত্র ছিল—এই মায়া বুঝিতে পার নাই।

ব্রজ নিজজন হেরি আনন-চন্দ (বাল্যলীলা ও কালিয়দমন—মাধবদাস)

কালিয় নাগ দমনের পর ব্রজবাসী স্বজনগণ (ব্রজনিজ জন) শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র (আনন-চন্দ) দেখিয়া (হেরি) পিপাসিত (ভুখল) চকোরের মত (ছন্দ) তাকাইয়া রহিল (হেরই)।' কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না। 'তাহারা শ্রীকৃষ্ণের গায়ে (গাত) পদ্মতুল্য কোমল হস্ত (কর-সরসীরুহ) বুলাইতে লাগিল (মাজই-মার্জনা করিতে লাগিল) ব্রজবাসীদের মনের অবস্থা তখন এরূপ যে ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তাহারা নির্বাক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে নিজেদের কল্যাণ হস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল।' 'বিষাক্ত জলে (বিষজলে) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ পুড়িয়া যাইবার মত (জনু) হইতেছিল, ব্রজবাসীদের প্রেমামৃত তাহা শীতল করিল।' 'যে যেরূপ সম্ভাষণের যোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে সেইরূপে সম্ভাষণ করিলেন।' সকলে তাঁহাকে গদগদ ভাবে আলিঙ্গন করিল। সহচরীগণ তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিল।' 'আবার (প্রেমপূর্ণ) কটাক্ষ (অপাঙ্গ দৃষ্টি) দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিল।' দর্শনরূপরস পানে সকলের মনের আশা পরিপূর্ণ হইল। সুমুখী রাধা আনন্দে আপনাকে বিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ আকুল হইয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। মাধবদাস কৃষ্ণকে নিরাপদ দেখিলেন।

ব্রজবাসিগণ-জীবন শেষ (বাল্যলীলা ও কালিয়দমন—মাধবদাস)

কৃষ্ণ কালিয়দহে অদৃশ্য হইলে ব্রজবাসিগণের জীবন শোকে প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ নৃত্যপরায়ণ বেশে উঠিলেন। কালিয় নাগের মাথায় তাঁহার নৃত্যলীলা দেখিয়া যেন ব্রজবাসীদের দেহ জীবন সংযুক্ত হইল—এইরূপ দেখিয়া তাহাদের মৃত শরীরে প্রাণ আসিল বলিয়া সকলে মনে করিল। সর্পরাজ কালিয়ের অহংকার চূর্ণ হইল; সে আগুনের মতো জ্বালাকর বিষ উগরাইতে লাগিল। 'সর্পরাজের মাথার উজ্জ্বল মণিগুলি খসিয়া পড়িল। সর্পরাজ মণিহারা হইয়াও কৃষ্ণনখ-চন্দ্রের শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া সেই সুখই উপভোগ করিতে লাগিল।' নাগনারীগণ স্তুতি করিতে লাগিল—ব্রজেশ্বর তাহা শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন। নাগরাজ অতিশয় ভীত হইয়া কৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করিল। সর্পরাজকে বরদান করিয়া, অভয় দান করিয়া কৃষ্ণ জল হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। মাতা যশোদা তাঁহাকে কোলে লইলেন। মাধবদাস ইহা দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিলেন।

মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ (শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ—জগদানন্দ)

সুন্দরী কুলনারী রাধা যাইতেছেন; তাঁহার সৌন্দর্য বিকশিত পুষ্পস্তবককে হার মানায়; তাঁহার নূপুরগুঞ্জন মধুকরের গুঞ্জনের চেয়ে শ্রুতিসুখকর; তাঁহার গমনভঙ্গি হস্তীর গমনভঙ্গিকে হার মানাইয়া দেয়। তাঁহার কেশদাম কৃষ্ণ মেঘের অপেক্ষা সুন্দরতর—তাহাতে মালতীর মালা প্রীতিজনক। কজ্জলযুক্ত পদ্মপলাশলোচনা খঞ্জনের গতিভঙ্গিকে লাঞ্ছনা দেন। তাঁহার সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ কাঞ্চন সদৃশ উজ্জ্বল—সারা দেহে যেন অনঙ্গ পরিপূরিত। হস্তের কঙ্কনের কিঙ্কিনী মনোহর ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হয়। 'কালিয় নামক ভয়ঙ্কর বিষধর ভুজঙ্গকে যিনি দমন করিয়াছিলেন, সেই ভুজঙ্গদমন শ্রীকৃষ্ণকেও দমন করিতে পারে এমন রঙ্গ (অর্থাৎ ক্রীড়াকৌশল) প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধার কটাক্ষপূর্ণ নয়নের ভ্রূ-ভুজঙ্গ-যুগল (ফনা তুলিয়া) নাচিতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পাইলেই যেন দংশন করিবে।'—তাঁহার সঙ্গিনীরা কালিদহের জলের অনুরূপনীল শাড়ি পরিয়াছে। তাঁহার দন্ত কুন্দফুলনিন্দিত—মুখ সৌন্দর্যে শরতের শশীকে জয় করে। প্রেমসিন্ধু রাধার দেহে পথচলার শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিয়াছে। স্বর্গনারীরা রাধার নন্দনপ্রীতিকর হাসির আনন্দ দেখিয়া দেখিয়া ধাঁধাঁয় পড়িয়াছে। তাঁহার নখে যেন মণিমাণিক্যের সৌন্দর্য স্বর্ণ নূপুর মধুর শব্দে ধ্বনিত হইতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন যে, শ্রীরাধার চরণের পদ্মবৎ সৌন্দর্য জলের পরিবর্তে স্থলেই শোভা পাইতেছে।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট (অভিসার—গোবিন্দদাস)

রাধার সখী রাধাকে অভিসারের বাধাগুলির কথা বলিতেছেন। গৃহের বাহিরে যে কঠিন দরজা রহিয়াছে উহা প্রথম বাধা। চলিবার সময় পথ বিপদ্সঙ্কুল (শঙ্কিল) ও কর্দমাক্ত। তাহার উপর অতি প্রবল দূরব্যাপী বৃষ্টি ঝাঁপিয়া আসিতেছে। 'বারি কি নীল অঞ্চলে বারণ করিতে পারে—তোমার নীল শাড়ি কি এই বর্ষার জলধারা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে?' সুন্দরী, কী করিয়া অভিসার করিবে? 'হরি মানসগঙ্গার (বৃন্দাবনে মানসগঙ্গা নামে এক হ্রদ আছে) অপর পারে আছেন। ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ শব্দে বজ্রপাত হইতেছে—তাহা শুনিলে মর্ম যেন জ্বলিয়া যায়। দশদিকে বিদ্যুতের জ্বালা ব্যাপ্ত—দেখিয়া চোখের তারা চমকিত হয়। সুন্দরী, ইহাতেও যদি গৃহত্যাগ কর, তাহা হইলে প্রেমের জন্য কি দেহ ত্যাগ করিবে? গোবিন্দদাস কহিতেছেন, এখন আর বিচার করিয়া কি হইবে? 'যে বাণ ছুটিয়াছে তাহাকে কি যত্ন করিলে নিবারণ করা যায়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কুলমরিয়াদ-কপাট উদ্ঘাটলুঁ" পদটি এই পদটির উত্তরে রাধার উক্তি'।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক (অভিসার—গোবিন্দদাস)

অভিসারিকা রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌছিয়া বলিতেছেন—'মাধব, দৈবদুর্দশার কথা আর কি বলিব ? যদি লক্ষ মুখ পাই তবুও পথ ভ্রমণের সমস্ত কথা বলিয়া উঠিতে পারিব না।' 'গৃহ ত্যাগ করিয়া যখন দুই চারি পদ অগ্রসর হইলাম, তখন অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া আমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।' ঘোর অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইলাম না—দুই পায়ে সাপ জড়াইয়া ধরিল। একে কুলের কামিনী তাহার উপর অমাবস্যার রাত্রি—অতি দূর ঘোর বনপথ। তাহার উপর মেঘ ঝর ঝর করিয়া বর্ষণ করিতেছে, 'আমি কোন্ স্থানে যাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না।' একে আমার পা কর্দমে আবৃত তাহার উপর উহা কণ্টকে জর্জর হইয়া গেল। কিন্তু তোমার দর্শনের আশায় কিছুই জানিতে পারিলাম না—বহুকালের দুঃখ দূর হইয়া গেল। তোমার বাঁশি যখন কানে প্রবেশ করিয়াছে তখনই গৃহসুখের আশা ত্যাগ করিয়াছি। পথের কষ্ট তৃণের মতোও গণনা করি নাই—গোবিন্দদাস ইহা বলিতেছেন।

মাধব দুবরী পেখলু ভাই (মাথুর—ভূপতি)

বিরহাতুরা রাধার সখী কৃষ্ণকে গিয়া বলিতেছেন—মাধব, তাহাকে দুর্বল দেখিলাম। কৃষ্ণ চতুর্দশীর চাঁদ যেমন অনুক্ষণ ক্ষীণ হয়, রাধা সেই ভাবে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কোনমতে জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে। নিকটে সখীগণ যে কথা প্রশ্ন করে রাধা তাহার উত্তর দেয় না। সে প্রতিনিয়ত হা হরি হা হরি করে—তোমার মুখ দেখিতে তাহার সাধ। 'সরস চন্দনপঙ্ক এবং পঙ্কজ তাহার নিকট (অগ্নির মত) জ্বালাদায়ক মনে হয়।' কখনও মাটিতে শয়ন করিয়া তাহার দেহ চমকিত হইয়া উঠে—হৃদয়ের মধ্যে মদন জাগিয়া উঠে। মন্দ মধুর মলয় বাতাসকে সে বিষ বলিয়া মনে করে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোকিলের ডাকে সে মূর্চ্ছা যায়। মালতী মালার স্পর্শে তাহার তনু কম্পিত হয়—'পদকর্তা ভূপতি রাধার এই ভাবের অর্থাৎ অবস্থার কথা কহিতেছেন।'

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় (প্রার্থনা—বিদ্যাপতি)

মাধব, তোমাকে বহু মিনতি করিতেছি। তিলতুলসী দ্বারা কোন জিনিষ দান করিলে তাহা আর ফিরিয়া লইবার উপায় থাকে না—আমার এই দেহ তোমাকে তিলতুলসী দিয়া সমর্পণ করিতেছি; অর্থাৎ এই দেহের উপর আমার দাবী একেবারে ত্যাগ করিলাম। তুমি ইহাকে যে ভাবে চালাইবে, ইহা সেইভাবেই চলিবে। তোমারই মন্দিরের পথে আমার পা চলিবে, তোমার দিকে আমার চক্ষু চাহিয়া থাকিবে, তোমারই নাম আমার জিহ্বা জপ করিবে—ইত্যাদি।' 'যখন তুমি আমার দোষগুণের বিচার করিবে, তখন দোষ গণিতে যাইয়া গুণলেশ আমার মধ্যে পাইবে না।' 'তুমি জগতের নাথ ঘোষণা করিতেছ। আমার কেবল ভরসা এই যে লোকে তোমাকে জগতের নাথ বলে; আমি অতি অপরাধী হইলেও যখন তোমারই জগতে বাস করিতেছি, তখন একদিন না একদিন আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।' কর্মফলবশতঃ কি মনুষ্য, কি পশু অথবা কীট-পতঙ্গ যেরূপ জন্মই হোক না কেন আমি গ্রহণ করি—সকল জন্মেই যেন তোমার প্রসঙ্গে আমার মতি থাকে।' বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর হইয়া বলিতেছেন—এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে তোমার পদপল্লবই অবলম্বন করি; তুমি এক তিলের জন্য স্থান দাও।

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার (অভিসার—জ্ঞানদাস)

মেঘাবৃত রাত্রি অতিশয় ঘন অন্ধকার। রাধা এমন সময় অভিসার করে। দশ দিক ব্যাপিয়া মেঘ ঝলকিয়া উঠিতেছে; ধনী নীলবাসে সারা দেহ আবৃত করিয়াছে। সে দুই চারিজন সখীকে সঙ্গে লইল, তাহার পর নূতন প্রেমভরে চলিয়া গেল। মেঘ প্রবলবেগে ঝর ঝর করিয়া বর্ষণ করিতেছে। সুমুখী রাধা সঙ্কেতকুঞ্জে গিয়া পৌঁছাইল। নিকুঞ্জে নাথ কৃষ্ণকে না দেখিয়া জ্ঞানদাস যেখানে নাগররাজ আছে সেখানে চলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত নিবারিতে চাই নিবার না যায়রে (প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ)

'আমার ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত। যতই তাহাকে আয়ত্ত করিতে চাই, ততই তাহা বিগড়াইয়া যায়। অন্যপথে যাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণের পথে অর্থাৎ তিনি যেখানে আছেন সেইদিকে পদ দুইটি আপনাআপনি ধাবিত হয়।' এই ছার জিহ্বা আমার উপর কিরূপ বিরূপ হইল; যাহার নাম আর লইব না বলিয়া মনে করি এই রসনা তাহার নাম গ্রহণ করে। আমার এই নাসিকা আমি যতই বন্ধ করিতে চেষ্টা করি ততই এই ছার নাসিকা শ্যামের গন্ধ পায়। তাহার কথা আর শুনিব না বলিয়া মনে করি; কিন্তু তাহার প্রসঙ্গ শুনিতে কান আপনিই ছুটিয়া যায়। আমার ইন্দ্রিয়গণকে ধিক্, তাহারা আর আমাকে মানে না। সর্ব্বদা সেই কানু আমার অনুভবের বিষয় হইয়া আছে।' চণ্ডীদাস কহিতেছেন—রাধা 'তুমি সুখেই আছ (অর্থাৎ এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ সর্বথা শুভ লক্ষণ)—তোমার মর্মের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না (অর্থাৎ গোপনে রাখিও—সাধের কথা কাহাকেও বলিতে নাই)।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত (মাথুর—গোবিন্দদাস)

'বিরহ এবং মৃত্যু ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি কাম্য তাহা লইয়া শ্রীরাধার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। অবশেষে শ্রীরাধা মৃত্যুকেই কাম্য বলিয়া স্থির করিলেন। —ভাবিলেন, বিরহ এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্বসমস্যার এইখানেই সমাধান হইল। পরক্ষণেই কিন্তু শ্রীরাধার মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে গড়া তাঁর এই নশ্বরদেহ ত পঞ্চভূতে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। যদি দেহই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ কি দিয়া তিনি উপভোগ করিবেন? এইভাবে শ্রীরাধার দোলায়মান চিত্তে বিরহ এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্ব আবার নূতন করিয়া দেখা দিল, অর্থাৎ তাঁহার মনে আবার নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগিল, তাঁহার নিকট বিরহ এবং মৃত্যু কোন্‌টি কাম্য। শ্রীরাধা কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দ্বন্দ্বেরও সমাধান করিলেন।—তিনি মনে মনে কামনা করিলেন, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহের যে অংশ (ক্ষিতি) মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইবে, তাহা যেন সেই স্থানের মৃত্তিকায় পরিণত হয়, যে স্থান দিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন গমনাগমন করেন; তাঁহার দেহের তেজ-অংশ শ্রীকৃষ্ণ যে দর্পণে মুখ দেখেন, তাহারই জ্যোতি (তেজ) হইয়া যেন বিরাজ করে; তাঁহার দেহের সলিলাংশ, শ্রীকৃষ্ণ যে সরোবরে স্নান করেন, তাহারই সলিলে (অপ্) যেন পরিণত হয়; তাঁহার দেহের বায়ু-অংশ শ্রীকৃষ্ণ যে পাখাটি ব্যবহার করেন, তাহারই যেন মৃদু বাতাস (মরুৎ) হইয়া দেখা দেয়; তাঁহার দেহের আকাশ অংশ, যে আকাশে শ্যাম বিচরণ করেন, সেই শ্যামজলধরের বিহারক্ষেত্র আকাশ (ব্যোম) হইয়া বিরাজ করে। বিরহ এবং মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব শ্রীরাধার দোলায়মান চিত্তকে এতক্ষণ বিক্ষুব্ধ করিতেছিল, সে দ্বন্দ্বের এতক্ষণে অবসান হইল। শ্রীরাধা এখন নিশ্চিন্ত মনে বলিতেছেন,—সখি, মৃত্যুর ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পথ যখন এতদিকে খোলা রহিয়াছে, তখন বিরহ ও মৃত্যুর মধ্যে কোন্‌টিকে বাছিয়া লইব, তাহা লইয়া ত কোন প্রশ্নই উঠে না, অর্থাৎ বিরহ ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব ত এখানেই মিটিয়া গেল।'—পদকর্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন—কিন্তু হে কাঞ্চনগৌরতনুবতী, সেই মরকতশ্যাম দেহবান্ কি তোমাকে ছাড়িবে?

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—গোবিন্দদাস)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যেখানে যেখানে রাধার ক্ষীণ দেহের জ্যোতি নিঃসৃত হয়, সেখানে সেখানে দেহজ্যোতিতে যেন বিদ্যুৎ চমকায়। যেখানে যেখানে রাধার রক্তাভ চরণ চঞ্চলভাবে চলে, সেখানে সেখানে যেন স্থলপদ্মের দল স্খলিত হয় (কারণ রাধার চরণ স্থলকমলতুল্য)। 'হে সখি, দেখত, এ কোন রমণী যে সহচরীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার জীবন লইয়া খেলা করিতেছে।' যেখানে যেখানে বঙ্কিম ভ্রূ বিলোলিত হয় সেখানে সেখানে যেন কালিন্দীর ঢেউ উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। যেখানে যেখানে তরল চাহনি পড়ে সেখানে সেখানে (নয়নের স্নিগ্ধ দ্যুতিতে) নীল উৎপলের বনে ভরিয়া যায়। যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... ...rma Ashram
BANARAS

যেখানে মধুর হাসি দেখা যায়, সেখানে সেখানে যেন কুন্দ ও কুমুদ প্রকাশিত হয়। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন; সেইজন্য রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছে না।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—চণ্ডীদাস)

রাধার অন্তরে কী বেদনা হইল। সে একাকিনী বসিয়া থাকে, কাহারও কথা শুনে না। সে সর্বদাই ধ্যানে মেঘের দিকে (কারণ মেঘ কালো) চাহে—তখন তাহার চোখের তারা চলে না। (প্রেমাবেশে) তাহার আহারে রুচি নাই, সে যেন যোগিনীর মতো রক্তাম্বর পরে। বেণী এলাইয়া ফুলের গাঁথনি খুলিয়া সে চুলের বর্ণ দেখে (কারণ চুল কৃষ্ণের মতো কালো)। হাসিমুখে মেঘের দিকে চাহিয়া (কৃষ্ণভ্রমে) দুই হাত তুলিয়া কী যেন বলে। ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠের (নীলবর্ণের) দিকে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, কৃষ্ণের সহিত রাধার নবপরিচয় হইয়াছে।—'এই পদে চণ্ডীদাস পূর্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভগবৎ প্রেমের উদয় হইতেই মহাপ্রভু একা নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন—চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।'

রূপলাগি আঁখিঝুরে গুণে মন ভোর (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—জ্ঞানদাস)

নবানুরাগিণী রাধা বলিতেছেন—কৃষ্ণের রূপের জন্য চোখের জল পড়ে, গুণে মন বিভোর হইয়া যায়। প্রতিটি অঙ্গের জন্য আমার প্রতিটি অঙ্গ কাঁদিতে থাকে। হৃদয়ের স্পর্শের জন্য আমার হৃদয় কাঁদে—আমার প্রাণ প্রেমের জন্য অস্থির।—সখি, আর কী বলিব? মনে মনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাই করিব। রূপ দেখিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না। যত কথা মনে হয় সব বলিতে পারি কি? দেখিতেই যে সুখ হয় তাহা আর কী বলিব? 'দর্শন এবং স্পর্শের আশায় শরীর এলাইয়া পড়িতেছে।' তাহার হাসিতে কত মধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারা ঝরিয়া পড়ে—প্রেমসার প্রভু লঘু হাস্য করে। গুরুজন ও পূজনীয়দের মধ্যে যখন সখীদের লইয়া থাকি তখন শ্যামের প্রসঙ্গে দেহ পুলকে পরিপূরিত হয়। পুলক রোমাঞ্চ যাহাতে দেহে প্রকাশিত না হয় সেজন্য কত চেষ্টা করি; কিন্তু প্রবহমাণ অশ্রু আমার সমস্ত লুকাইবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।" ঘরের মধ্যে সকলে কানাকানি করিতে থাকে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন— 'লজ্জা ও গৃহের মুখে আগুন (আগুনি) জ্বালাইয়া দিলাম (ভেজাই)।'

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি (পূর্বরাগ ও অনুরাগ— গোবিন্দদাস)

শ্যামের রূপে আমার দৃষ্টি (চোখ) ভরিয়া গেল। তাহার মিষ্ট স্পর্শ স্মরণ করিয়া অঙ্গে পুলকরোমাঞ্চ আর শেষ হয় না। মোহন-বাঁশির সুরে কান ভরিয়া যায়, তাহা আর অন্য কথা শুনে না।—সখি, তুমি কী উপদেশ দিবে? কৃষ্ণের অনুরাগে আমার দেহ মন মাতিয়াছে, ধর্মের কণামাত্র শুনে না। আমার নাসিকা সেই অঙ্গের সৌরভে উন্মত্ত—মুখ আর অন্য নাম গ্রহণ করে না। নূতন নূতন গুণ আমার মন বাঁধিয়া ফেলিতেছে; সেখানে কোথায় আর ধর্মের স্থান হইবে? 'আত্মীয়স্বজনের তর্জন-গর্জনে আমার শুধু হাসি পায়; (তাহারা ত জানে না যে আমার চিত্ত আমার বশে নাই)।' গোবিন্দদাস বলিতেছেন—আমার একমাত্র ইচ্ছা সে যদি আমার প্রতি অনুরক্ত হয়।

শুনইতে কানু মুরলী-মাধুরী (মান ও কলহান্তরিতা—গোবিন্দদাস)

'তোর কাণে হাত চাপা দিয়াছিলাম, পাছে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া তোকে পাগল করিয়া তোলে।' 'তোর চোখ দুটি ঢাকিয়াছিলাম, পাছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া আপন-হারা হইয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিস। তুই তখন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আমার উপর রাগ করিয়াছিলি।' সুন্দরি! 'আমি তখনই বলিয়াছিলাম, ভুল করিয়া অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহার সহিত যদি প্রেম করিস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে তোকে সারাটা জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে।' গুণ পরীক্ষা না করিয়া পরের রূপ-লালসায় কেন নিজের দেহ সঁপিয়া দিলি। এখন প্রতিদিন (কাঁদিতে কাঁদিতে) এই রূপলাবণ্য খোয়াইতেছিস—বাঁচিতেও সন্দেহ রহিয়াছে। 'পদকর্তা গোবিন্দদাস সখীভাবে বলিতেছেন—প্রবল বাতাস যেমন মেঘকে উড়াইয়া লইয়া যায়, তুই ঠিক তেমনি করিয়া তোর প্রচণ্ড মনের প্রবল বাতাসে শ্যাম-জলধরকে দূরে সরাইয়া দিলি, এখন তোর প্রেম-তরুটির উপর কে বারি-সিঞ্চন করিবে বল? এখন দিবারাত্র হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া নয়নজলে অভিসিঞ্চিত করিয়া তোর বড় সাধের সেই প্রেম-তরুটিকে কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখ।

সই, কেন গেলাম যমুনার জলে (পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ—জগদানন্দ)

সখি! কেন যমুনার জলে গেলাম? নন্দের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ব্যাধ হইয়া রূপের ফাঁদ পাতিয়াছে। 'ব্যাধ যেমন প্রলোভনজনক চার দিয়া ও নলে আঠা মাখাইয়া পাখী ধরে, কৃষ্ণও ঠিক তেমনি করিয়া হাস্য সুধার চার ফেলিয়া ও অঙ্গকান্তির আঠা দিয়া আমার নয়নপাখীকে ধরিয়াছে।'—মনহরিণী তাহার রূপের জালে পড়িল; বাঁশি ফাঁসি হইয়া গলায় লাগিল। আমার চিত্ত ধৈর্য ও শিষ্টাচারের হেমভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ধনভাণ্ডারের সিংহদ্বার ছিল গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ এবং তাহার কপাট হইয়াছিল ধর্ম। "শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবের বজ্রাঘাতে আমার সেই ধনভাণ্ডার অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমায় একেবারে সকল দিক হইতে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। অথবা আমার আমিত্ববোধকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিল।' 'আমার চিত্ত-শালায় মাৎসর্যের মত্ত মাতঙ্গ কুলগর্বের শিকল দিয়া বাঁধা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ-অঙ্কুশের আঘাতে আজ শিকল কাটিয়া কোথায় যে ছুটিয়া পলাইল, তাহার আর উদ্দেশ পাইলাম না।' শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ কুটিল বন্যার মত আমার কুলশীল সব কোথায় ভাসাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া গেল। আজ হইতে আমার ব্রজের বাস উঠিল। কেবল প্রাণ বাকি আছে, তাও বুঝি চলিয়া যায়—জগদানন্দ দাস ইহা বলিতেছেন।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—চণ্ডীদাস)

সখি, শ্যামের নাম কে শুনাইল? কানের ভিতর দিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়া তাহা আমার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। শ্যামের নামে কত মধু আছে জানি না—মুখ তাহা ছাড়িতে পারে না। তাহার নাম জপিতে জপিতে অবশ করিয়া দিল; সখী, তাহাকে কি করিয়া পাইব? যাহার নামেরই এইরূপ প্রতাপ তাহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়। 'সেই নামের বসতি যেখানে অর্থাৎ যে দেহে, সেই দেহ বা রূপ দেখিয়া যুবতীধর্ম (সতীত্ব) কেমন করিয়া থাকে?' তাহাকে ভুলিতে চাই কিন্তু ভোলা যায় না—কী করিব, কী উপায় হইবে? দ্বিজ চণ্ডীদাস বলেন—'কুলবতী অর্থাৎ সতী-সাধ্বী রমণীগণ সেই নাম শুনিয়া এবং রূপ দেখিয়া আপন আপন রূপ যৌবন সাধিয়া দান করে।

সখী কি পুছসি অনুভব মোয় (পূর্বরাগ ও অনুরাগ)—শেখর রায় বা বিদ্যাপতি)

সখি, তাহার অনুভবের কথা আমাকে কী জিজ্ঞাসা করিতেছ? 'ভালবাসার গুণ বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কারণ ইহা অসাড় জড় পদার্থের মত এক অবস্থায় থাকে না। প্রেম কখনও পুরাতন হয় না, ইহা তিলে তিলে, প্রতি মুহূর্তে নূতন হয়। যাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন হয়, তাহাকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব?' আমি জন্মকাল হইতে তাহার রূপ দেখিতেছি কিন্তু আমার দুই চোখ তৃপ্ত হইল না। সেই মধুর কথা শ্রবণে শুনিলাম, কিন্তু শ্রুতিপথে গিয়াও যেন স্পর্শ করিল না, অর্থাৎ শুনিয়াও যেন শুনিলাম না, আবার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।' কত বসন্তরাত্রি ক্রীড়া-কৌতুকে কাটাইলাম, কিন্তু কেলি যে কী তাহা বুঝিলাম না। লক্ষ লক্ষ যুগ বক্ষে বক্ষ রাখিলাম, তবুও হৃদয় জুড়াইল না—আরও রাখিতে সাধ হয়। 'কত রসজ্ঞ ব্যক্তিই দেখিলাম, কিন্তু তাহারও মধ্যে প্রকৃত অনুভব দেখিলাম না; অর্থাৎ কেহ যে বুঝিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন দেখিলাম না।' কবিবল্লভ বলিতেছেন, প্রাণ জুড়াইতে লক্ষ জনের মধ্যেও একজনকেও পাইলাম না।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু (প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—জ্ঞানদাস)

আমি সুখের জন্য এই ঘর বাঁধিলাম, কিন্তু তাহা আগুনে পুড়িয়া গেল। প্রেমরূপ অমৃতের সাগরে স্নান করিতে গিয়া সকলই বিরহজ্বালারূপ বিষ হইয়া গেল।—সখি, আমার কর্মফল কি লেখা আছে? আমি শীতল মনে করিয়া প্রেমরূপ চন্দ্রের সেবা করিলাম, কিন্তু এখন তাহাতে সূর্যের মতো জ্বালা দেখিতেছি। উচ্চ বলিয়া পর্বতে আরোহণ করিতে গিয়া আমি অগাধ জলে পড়িয়া গেলাম। লক্ষ্মীশ্রী চাহিতে গেলে দারিদ্র্য আমাকে ঘেরিয়া ধরিল আমি অবহেলায় মাণিক ছাড়িলাম। আমি নগর বসাইয়া মাণিক পাইবার আশায় সমুদ্র বাঁধিলাম। কিন্তু অভাগীর কর্মদোষে সমুদ্র শুকাইয়া গেল, মাণিকও লুকাইল। তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য মেঘের আরাধনা করিলাম—তাহার উপর বজ্র পড়িয়া গেল। জ্ঞানদাস কহিতেছেন যে, কৃষ্ণের প্রেম মরণের চেয়ে কঠোর আঘাত হানে।

সুবাসিত বারিঝারি ভরি তৈখনে (মান ও কলহান্তরিতা—গোবিন্দদাস)

প্রেমবতী 'রাই তখন (তৈখনে) কলসী (ঝারি) ভরিয়া সুবাসিত বারি আনিলেন (শ্যামের) চরণ ধৌত করিয়া (পাখানিয়ে) সুন্দরী রাধা আপনার কেশগুচ্ছ দ্বারা (কেশেতে) মুছাইলেন (মোছাই)।' শ্যাম মান ভাঙ্গাইতে রাধার পদ ধরিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাধা বস্ত্র দিয়া তাঁহার অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া দিলেন—নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, মাধব, আমি অতি সংকীর্ণচিত্ত বলিয়া তোমার উপর মান করিয়াছিলাম। 'সকল রমণীর (রমণীকে) মধ্যে (মাঝে) আমাকে শ্যাম সোহাগিনী বলে (কহই), তাহাতে গর্বে (গরবে) আমার (মঝু) বুক ভরিয়া উঠে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার গর্ব (গরব) তুমিই (তুঁহু) পূর্বে (আগে) বাড়াইয়াছ (বাঢ়াআলি), এখন (অবহুঁ) কে তাহা ভাঙ্গিতে পারে (টুটায়ব) ? অর্থাৎ রাধা বলিতেছেন, 'হে মাধব তুমিই আমার গর্ব রাড়াইয়া দিয়াছ এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই আমি তোমার উপর অভিমান করিয়াছিলাম।' মাধব আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমার পায়ে প্রণাম সমর্পণ করিলাম। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—রাধার মুখ দেখিয়া কানু গদগদ হইলেন।

হাতক দর্পণ মাথক ফুল (পূর্বরাগ ও অনুরাগ—বিদ্যাপতি)

রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—কৃষ্ণ তুমি আমার কাছে হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, চোখের কাজল, মুখের তাম্বুল, বক্ষের কস্তুরীলেপন, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পাখা, মাছের জল, জীবের জীবন এইরূপ জানি। (অর্থাৎ তোমাকে আমার মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করি। কিন্তু তবুও তুমি যে কিরূপ তাহা বলিতে পারি না—তুমি আমার কাছে রহস্য)। মাধব তুমিই আমাকে বলো, তুমি কিরূপ।—বিদ্যাপতি বলেন, 'তোমরা দুইজনে দুইজনের মত, অর্থাৎ ভগবান যেমন অসীম, ভক্তের প্রেমও তেমনি অসীম।'

হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও (গৌরাঙ্গ বিষয়ক—গোবিন্দ ঘোষ)

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় কবি বলিতেছেন—নদীয়াবাসী তোমরা আর কার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছ। তোমরা হাত বাড়াইয়া গৌরচন্দ্রকে ফিরাও। গৌর সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে কে আর তোমাদের প্রেমভরে কোলে করিবে—কে আর দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া প্রেম বিতরণ করিবে। হায় হৃদয়ে কি শেল বিদ্ধ হইল—নদীয়ার নয়নের পুত্তলিকা নদীয়া ছাড়িয়া যাইতেছে। আর আমরা গৌরাঙ্গের নিকট যাইব না, আর আমরা সংকীর্তনের আনন্দ করিব না—এই কথা বলিয়া ভক্তবৃন্দ বুক ফাটাইয়া কাঁদিতেছে। পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষের দেহ এমন পাষাণ যে, এই বেদনায় মিলাইয়া যায় না (বেদনায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় না)।—এই পদটি মাথুর পালার গৌরচন্দ্রিকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেন রূপ কবহুঁ না দেখি। (রূপোল্লাস—বংশীদাস)

এমন রূপ কখনও দেখি নাই। কৃষ্ণের যে অঙ্গে দৃষ্টিপাত করি সেই অঙ্গ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যচঞ্চল কালো অঙ্গে নানা রত্নালঙ্কার ঝিকিমিকি করিতেছে। মনে হইল যেন কালিন্দীর কালো জলে তরঙ্গে তরঙ্গে চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসিয়া চলিতেছে।

উপমান ও উপমেয়ের সৌন্দর্য এক হইয়া গেল। আভরণ আভা ও চন্দ্রদ্যুতি যেন শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যতরঙ্গচ্ছল দেহে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে। দেহের কৃষ্ণবর্ণের জন্য বিনা মেঘেই মেঘের রূপ প্রকাশিত হইতেছে—তাহাতে পীত বস্ত্র শোভা পাইতেছে—উহা মৃদু বাতাসে অল্প অল্প উড়িতেছে। দোহুতী ও মুক্তা দিয়া বেড়া মোহন চূড়াটি অনুপম—ময়ূরের আবেগ মত্ততা যেন বায়ু ভরে ঈষৎ দোদুল্যমান শিখিগুচ্ছে সঞ্চারিত হইয়াছে। কদম্ব মালার মসৃণ সজ্জা যেন প্রণয় কলার সমস্ত প্রসাধন চাতুরীকে ধিক্কার দিয়াছে। তাহার উপর মুরলী মধুর ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠে—শুনিয়া অবলা প্রাণে মরে। বংশীদাস তাহা আশ্চর্য হইয়া দেখেন।

ব্যাখ্যা

প্রার্থনা

(১) "মাধব বহুত মিনতি·······তিল এক দেহ দীনবন্ধু।"

ভক্ত যখন তাঁহার আরাধ্য দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিলতুলসী স্পর্শ করিয়া, আপনার দেহমন, ভাবনা-কামনা এবং ইহকাল পরকাল সবই এমনই ভাবে তাঁহারই চরণে সমর্পণ করিয়া দেন। ভগবানের উপরে অখণ্ড বিশ্বাসই তাহার একমাত্র সম্বল। কর্মবন্ধনে বদ্ধ, স্বার্থদ্বারা সংকীর্ণ মানুষের জীবন দোষে ভরপুর, গুণের লেশমাত্রও তাহাতে নাই, যে গুণের দ্বারা সে ভগবৎ প্রেমের অধিকার দাবী করিবে। তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমি তো জানি যে, আমার মধ্যে গুণের লেশমাত্রও নাই, তথাপি আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইটুকুই মাত্র ভরসা যে, তুমি যখন জগন্নাথ, অখিল বিশ্বের স্বামী, এবং আ[illegible] এই ব্রহ্মাণ্ডেরই অংশস্বরূপ তাই আমার প্রতিও তোমার করুণা, তোমার প্রে[illegible] তোমার দয়া বর্ষিত হইবে। এই বিশ্বাস যে কত বড় শক্তি—কত বড় আ[illegible] তাহা একমাত্র ভক্তহৃদয়ই উপলব্ধি করিতে পারে। কর্মবিপাকে—ভা[illegible] বিড়ম্বনায় যে কোন রূপ—যে কোন আকৃতিই আমি ধারণ করি, ভগবা[illegible] কৃপা হইতে কখনই আমি বঞ্চিত হইব না। তাঁহার প্রেমপ্রসঙ্গই আ[illegible] হৃদয়ের একমাত্র সম্বল হইবে। এই আশ্বাসেই ভক্তকে তাহার ভক্তিপথে তাহার নিষ্ঠায় অবিচলিত রাখে। এই নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়াই ভক্ত সুখ[illegible] উদ্বেলিত ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

এই পদটির মধ্য দিয়া কবি বিদ্যাপতির ভক্তহৃদয়ের যে অন্তরঙ্গ রূপটি ফু[illegible] উঠিয়াছে, তাহা বৈষ্ণবসাহিত্যেও দুর্লভ।

(২) "চতুরানন·······সাগর লহরী সমানা।"

বিদ্যাপতি এক দিব্যভাবের আবেশে অসীম রহস্যময় সচ্চিদানন্দ প[illegible] পুরুষের বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন রূপের দ্বারা, [illegible] আয়তনের দ্বারা বা কোন কালের দ্বারা তাঁহার সত্তাকে সংজ্ঞাধীন করা [illegible] না। তিনি এই অসীম স্থান এবং অনন্ত কালকে বিধৃত করিয়া বর্তমান, [illegible] স্থিতি ও প্রলয়কে নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া তিনি বিরাট। আমাদের [illegible] জীবনের ক্ষুদ্র স্থানকালের ধারণার অনুপাতে সেই বিরাট পুরুষের একটি রূপ[illegible] সত্তা, একটি ভাবময় সত্তা কল্পনা করিয়া লই, এবং সেই অনুযায়ী আপন[illegible] পূজা আরতির উপচার সংগ্রহ করি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের এই ক্ষু[illegible] জীবনের তুচ্ছতর ভয়, আশঙ্কাও আমাদের অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে[illegible] আমরা আশঙ্কিত হই এই কল্পনা করিয়া যে, ভগবান হয়ত আমাকে আ[illegible] দিবেন না, সেই পরমশক্তিমানের কৃপার যোগ্য হয়ত আমি নই। কিন্তু [illegible] আপন হৃদয়ের একনিষ্ঠ প্রেমের দ্বারা, অবিচলিত বিশ্বাসের দ্বারা এবং ঐকান্তি[illegible] আত্মসমর্পণের দ্বারা সেই রহস্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, তখ[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এই তুচ্ছ, ভয় আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। তখনই উপলব্ধি হয় যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়া তাঁহাতেই পুনরায় লীন হইতেছে। বহুযুগযুগব্যাপী এক এক ব্রহ্মার স্থিতিকাল, এইরূপ কত ব্রহ্মা লোপ পাইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহার অবসান নাই, অনন্ত কালকে তিনিই ধারণ করিয়া আছেন। তাই তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই মনের এই ক্ষুদ্রতা, এই কর্মবদ্ধ জীবনের সকল সংকীর্ণতা, সকল আশঙ্কা অমূলক মনে হইবে এবং এই উপলব্ধিই সাধনার চরম ফল। সেই বিরাট স্বরূপকেই কবি আপন অন্তরে অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

(৩) "নাম পরতাপে যার……যুবতী ধরম কৈছে রয়"।

নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া চরম আত্মসমর্পণের জন্য এক প্রবল উন্মাদনা অনুভব করিতেছেন রাধিকা। অন্তরের কোন অন্তরাল আর নাই, যেন বন্যার বিপুল বেগে সমস্ত কূল পরিপ্লাবিত হইয়া যাইতেছে, যেন সমস্ত লজ্জা, সংকোচ আর ভয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যে সমস্ত সংস্কার, আচার, ধর্ম লইয়া এতদিন অতি সন্তর্পণে আপনার নিভৃত অন্তঃপুরে রাধা নিজেকে নিরাপদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ যে তাহা সবই ভাসিয়া গেল। কৃষ্ণনাম তাঁহাকে নতুন এক আনন্দের আস্বাদনে অধীর করিয়া তুলিয়াছে, সমস্ত প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিয়াছে— আর যতই সেই নাম আবৃত্তি করিতেছেন, যতই আপন মনে সেই রূপকে কল্পনা করিতেছেন, ততই যেন তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে এই যে কুলধর্ম, এই বদ্ধ সংকীর্ণ জীবন ত্যাগ করিয়া তাঁহার পায়ে আত্মসমর্পণ করাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। রাধা অধীর চঞ্চল হইয়া ভাবিতেছেন, যাঁহার নামমাত্র শ্রবণে হৃদয়ে এই অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, তাঁহার স্বরূপ না জানি কিরূপ, তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ না জানি কত মধুর। রাধার অন্তরে এই কৃষ্ণপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা করিলেও আর তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না, চেষ্টা করিয়াও আত্মসম্বরণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিতেছেন না। একবার যখন সেই রহস্যের ইঙ্গিত লাভ করিয়াছো তখন তাহার আকর্ষণ হইতে আর নিস্তার নাই।

পূর্বরাগ

(৪) "রাধার কি হৈল……কাহারো কথা।"

এই নিবিড় ব্যথার অনুভূতির মধ্য দিয়াই একটু একটু করিয়া রাধার অন্তরের অন্তঃপুরে রহস্যের আবরণ উন্মোচন হইতেছে। এই ব্যথা সন্ধান তো বাহিরের জগতে নাই, এই নিবিড় অনুভূতি, এই ধ্যান তন্ময়তা লৌকিক জগতে পরিচিত সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যায় না। তাই এই ব্যথার স্বরূপ বর্ণনা অথবা ইহার প্রদান করাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই তীব্র অনুভূতিই রাধার অন্তর অধিকার করিয়াছে, তাহাকে নির্মম বেগে আকর্ষণ করিয়াছে। তাই মৌন, তাই রাধার ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি কমিয়া আসিতেছে। মেঘের সেই প্রগাঢ় নীল রঙের মধ্যে অসীমের সংকেত লক্ষ্য করিয়া ধ্যান-মগ্না, বেণী এলাইয়া ফুলের গাঁথনী খুলিয়া তিনি নিজের ঘনকৃষ্ণ বর্ণ দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যান, কারণ সেই কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে তাঁর ইঙ্গিত রহিয়াছে অথবা ময়ূরময়ূরীর ঘননীল কণ্ঠের দিকে চাহিয়া তাঁহার চোখে পলক পড়ে না। সমস্ত কিছু রূপের মধ্যেই যে তিনি সেই অপরূপকে সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। এখনও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না মাত্র তাঁহার সহিত নতুন পরিচয় হইয়াছে। শ্রীমতী রাধা এখনও কৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই, শুধুমাত্র নব-ঘন-শ্যাম রূপের পরম রহস্যটি তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়াছে, অন্য সমস্ত রূপ, অন্য সব তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যেখানেই রাধা সেই ঘনশ্যাম-রূপের সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছেন, সেখানেই নিষ্পলক ধ্যানগভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছেন। পূর্বরাগের রূপ এবং ভাবের তন্ময়তার এ এক অপূর্ব চিত্র।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তরেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব-তন্ময়তা, এই নিবিড় অনুভূতির উদয় হইয়াছিল—তিনিও যে নির্জনে একা একা বসিয়া কাঁদিতেন তাহার উল্লেখ আছে চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলে।

(৫) "তাহার চরিতে······ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে।

পূর্বরাগের স্পর্শে শ্রীমতীর প্রাণে এক অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হইয়াছে—তাহার সমস্ত দেহ-মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে। সেই পরম রহস্যময় ভগবানের আহ্বান আসিয়া তাহাকে আঘাতে আঘাতে চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু রাধা জানেন না তাহা কী, শুধু অকারণ পুলকে যেন তাহার মন আবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে। তাহার ঘর আছে, সংসার আছে, আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্তব্য আছে, কুলধর্মের সংস্কার রহিয়াছে, অথচ এই সমস্ত বন্ধনের মধ্যে তাহার মন আশ্রয় পাইতেছে না কেন! কখনও কখনও দারুণ সংশয়ে মন ভারাক্রান্ত হয়—মনে হয় সেই দুর্লভকে বুঝি লাভ করা যায় না, অথচ কিছুতেই যেন নিস্তার নাই, এই চাওয়ার যেন শেষ নাই, এবং এই না-পাওয়ার বেদনারও অবসান নাই। রাধাকে যেন সেই নিষ্ঠুর কালিয়া ফাঁদ পাতিয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাহার পরিচিত, তাহার পরিমিত লৌকিক সংসার হইতে বহুদূরে অজানার দিকে, রহস্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন, তাই রাধার এই আত্মবিস্মৃত বিহ্বলভাব।

পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে অজানার আকর্ষণ আর রহস্যের বেদনাই একমাত্র সম্বল, একমাত্র পরিচয়। অনুভূতি এখনও রূপকে উত্তীর্ণ হইয়া রূপাতীতের আশ্রয় লাভ করে নাই, অসীমের স্বরূপ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। শুধুমাত্র অসীমের ইঙ্গিতটুকু আসিয়া পৌঁছিয়াছে, শুধু সেই রহস্য যেটুকু যেন ধরা দিয়াছে, আর সমস্তই রহিয়াছে আড়ালে! কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পূর্বে এই যে প্রবল আকর্ষণ—তাহাই পূর্বরাগ।

(৯) "রূপে ভরল দিঠি······ধরম-লব লেশ।"

কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বলা রাধার ইহা এক অপূর্ব আবেশ। তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি ভরিয়া একমাত্র কৃষ্ণরূপই বিরাজ করিতেছে। সমস্ত কিছু দর্শনীয় রূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই তিনি সেই নব-জলধর শ্যামরূপের প্রতিচ্ছায়াই অবলোকন করিতেছেন, সেই অসীম অব্যক্ত নিরুপাধি রসস্বরূপ ভগবানকে রাধা আজ সর্বরূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার মধুর স্পর্শ স্মরণ করিয়া তিনি পুলকিত হইতেছেন, রোমাঞ্চিত হইতেছেন, সমস্ত স্পর্শেই তাঁহার সেই অসীম রহস্যময়ের মধুর স্পর্শই স্মরণ হইতেছে। আর নিরন্তর তাঁহার শ্রবণে সেই বংশী ধ্বনি, সেই মধুর আহ্বানটিই ধ্বনিত হইতেছে, অন্য কোন শব্দ সেখানে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। এই অপূর্ব আবেশে রাধা বিহ্বলা। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তাঁহাকেই শ্রবণ করিতেছেন; তাঁহাকেই স্পর্শ করিতেছেন, তাঁহাকেই দর্শন করিতেছেন, ইহার তো প্রতিকার নাই। সখিগণ তো আর কোনক্রমেই কোন উপদেশেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছেন না। দুকূলপ্লাবী বন্যার মত তাঁহার সবকিছু যে প্লাবিত হইয়া গেল। তাই তিনি সখীকে বলিতেছেন, এখন আমি কি করিব, এই বিপুল আবেগকে আমি নিবারণ করিতে পারিব না, অথচ আমি তাঁহাকে পাইব কি করিয়া তাহাও তো জানি না। আমার এই দেহ এবং মন তো তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াই আছি, কিন্তু তিনি কি গ্রহণ করিবেন? অথবা তাঁহাকে অনুরক্ত করিবার উপায়ই বা কি! গৃহ অথবা গুরুজন সম্বন্ধে রাধার আর কোন দুশ্চিন্তা নাই বরং তাহাদের তুচ্ছতা স্মরণ করিয়া তিনি উপহাসের হাসি হাসিতেছেন, কিন্তু আজও তো সেই পরমারাধ্য, পরম দেবতাকে পাওয়া গেল না। তাই রাধার এখন একমাত্র কামনা যে, সেই ভগবানকে নিজের প্রতি কি করিয়া অনুকূল করাইবেন।

পূর্বরাগের মধ্যে যে অজানার রহস্য, যে না-পাওয়ার বেদনা অথচ ভক্তি ও প্রেমের ঐকান্তিকতা, তাহা এই পদটিতে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে। পূর্বারাগের পর্যায়ে সর্বত্রই এই না-জানার বেদনা এবং পাইবার জন্য দুর্দমনীয় আকুলতা পাশাপাশি রূপ পাইয়াছে।

(৭) **"রূপলাগি আঁখি ঝুরে……সেই সে করিব।"**

কৃষ্ণরূপকে দর্শন করিবার জন্য রাধার দৃষ্টি অধীর হইয়াছে, আর কৃষ্ণপ্রেমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে আস্বাদন করিবার কল্পনায় মন হইয়াছে বিভোর। একদিকে তাঁহাকে না দেখিয়া, না পাইয়া রাধার ব্যথার অবধি নাই, অশ্রু আর বাধা মানিতেছে না, অন্যদিকে তাঁহার প্রেম-স্বপ্নে, সেই মধুর মিলন আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আরও কেবলই বাড়িতেছে। সমস্ত দেহদ্বারা, ইন্দ্রিয়দ্বারা একমাত্র ভগবানের মিলনানুভূতিকেই আস্বাদন করিবার জন্য রাধা ব্যাকুলা, তাঁহার অন্য কোন পার্থিব ভোগলালসা নাই, অথবা দৈহিক কোন কামনা নাই—নিজের দেহজ সমস্ত প্রবৃত্তিকেই তিনি কৃষ্ণের পদে সমর্পণ করিয়া, তাহার স্পর্শে ধন্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত। লৌকিক সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার উপরে উঠিয়া রাধা আজ ভগবৎপ্রেম আস্বাদনকেই একমাত্র কাম্য মনে করিতেছেন, ইহাকেই একমাত্র সার্থকতা বলিয়া অনুভব করিতেছেন। অন্যদিকে তাহার প্রাণের মধ্যে তিনি সেই আনন্দময়ের অপরূপ আনন্দের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। রূপজ অনুরাগের বেদীতে রাধা সচ্চিদানন্দকে ভগবানের অসীম প্রেমকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, এবং এই দৃঢ়পণ, সাধনের এই ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, এবার তিনি তাঁহাকে পাইবার সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করিবেন। যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে মাধুর্যের সীমা নাই, যে রূপের সংজ্ঞা নাই, রাধা তাহাকেই লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল, এবং তাহারই সহিত মিলন সম্ভাবনায়, অথবা উৎকণ্ঠায় তাঁহার দেহ-মন রসে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। এইবার শ্রীমতী তাঁহার নির্দিষ্ট সাধনার পথটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর কোন দ্বিধা নাই; কোন লোকলজ্জা নাই। আপনার সংকল্পে তিনি অবিচলিত থাকিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন এবং সেই অসীমকে পাইবার দুর্জয় সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করিবার অথবা আত্মবিসর্জন দিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ ইহা ছাড়া অন্য গতি আর তাঁহার নাই।

ভগবৎ প্রেমাসক্তি কত নিবিড় হইতে পারে এবং ভক্ত-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত প্রবল হইতে পারে জ্ঞানদাসের এই বিখ্যাত পদটিতে তাহাই অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আক্ষেপানুরাগ

(৮) "ধিক রহু এছার ইন্দ্রিয়……কারে নাহি পুছ।"

বৈষ্ণব মহাজন কবিদের মধ্যে কল্পনায় রাধা প্রেমের যে অপূর্ব বিরো ভাবটি রূপ পাইয়াছে তাহাই আক্ষেপানুরাগ। রাধার মনে একদিকে জাগিয়াছে তীব্র আত্মসচেতনা, অন্যদিকে আত্মজিজ্ঞাসা, আর তাহারই স আসিয়া মিশিয়াছে তাঁহাকে হারাইবার দারুণ আশঙ্কা, প্রেমাবসানের গভী উৎকণ্ঠা। নিজের অন্তরের ক্ষুদ্র পরিসরে যেন কিছুতেই সেই পরমপুরুষ সে আনন্দস্বরূপের অসীম প্রেমকে, দুর্জয় অনুরাগকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তাই তাহা টুটিয়া যাইবার আশঙ্কায় তিনি চকিত হইয় উঠিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতি যখন কৃষ্ণকেই আস্বাদন করিতেছে তাঁহার দেহ, মন-প্রাণ একমাত্র সেই রহস্যময়ের রূপকেই অনুভব করিতেছে, তাঁহার প্রেমকেই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তখন রাধা যেন সহসা চকিত হইয় ভাবিতেছেন, এই নিদারুণ আকর্ষণের বেগকে তিনি ধারণ করিয়া রাখিবে কি করিয়া, এই অসহনীয় পুলক অনুভূতিকে রোধ করিবেন কি করিয়া অথবা এই বিরাট প্রেমকে আস্বাদনই বা করিবেন কি করিয়া। তাই রাধার অন্তরে দারুণ আক্ষেপ হইতেছে, নিজের এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণেও যাঁহাকে আয়ত্ত করা গেল না, তাঁহাকে না পাইলে কি উপায় হইবে! আজ যে রাধার নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। কঠিন সাধনায় তিনি তাঁহার সর্বস্ব এমন কি ইন্দ্রিয় অনুভূতিকেও তাঁহার পায়ে নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন; নিজেকে নিবৃত্ত করিবার আর কোন উপায়ই নাই। অথচ আজও তো তাঁহার সহিত মিলন হইল না, আজও তো তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা গেল না—এই উৎকণ্ঠার ভাবটিই অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে এই পদটিতে। কবি বলিতেছেন যে, এই আক্ষেপ—এই উৎকণ্ঠা অথবা এই বিরাগ গভীরতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরাগেরই লক্ষণ, আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই, এই গভীর অনুভূতির দ্বারাই তাঁহার সহিত মিলন সম্ভব হইবে। রাধা যখন কঠিন সাধনার দ্বারা আত্মপ্রস্তুতির পথে এতখানি অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই, কাহারও নিকট জানিয়া লইবারও প্রয়োজন নাই। এই আক্ষেপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অনুরাগই তাঁহাকে পথনির্দেশ দিবে।

(৯) "রাতি কৈনু দিবস……আপন কৈনু পর।" (পদ ৪)

যখনই সেই পরমপুরুষের মধুর আহ্বান রাধার নিভৃত অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তখনই যে তিনি আত্মহারা হইয়াছেন, সেই সীমাতীত রহস্য-মাধুর্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই মুহূর্তেই পরিচিত সংসারের সমস্ত কিছু আয়োজন তাঁহার কাছে নিরর্থক হইয়া গিয়াছে, লৌকিক জগতের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিটি পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। দিবস এবং রাত্রির মধ্যে নির্দিষ্ট যে কর্মবন্ধন তাহাকে দূর করিয়া দিয়া রাধা এমন সাধনার পথ ধরিয়াছেন, যাহার সহিত সংসারের পরিচয় নাই—, তাই সেই সংসারের সংস্কারটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়াই রাধা অগ্রসর হইতে পারেন না। দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র অপেক্ষায় উদ্‌যাপন করিয়া, আর সমস্ত দিবস সংসারের কর্ম হইতে বিরত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন। যাহারা ছিল এতদিনের পরিচিত তাহাদের আর পরিচিত বলিয়া চিনিতে পারেন না, অপরিচিতের সন্ধানে আজ তিনি উৎকণ্ঠিতা। এ যে সবই বিপরীত। যে অজানার আকর্ষণে তিনি জানাকে পরিত্যাগ করিলেন, যে মুক্তির আকাজ্ক্ষায় তিনি সংস্কার বন্ধনকে বর্জন করিলেন—তিনি যে আশ্রয় দিবেন, তাহার সহিত যে মিলন হইবেই এমন আশ্বাস কোথায়? তাই রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, আমার সমস্ত কিছু পরিচিতকে ত্যাগ করিয়াছি, নিশ্চিত নির্ভরতাকে বর্জন করিয়াছি এবং নির্দিষ্ট কর্মকে পালন করি নাই একমাত্র সেই অজানার মোহন আকর্ষণে, কিন্তু তিনি যদি নিদারুণ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে বর্জন করেন তাহা হইলে বাঁচিব কি করিয়া। এই আক্ষেপের মধ্যেও যে ব্যগ্রতা, যে গভীরতা প্রচ্ছন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব।

(১০) "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু……গরল ভেল।" (পদ ৮)

নিদারুণ অনুশোচনা রাধার অন্তরকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এক অব্যক্ত ক্রন্দন কেবলই গুমরিয়া উঠিতেছে। যে পরম সুখের আশ্বাসে এতদিন প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছিল, যে রঙ্গীন কল্পনার সৌধ তিনি নির্মাণ করিতেছিলেন—আজ যেন সবই অনলে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, রিক্ততার অসহনীয় ব্যথায় তিনি মুহ্যমানা। তাহা হইলে সবই কি অলীক? সেই প্রেমময়ের স্বরূপ উপলব্ধি কি করা যায় না? সেই অমৃত আস্বাদন কি অসম্ভব? এত যে অনুরাগ, এত যে সাধনা, এত যে পথ চাওয়া সবই তাহা হইলে ব্যর্থ? রাধা যেন কোনই আশ্বাস খুঁজিয়া পাইতেছেন না, অন্তর শুধু দগ্ধ হইয়া যাইতেছে প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অথচ আজও তো তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। সংসার, পরিজন, সংস্কার, ধর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়া যে পরম রহস্যময়ের সন্ধানে তিনি পথে বাহির হইয়াছেন, তিনি তো আজও কোন মূর্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইলেন না, কোন রূপের মধ্যেই তো তিনি ধরা দিলেন না—কোন সাধনাতেই সাড়া দিলেন না। তবে আর কিসের আশায় রাধা বাঁচিয়া থাকিবেন, কোন্ রসের উৎস হইতে তিনি আনন্দ সঞ্চয় করিবেন? যে অমৃতের আশায় তিনি এই সাগরে ডুব দিয়াছিলেন, তাহা গরলের মত তীব্র জালা প্রদান করিবে তাহা তো তিনি কল্পনাও করেন নাই, যে গৃহে তিনি তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে তাহাও তাঁহার কল্পনাতীত। এই দুস্তর দুঃখের পারাবার রাধা নিঃসহায়ভাবে পার হইবেন কি করিয়া, আর এই অসহনীয় দুঃখকে সহ্য বা করিবেন কেমন করিয়া। আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ে সর্বত্রই এই আক্ষেপের ভিতর দিয়া আশঙ্কার মধ্য দিয়া আর অনুযোগের মধ্য দিয়া অনুরাগ গভীরতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে, আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইতেছে ইহাই লক্ষ্য করা যায়, এবং অভিসারের প্রস্তুতি চলিতেছে অনুক্ষণ।

অভিসার

(১১) "কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল....যামিনী জাগি।" (পদ ১)

অভিসার যাত্রার জন্য রাধা নিজেকে প্রস্তুত করিতেছেন। কখন্ সেই মধুর আহ্বান আসিবে তাহা রাধা জানেন না। কখন সমস্ত কিছু পরিচিতকে ত্যাগ করিয়া সহায়হীনভাবে তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইবে সেই রহস্যময়ের ইঙ্গিতের সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া, তাহাও তিনি জানেন না, অথচ তাঁহাকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে সেই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য। সেদিন যেন ঘনতুর্যোগ রাত্রি তাহার পথে বাধাস্বরূপ হইয়া না দাঁড়াইতে পারে, সেদিন যেন কর্দম-পিচ্ছিল তুর্গম পথ কণ্টক-আভরণ বিছাইয়াও তাঁহার অভিসারযাত্রাকে বিফল না করিতে পারে তাই রাধাকে কঠিন সাধনার দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে নিজেকে। উৎকণ্ঠিতা হইয়া অনুক্ষণ তিনি আপন অন্তরে সেই নিভৃত আহ্বানটি শুনিবার জন্য অধীর হইয়া আছেন, কখন সেই ডাক আসিবে, কখন যাত্রা সুরু করিতে হইবে। তুর্জয় সাহসে ভর করিয়া সেদিন সকল বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হইবে, সকল প্রতিরোধকে জয় করিতে হইবে। সেই বিপদের দিনে বিঘ্ন কোন্ মূর্তিতে দেখা দিবে তাহা জানা নাই। তাই শ্রীমতী একে একে সমস্ত বিঘ্নকেই কল্পনা করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার অভ্যাস করিতেছেন। হয়ত সেদিন যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ থাকিতে পারে তাই কাঁটা পুঁতিয়া তাহার উপর দিয়া চলা অভ্যাস করিতেছেন। হয়ত সেদিন ব্যগ্রতাহেতু পায়ের মঞ্জরী বাজিয়া উঠিয়া পরিজনদিগকে সজাগ করিয়া অতর্কিত বাধার উৎপত্তি করিতে পারে তাই রাধা আপনার পায়ের মঞ্জরী বাঁধিয়া লইয়াছেন ছিন্ন কাপড়ের অংশ দিয়া অথবা হয়ত কর্দমাক্ত পথে সেদিন দ্রুত চলা অসম্ভব হইতে পারে তাই আপনার গাগরীর জলে অঙ্গন পিছল করিয়া অঙ্গুলী চাপিয়া চাপিয়া পিছল পথ চলা অভ্যাস করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক অপূর্ব রসাবেশে রাধা উন্মাদিনী, তাঁহার প্রাণে আজ দুর্জয় সাহস; প্রিয়মিলনকে সফল করিবার আশায় আজ তিনি আত্মহারা। এ রাধিকা শুধু প্রেমাবেশে মুগ্ধা নহে, লোকলজ্জার ভয়ে সংকুচিতা নহে, তাপসীর নিষ্ঠা আর সাধনার শক্তিতে দীপ্তিময়ী।

(১২) **মন্দির বাহির কঠিন কপাট…সুরধনী পায়।"** (পদ ২)

গৃহের বাহিরে দরজা কঠিনভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, বাহিরের পথও দুর্গম—আর তাহার উপরে প্রবল বারিবর্ষণে সমস্ত প্লাবিত হইয়া যাইতেছে—এই গহন তিমির রাত্রিতে এত বাধা অতিক্রম করিয়া রাধা কি করিয়া অভিসারে যাত্রা করিবে। তাহার ঘন নীল শাড়ীর অাঁচলের দ্বারা কি এই বারিধারাকে রোধ করা সম্ভব হইবে? অথচ রাধাকে যাত্রা করিতেই হইবে। পদে পদে সংশয়, আশঙ্কার কর্দমে পথ পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে, শঙ্কা আর অবিশ্বাসে তাহা দুর্গম, অথচ এই পথকে অতিক্রম না করিলে তাঁহার সহিত মিলন সম্ভব হইবে না। আর অবিরাম বারিবর্ষণ, ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাত তাঁহার পথকে বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে, রাধা কি শুধুমাত্র কৃষ্ণ প্রেমের বিশ্বাসটিকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রেমাবেগরঞ্জিত কৃষ্ণবসন গায়ে জড়াইয়াই এই দুস্তর বাধাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন? কিন্তু তবুও যে অভিসারযাত্রা সফল হইবার নয়। যাহার জন্য এই দুর্গম পথে যাত্রা—তিনি কে—তাঁহার স্বরূপ কি—তাহা তো জানা নাই। সেই অসীমকে, সেই বিরাটকে তিনি কেমন করিয়া কোন্ রূপে লাভ করিবেন। তিনি কোন সীমার মধ্যে ধরা দেন না, কোন রূপের মধ্যেই অভিব্যক্ত নহেন, মানসগঙ্গার ওপারে তিনি বাস করেন, রাধা তাহাকে কেমন করিয়া পাইবে? তাই কবি প্রশ্ন করিতেছেন "সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার—?" এ অভিসার তো শুধু মাত্র বাধাকে অতিক্রম করা নহে, শুধু কৃষ্ণপ্রেমের আবেগটিকে আশ্রয় করা নহে, এ যে বিরাটের সাধনা—, এ যে আপন অন্তরের ধ্যানের মধ্যে, ভাবের মধ্যে তাঁহাকে লাভ করা, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৩) "কুল মরিয়াদ……সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।" (পদ ৩)

সখীগণ যখন বিপদসঙ্কুল গহন রাত্রে অভিসারযাত্রা হইতে শ্রীমতীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ছলে পথের বাধা বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন—, গৃহের বাহিরে কঠিন কপাট, বাহিরে পঙ্কিল পথ, তুমি নিঃসহায় রমণী, এই দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া অভিসার যাত্রা করিবে? তিনি মানসগঙ্গার অপরপারে ধ্যানের রাজ্যে, অনুভূতির রাজ্যে অধিষ্ঠান করেন, অতএব তোমার এই প্রিয় অভিসারকে তুমি সফল করিবে কি করিয়া—, তখন রাধা নিতান্ত অধীরা হইয়া সখীগণকে বলিলেন—আমাকে আর পরীক্ষা করিও না, আমার অন্তরের নিভৃতে অনুক্ষণ আমি অনুভব করিতেছি যে, তিনি আমারই পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা যেন আমার বুকের তন্ত্রীতে আসিয়া আঘাত করিতেছে, বাঁশীর সুরে আমায় তিনি আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার সেই আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করিব কি করিয়া? এই গহন দুর্গম রাত্রিতেই সেই চিরবাঞ্ছিত প্রণয়ীর আহ্বান আসিয়াছে—আমাকে যে অভিসারযাত্রা করিতেই হইবে। আর পথের সামান্য বাধার কথা বলিতেছ?—কৃষ্ণ অনুরাগের তীব্র আকর্ষণে যখন কুলমর্যাদাকেই আমি লঙ্ঘন করিয়াছি তখন কি কঠোর বিধি-বিধান-আচার অনুষ্ঠান রূপ কাঠের কপাট আমার পথের প্রতিবন্ধক হইতে পারে—তাহা যে আমার প্রেমের আবেগের নিকট অতি তুচ্ছ। সেই রহস্যস্বরূপ, ধ্যানস্বরূপ ভগবানের পরিচয় আমার জানা নাই বলিতেছ, কিন্তু আত্মমর্যাদারূপ সংস্কার সমুদ্র যখন উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি, মনের মধ্যে লেশমাত্র অভিমান বা অহংকে প্রশ্রয় দেই নাই, তখন এই সামান্য মানসগঙ্গা আমার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। আমার অনুভূতির মধ্যেই তাঁহাকে লাভ করিব। রাধার প্রেমের এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস—এই নিবিড় অনুরাগই অভিসারযাত্রার প্রাণস্বরূপ, এই গভীর প্রেমাবেগের প্রবল উচ্ছ্বাসে সমস্ত বাধা-বিপত্তিই কুটার মত ভাসিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

(১৪) "বঁধু কি আর বলিব আমি····প্রাণনাথ হৈও তুমি।" (পদ ১)

চিরবাঞ্ছিতের কাছে যখন শ্রীরাধিকা আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিলেন, তখন আর কি তাঁহার চাহিবার থাকিতে পারে? সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার যে এখানেই শেষ, সমস্ত কামনাই যে নিঃশেষিত। এখন একমাত্র বাসনা যে, চিরজীবন এবং জন্মান্তরেও যেন এ মিলন, এ বন্ধন না ছিন্ন হয়। আজ সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত শঙ্কা পার হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন, কারণ এ তিন ভুবনে তাঁর চেয়ে আপন তো আর কেহই নাই, তিনিই যে একমাত্র আশ্রয়; অন্য সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, মন হইতে সমস্ত সংকোচ এবং অবিশ্বাস দূর করিয়া, এবং সংসার, সমাজ, ধর্মের যতকিছু সংস্কারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রাধিকা আজ একমন হইয়া তাঁহারই দাসী হইলেন। এই প্রেম যাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, যাহাকে উন্মাদিনী করিয়াছে, তাহার যে আর অন্য গতি নাই। ঘর সংসার তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, সংস্কার, ধর্ম তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, অথবা সমাজের বন্ধন ভয় তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। জীবনের সমস্ত কিছু পরিচয় নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া সে মুক্তিপথে অভিসারযাত্রা করে, এবং কোন বিপদ আশঙ্কাকে সে গণ্য করে না। এই প্রেমের, এই অনুভূতির দুর্বার বেগ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাই রাধা বলিতেছেন, আমার তো আর কেহই নাই, সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তোমারই শরণ লইয়াছি। আমি কোন চাতুরী জানি না, কোন কথার ছলও জানি না, তোমারই প্রেমের আকর্ষণ আমাকে সকল সুখ-সম্ভোগের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়াছে। অতএব আমার সহিত তুমি প্রতারণা করিও না,—তুমিই আমার জীবন-সর্বস্ব—তোমার অদর্শনে আমার মৃত্যু ঘটিবে। ইহা নিজের অন্তরের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের জন্য প্রেমানুরাগের আবৃত্তি মাত্র, এখনও ভাবসম্মিলনের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া বাকী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথুর

(১৫) তিমির দিগভরি.......হরি বিনে দিন রাতিয়া। (পদ ৭)

ভরা ভাদ্রের অজস্র বারিবর্ষণ যেন রাধা হৃদয়েরই প্রতীক—তাহারও যেন দুঃখের শেষ নাই! প্রিয় বিরহের এমন নিদারুণ জালা রাধা যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না, অবিরল ধারায় ক্রন্দনে তাহার দুঃখের প্রকাশ। এমন নিভৃত অবসর, এমন নিবিড় নির্জন মুহূর্ত অথচ পাশে প্রিয়তম নাই, তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া বহুদূর প্রবাসে চলিয়া গিয়াছেন। চারিদিকের প্রকৃতিও যেন তাহার প্রাণের এই তীব্র যাতনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। মেঘগর্জনে উন্মত্ত হইয়া ময়ূর নৃত্য করিতেছে, বৃষ্টি ধারার অধীর আবেগে দাত্বরী অবিশ্রাম ডাকিয়া চলিতেছে, ডাহুক-ডাহুকীর কলরবের বিরাম নাই। সমস্ত প্রকৃতি যেন মুখর হইয়া উঠিয়া রাধাকে আরও অধীর করিয়া তুলিয়াছে; নিজেকে আর যেন কিছুতেই ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহার হৃদয় আজ কাহার ডাকে সাড়া দিবে, তাঁহার আবেগ আজ কাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইবে, তাঁহার অস্তিত্ব—তাঁহার দিনরাত্রি আজ কাহাকে লইয়া সার্থক হইবে। যে হৃদয়নিধিকে লাভ করিবার জন্য তিনি সর্বস্ব হারাইয়াছেন, তাঁহার প্রেমের স্পর্শে শ্রীমতীর সমস্ত জগতের রূপই যে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি ছাড়া এবং তাঁহার প্রেম ছাড়া শ্রীমতীর যে অন্য কোন সান্ত্বনাই নাই, অন্য কোন আশ্রয়ই নাই। সর্বস্ব যাহাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন, তাহারই জন্য যে দেহ-মন সর্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া আছে—জীবনের অন্য সব কামনা, অন্য সমস্ত বন্ধনই যে তাহার কাছে অর্থহীন। আজ সেই প্রিয়তমই পাশে নাই, তাই কবিও বলিলেন—সমস্ত কিছু হারাইয়া রাধিকার দিনরাত্রি কাটিবে কি করিয়া, তাঁহার লৌকিক অস্তিত্বটাই যে নিরর্থক। এই বিরহ-কাতরতার মধ্যে সেই গভীর অনুরাগের কথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, আর এই আকুলকামনাই যে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার, সম্পূর্ণ করিয়া পাইবার উপায়—সেই ইঙ্গিতও রহিয়াছে। এমন করিয়া তাঁহার জন্য শ্রীমতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তো তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন।

(১৬) **"শ্রাবণ মাহঘন……বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে।"** (পদ ১০)

এক অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে বর্তমান পদটিতে। রাধার এই বিরহ যাতনা কেন? তাহার কি এই পরীক্ষার শেষ নাই? সমাজ-সংসার —ধর্ম-কর্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাঁহার প্রেমের আকর্ষণে নিজেকে ছিনাইয়া আনিয়াছে, একান্তভাবে তাহারই পদে আপনার সর্বস্ব নিবেদন করিয়া দিয়াছে, নিজের বলিতে কিছু রাখে নাই, তাহার এই অসীম দুঃসহ দুঃখ কেন? তবে কি তাঁহার পূজা মিথ্যা? এমনভাবে সর্বস্ব দিয়াও যাহাকে লাভ করা যায় না, তাহাকে পাইয়া লাভ কি? তিনি যদি বর্ষার মেঘ হন, তবে আমার প্রেমের অঙ্কুর প্রখর বিরহতাপে শুষ্ক হইবার পর তাঁহার আসিয়া লাভ কি? তখন আর তাঁহাকে পাইয়া আমি তাঁহাকে অনুভব করিব কেমন করিয়া। তিনি প্রেম-সিন্ধু, অথচ আমার প্রেম পিপাসার নিবৃত্তি নাই কেন? আমার এই তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য কাহার নিকট যাইব? দারুণ হতাশায় যেন শ্রীমতী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। অন্তরের অকপট অনুরাগে তিনি স্বীকার করিতেছেন, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ছাড়া তাঁহার আর অবলম্বন নাই, তাঁহার শান্তি নাই, তাঁহার অন্য কামনা নাই। তিনি যে চন্দনতরু সদৃশ, অথচ রাধিকা তাঁহার সৌরভের আঘ্রাণ পাইতেছেন না কেন, তিনি চিন্তামণি, অথচ তাহার এই একান্ত আশাকে তিনি পূরণ করিতেছেন না কেন? শ্রাবণের সজল মেঘ যদি বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ না করে, কল্পতরু যদি বন্ধ্যা হয়, তবে তাহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে? প্রিয়তমের প্রতি অভিমানের লেশমাত্র আর নাই, রাধিকা তাঁহাকেই একমাত্র আশ্রয়, তাঁহাকেই সর্বসুখের, সর্বসার্থকতার চরম বলিয়া জানিয়াছে, কেবল তাঁহাকে লাভ না করাকে নিজেরই কর্মদোষ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এই বিপরীত ভাব, এই বিকলতা তাঁহারই সাধনায় অবহেলার, তাঁহার নিজেরই ত্রুটির জন্য। তাই বিদ্যাপতির কাছেও ইহা পরম রহস্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করা যায় না, ইহা তো সম্ভব নহে। তাঁহারই পরিপূর্ণ বিরাট প্রেমকে সার্থকভাবে আস্বাদন করিবার জন্য রাধার হৃদয়ের সমস্ত অভিমান, সব অহং সমস্ত সংস্কার ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। এইবার ভাবসম্মিলনের মধ্যে তাঁহাকে চিরতরে পাইবার প্রস্তুতি চলিতেছে।

(১৭) "যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত……গোকুলচন্দ্র।"
(পদ ১৩)

রাধা এইবার নিজের অন্তরের একান্ত নিজস্ব প্রেমকে অসীমের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার ক্ষুদ্র বন্ধন মোচন হইতেছে। তাঁহার প্রেম তো সর্ববস্তু সর্বকাল এবং সর্বস্থানের মধ্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে, সব কিছুর মধ্যেই তাঁহারই প্রেমের স্পর্শ, সমস্ত রূপেই তাঁহার মধুর রূপের প্রতিচ্ছায়া, সমস্ত আলোকের মধ্যেই তো তিনি নিজেকেই নিজে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাই তাঁহাকে যদি এই জীবনে আর পাওয়া সম্ভবই না হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি, আমার বিরহ আর মরণের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাউক, মৃত্যুর মাঝে আমি তাঁহাকে পাইব। আমার এই মরদেহ যখন পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখনই তো আমার সহিত সেই গোকুলচন্দ্রের মিলন সম্ভবপর হইবে। পথের উপর আমি মাটি হইয়া থাকিব, আমার উপর দিয়া তিনি অরুণ রক্ত চরণে চলিয়া যাইবেন, তাঁহার পদস্পর্শে আমি ধন্য হইব। জ্যোতিরূপে আমি তাঁহার দর্পণে মিশিয়া থাকিব, আমার আলোকে তিনি আপনাকে দেখিতে পাইবেন। জল হইয়া, বাতাস হইয়া আর অসীম আকাশ হইয়া আমি বিরাজ করিব, তাহা হইলেই তো তাঁহার সহিত আমার মিলন হইবে। এক অপূর্ব দিব্য আবেশে বৈষ্ণবভক্ত কবি ভগবানের এই বিরাট স্বরূপের ছবিটি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি সর্বভূতে বিরাজমান, তিনি সর্বরূপে অধিষ্ঠিত, অন্তরের এবং দেহের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিলেই এই অসীম আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপের সহিত মিলন হয়। রাধা যেন অনুভব করিতেছেন—এই বিরাট অস্তিত্বকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অসীম রূপকে। বিরহের দুঃখ আর অসহনীয় নহে, তাহাই একান্ত নহে। তাহার অন্তরের মধ্যে সেই জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব হইতেছে।

ভাবোল্লাস

(১৮) "সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল...কপাল কহিয়া গেল।"

(পদ ১)

রাধা অন্তরের মধ্যে আবার সেই আবির্ভাবকে অনুভব করিতে পারিতেছেন। তাঁহার বিরহের যাতনা, তাঁহার সেই নিবিড় আচ্ছন্নতা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইতেছে, প্রিয়তমের আগমনের বার্তা তিনি শুনিতে পাইয়াছেন। কিন্তু সে ডাক বাহিরের নহে, এ তাঁহার অন্তরের নিবিড় উপলব্ধি; প্রিয়তম যে আসিবেন, তাঁহাকে যে আসিতেই হইবে, তাহা কোন দূতীর সংবাদ নহে, আপন অন্তরের ধ্যানের মধ্যে তিনি এই সংবাদ লাভ করিয়াছেন। এই শুভ ইঙ্গিতের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছেন নিজের সমস্ত দেহে, আর প্রকৃতির অনুকূল লক্ষণের মধ্যে। আজ আর তাঁহার দুঃখ নাই, আজ আর যাতনা নাই, কাতরতা নাই। আজ অন্তরে তাঁহার আগমন সূচনায় তিনি পুলকিত, আজ শুধু আপন মনের আর আনন্দের দ্বারা সমস্ত কিছুকেই তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন। প্রিয় অনুরাগের পুলকরোমাঞ্চে তাঁহার দেহ শিহরিত হইতেছে—তাঁহার বসন উড়িতেছে—তাঁহার বাম আঁখি বাম অঙ্গ কম্পিত হইতেছে—আজ যেন, নতুন প্রভাতের আবির্ভাব হইয়াছে—বিরহের তিমির রাত্রি ভেদ করিয়া, রাধা তাই আত্মহারা।

(১৯) "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে...করব নিজ দেহে।" (পদ ২)

অপূর্ব ভাবোল্লাসে রাধা আজ বিহ্বলা। প্রিয়-মিলনের সম্ভাবনা তাঁহাকে আনন্দে অধীর করিয়া তুলিয়াছে, তিনি সেই মিলনস্বপ্নেই বিভোরা। সেই চিরবাঞ্ছিতকে কিভাবে বরণ করিবেন, কি দিয়া তাঁহার সেবা করিবেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিবেন—তাহার কল্পনাতে নিজেই মুগ্ধ, নিজেই আত্মহারা হইয়াছেন। তাঁহাকে বরণ করিবার সামগ্রী কোথায়, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্য উপকরণ কোথায়? এই সুন্দর দেহের অপেক্ষা—এই রসোল্লাসিত নবযৌবনের উপকরণ ছাড়া আর কি উপকরণ আছে, যাহা তাঁহার যোগ্য? এই দেহ, এই রূপ এই অস্তিত্বই তো তাঁহার আনন্দ আস্বাদনের জন্য, রাধার একমাত্র চরম সার্থকতাই তো তাঁহার আনন্দের সামগ্রী হওয়া, তাঁহার লীলাব সঙ্গিনী হওয়া। তাই শ্রীমতী আজ ভাবোল্লাসে সেই চরম স্তরে উপনীত হইয়াছেন, যখন ভগবৎপ্রেমের চরমতম সত্যটি তাঁহার অনুভূতিতে স্ফুরিত হইতেছে, অমোঘভাবে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, আপন সত্তার সমস্ত অণুপরমাণুতে তাঁহাকেই উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। এইভাবে পাওয়াই তো সত্যিকার পাওয়া, এই মিলনের জন্যই তো এত সাধনা, এত উৎকণ্ঠা, এত আকুলতা। আজ সমস্ত আত্মবন্ধনকে অনায়াসে লঙ্ঘন করিয়া, অহংকে উত্তীর্ণ হইয়া রাধা অনায়াসে নিজেকেই তাঁহার লীলার উপকরণ বলিয়া অনুভব করিতেছেন, আর এই অপরূপ ভাবোল্লাসে তিনি স্বপ্ন-বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন।

(২০) "সখি কি পুছসি……নূতন হোয়।" (পূর্বরাগ—পদ ২২)

এই যে প্রেম, এই যে অনুরাগ তাহার স্বরূপ কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। তাহা যে অসীম, তাহা যে সর্বব্যাপী, নিত্য নতুন রূপে তাহা শুধু আনন্দের আস্বাদন,—নানা ছলে তাহার শুধু বিকাশ। এই পরম শাশ্বত ব্যাপারকে মাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা ধারণ করা যায় না, তাহা যে ইন্দ্রিয়াতীত অলৌকিক। সেই মধুর প্রেমবাণী তো অনুক্ষণই শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতেছে কিন্তু তাহা তো নিঃশেষ হইতেছে না। তাই রাধা বলিতেছেন—একটা নিরন্তর কামনা, তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিবার দুর্বার আবেগ আমার বক্ষে অনুক্ষণ সাড়া জাগাইতেছে। সেই রূপ তো সমস্ত জন্ম ধরিয়াই দেখিতেছি কিন্তু তাহার কি বর্ণনা আছে? তাহার কি তৃপ্তি আছে, সে যে অরূপ, সে যে সমস্ত রূপের আড়ালে বসিয়া শুধুই আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। লাখ লাখ যুগ তাঁহাকেই বক্ষে ধারণ করিয়া আছি অথচ এই কামনার তো নিবৃত্তি হইল না। এই অসীম রহস্যকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ ভাষার সাহায্যে আমি বর্ণনা করিব? কত বিদগ্ধ পণ্ডিত রসবেত্তা চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষায় তাঁহাকে বোঝানও যায় না। সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের প্রেম আস্বাদন করিয়া তাই সাধক এমনভাবে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারই লীলারসে একান্তভাবে মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বর্ণনা করিতে পারেন না। কারণ ভাষা তাঁহার রূপের কাছে, প্রেমের উপলব্ধির কাছে অতি তুচ্ছ, জ্ঞানও সেখানে নগণ্য, শুধু মাত্র প্রেমের অনুভূতির দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যায়, তাহাতেই প্রাণ জুড়ায়। ইহাই ভাবসম্মিলন। ভগবানের বিরাটস্বরূপকে শ্রীমতী এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, সেই চিরন্তন সর্বব্যাপী, অরূপের রহস্যকে অসীমের প্রেমকে এইবার আপন অনুভূতির মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে, ভাবের মধ্যে লাভ করিয়াছেন—এইখানেই তাহার পরিপূর্ণ মিলন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

১। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিভিন্ন রসের 'ধারণা' স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে সঙ্কলিত কবিতাগুলির মধ্যে এই রসসমূহ কিরূপ অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যে স্ফুরিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত উদ্ধৃতির সাহায্যে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা কর।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ ভক্তিকেই ভগবল্লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই ভক্তির নিকট জ্ঞান তুচ্ছ—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকেই বৈষ্ণব ভগবৎ প্রেমের নিদান বলিয়া মনে করেন।

বৈষ্ণবের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যময়—তিনি রসিক শেখর। সুতরাং ভক্তের সহিত তাঁহার সম্পর্কের মধ্যেও রস পদার্থ বর্তমান। পাত্র ভেদে এই রস বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়ের ভক্তিরসকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—শান্ত রস, দাস্য রস, সখ্য রস, বাৎসল্য রস ও মধুর রস।

শান্ত রসের লক্ষণ কৃষ্ণের প্রতি অকারণ অনুরাগ—ভক্তের হৃদয় প্রেমানন্দে বিগলিত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের ভাব আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যসম্পর্কে বোধটিও একেবারে অবসিত হইয়া যায় না। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রার্থনা জাতীয় পদগুলিতে শান্তরসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

মাধব বহুত মিনতি করি তোর!
দেই তুলসী তিল দেহ সমর পলুঁ
দয়া জনু না ছোড়বি মোয়।

কৃষ্ণকে পরম পুরুষ জানিয়া কবি তাঁহার চিত্তকে শান্ত রসে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। ব্যাসপ্রমুখ মুনিগণের ভক্তিও এই শান্ত রসের অন্তর্গত।

দাস্য রস বা দাস্য প্রেমের সাধক দাসরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। এই দাস্য রস খ্রীষ্টীয় ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রভু জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবকরূপে জীবনযাত্রার আদর্শ হইতে পৃথক—রামায়ণের হনুমান এই দাস্য রসের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে পরিগণিত। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে দাস্য রসের পদ অপেক্ষাকৃত বিরল, তবে ইহার অসদ্ভাবও নাই।

সখ্যরসের মূল আদর্শ হইতেছে কৃষ্ণে সখা জ্ঞান। সখা যেমন সখার নিকটে তাহার হৃদয়কে উজাড় করিয়া দেয়, সখ্য রসের সাধক তেমনই ভাবে ভগবানকে সখাজ্ঞানে তাঁহার নিকট অসঙ্কোচে আপনার হৃদয় অবারিত করিয়া দিবেন। সখ্যরসের মধ্যে সেবা থাকিলেও দাস্য রসের মধ্যে ভক্তের মধ্যে যে একটা হীনন্মন্যতা থাকে তাহা এখানে অনুপস্থিত। ব্রজের রাখালগণ এই রসের উদাহরণ। রাখালগণ কৃষ্ণকে সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অসংকোচে খেলা করিয়াছে। অনেক পদকর্তা সখাভাবে পদ রচনা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাৎসল্য রসে কৃষ্ণকে সন্তান জ্ঞান করিয়া তাহাকে লালনের বাসনা। এই রসের মধ্যে দাস্য রসের সেবা, সখ্য রসের অসংকোচের সহিত; কৃষ্ণকে ক্ষুদ্র বালক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা বর্তমান। ব্রজের যশোদা ও নন্দ এই রসের দৃষ্টান্ত। এই রসের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কৃষ্ণকে সন্তানের মতো লালনীয় জ্ঞান করিয়া তাঁহারা কৃষ্ণকে স্নেহ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে পদকর্তারা বাৎসল্য রসের বহু পদ রচনা করিয়াছেন। যেমন—

আমার শপতি লাগে না যাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।

মধুর রসের আশ্রয় কান্তা প্রেম ভাব। কান্তা প্রেমকেই বৈষ্ণব সাধকগণ সর্বসাধ্যসার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রজগোপীরা কান্তা প্রেমের দৃষ্টান্ত। আবার ব্রজগোপীদের মধ্যে মহাভাবস্বরূপিণী রাধাই মহত্তমা। প্রিয়ের প্রতি নারীর অনুরাগ যেমন প্রগাঢ়, মধুর রসের সাধকের ভগবৎ প্রেমও তেমনই গভীর। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই মধুর রসের সাধনার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। প্রধানত এই মধুর রসকে অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বরাগ ও অনুরাগ—অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, প্রেমবৈচিত্ত্য, রসোল্লাস, ভাবোল্লাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া পদাবলী সাহিত্যের এই শাখাটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মধুর রসের পদের একটি নিদর্শন —

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

২। "বৈষ্ণব মহাজন প্রেম-মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার।" উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে এই উক্তিটির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেমলীলা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা প্রেমমূলক কথাকাব্যের উপাদান মাত্র নয়—ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে তাহা অধ্যাত্মসাধনার প্রতিচ্ছবি। রাধাকে ভক্ত বৈষ্ণব প্রেমগাথার নায়িকা মাত্র বলিয়া মনে করেন না—তাঁহার নিকট রাধা মহাভাবস্বরূপিণী, ভক্তির চরম রূপ তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব মহাজনবৃন্দ পদাবলীর মধ্যে প্রেমলীলার মধ্য দিয়া দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রয়াসী হন নাই—তাঁহারা কাব্য রচনা করিতে গিয়া ধর্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নাই,—পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে মধুর রসের লীলাই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভু নিজে পদাবলীর মধ্যে তত্ত্বকথা ঢুকাইয়া দিয়া রসাভাস ঘটানো পছন্দ করিতেন না—কাব্যের মধ্যে যে নিবিড় মধুর রস পরিবেশিত হয় তাহাই আস্বাদ করিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিতেন। বস্তুতঃ কাব্যের রসবস্তু জীবনে যতখানি প্রেরণা বা আবেগ সঞ্চার করিতে পারে শুষ্ক তত্ত্বকথায় তাহা সম্ভব নয়। এই জন্যই পদকর্তারা বৈষ্ণবতত্ত্বে বিশ্বাসী হইলেও কাব্যের মধ্য দিয়া প্রেমলীলাকেই বিচিত্র বর্ণে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে মহাজনবৃন্দ প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনের বহু রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সকল কবিই কাব্যের মধ্যে মানবের মনোজগতের বিচিত্র রূপ প্রস্ফুটিত করেন—পদাবলীর মধ্যেও প্রেম-দিগ্ধ অন্তরের বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়াছে।

বৈষ্ণব মহাজন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রথম স্তরে পূর্বরাগ ও অনুরাগের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই রাধার অন্তর যেভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে পদকর্তা তাহা রাধার উক্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্নে উদ্ধৃত অংশটিতে প্রেমের প্রথম স্তরের অধীরতা ব্যক্ত হইয়াছে—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়।

যখন প্রেমের আবেগ গভীর হইয়াছে তখন—

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

অভিসারের পদগুলির মধ্যে প্রিয়মিলনের জন্য নিদারুণ উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। অভিসারিকা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ সুখ আশ।

বর্ণনার দিক দিয়া অভিসারের পদগুলি সমৃদ্ধ।

মান ও কলহান্তরিতায় পদগুলিতেও প্রেমকলার সূক্ষ্ম প্রকাশ হইয়াছে। কাব্যের দিক হইতেও যেমন, মনের গহনে অবগাহনের দিক দিয়াও তেমনই মাথুর, আক্ষেপানুরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিষয়ক পদগুলি রসাত্মক ও গভীর হইয়াছে। পদকর্তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিরহাতুরা রাধার হৃদয়ের আবেগ দরদ দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রাধা আকুল কণ্ঠে বলিয়াছে—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

রাধার চিত্ত একেবারে কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের জন্য তাহার চিত্ত নিয়ত আকুল—আত্মসংবরণ করিবার শক্তি তাহার নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত নিবারিয়ে চায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে যায় রে॥

কৃষ্ণের প্রতি যে আকর্ষণ তাহার সীমা নাই—এই প্রেম-পিপাসার অবসান নাই। রাধা বলিয়াছে,

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।

প্রেমের এইরূপ সুগভীর অনুভূতি পদাবলী সাহিত্যকে কাব্যরসিকের চির-আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে। মানব মনের গূঢ়তম রহস্যের প্রকাশ এমন সুন্দর করিয়া আর কোথাও হয় নাই।

৩। কোন সমালোচক বলিয়াছেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেম-মাধুর্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত আমাদিগকে জানাইয়াছেন।" এই মধুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেম-মাধুর্যই বা কি এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা আমাদিগকে কি ভাবে জানাইয়াছেন তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উঃ। আমাদের বাস্তব জীবনে নরনারীর প্রেমেই হৃদয়াবেগ গাঢ়তম পরিণতি লাভ করে। বৈষ্ণব সাধকগণ মানুষের এই হৃদয় ধর্মের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তির রাজ্যে অনুরূপ একটি প্রেমলোক সৃষ্টি করিয়াছেন—বৃন্দাবনই এই প্রেমলোক। বাস্তব জীবনের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে বাস্তব জীবনের যে প্রেম তাহা মরণশীল নর বা নারীকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠে আর বৃন্দাবনের যে প্রেম তাহার লক্ষ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনের এই যে প্রেমকল্পনা ইহা বাস্তব প্রেমের অনুরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন —

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য গোপীভাববার্য॥

বাস্তব জগতের প্রেমের অনুরূপ বলিয়া গোপীর ভাব প্রেম বা মধুর ভাব নামে আখ্যাত। 'কিন্তু কামগন্ধ নাহি তায়'—তাহার মধ্যে লৌকিক জগতের বাসনা-কামনার লেশ মাত্র নাই—কারণ সেই প্রেমের আস্পদই যে অলৌকিক পুরুষ। সুতরাং এই প্রেম অপ্রাকৃত প্রেম—স্থূল বাসনার সহিত ইহার মূলগত একটা পার্থক্য বর্তমান।

বস্তুত বৈষ্ণব পদকর্তারা যে ভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিচিত্র রূপ অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে মর্তজগতের প্রেমেরই চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—ইহার নায়িকা রাধার প্রেমের গাঢ়তার সীমা নাই। কিন্তু বৈষ্ণবের কাছে বৃন্দাবনলীলার নায়িকা রাধা একটি তত্ত্ব মাত্র—ভক্তি-সাধনার চরমতম স্তরের একটি কল্পিত আদর্শ মাত্র। কিন্তু বৈষ্ণব এই আদর্শকে তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই—ইহাকে তিনি বর্ণে রসে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রেমের যে কতখানি গভীরতা হইতে পারে বৃন্দাবনের রাধা তাহার প্রতিমূর্তি—রাধার মধ্যে প্রেমাস্পদের জন্য যে ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রেমের যে নিগূঢ় প্রকাশ তাহার মধ্যে হইয়াছে তাহা ভক্ত বৈষ্ণবের সাধ্য বস্তু।

মহাপ্রভু-পূর্বকালীন বৈষ্ণব সমাজে কান্তা প্রেমের অনুরূপ ভক্তিসাধনার বিশেষ প্রচলন ছিল না। ভাগবতের মধ্যে অবশ্য ব্রজগোপীর প্রেমভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সারা দেশের মধ্যে এই সাধনার আদর্শ ব্যাপ্ত হয় নাই। মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-মণ্ডিত জীবন বৈষ্ণব সমাজে রাধার প্রেমব্যাকুলতার অনুরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমভক্তির আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণব আচার্য যাহা বলিয়াছেন তাহা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় —

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভূতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

—'শ্রীমতী রাধিকার প্রেমমহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেম সহকারে যাহা আস্বাদ করেন মদীয় সেই বিচিত্র মাধুর্যাধিক্যই বা কীদৃশ এবং মদীয় অনুভব-বশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ অনুভব করেন সেই আনন্দই বা কি প্রকার, এই তিনটি বিষয়ে লোভ বশবর্তী হইয়া শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে রাধা-ভাব-সমন্বিত কৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।'

মহাপ্রভু প্রেমভক্তির স্রোতে তৎকালীন বঙ্গসমাজকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধর্মপ্রচারক ছিলেন না—ধর্মশিক্ষাদাতাও ছিলেন না। রাধা কৃষ্ণের জন্য যে ব্যাকুল ও প্রগাঢ় প্রেমভাব পোষণ করিতেন, তিনিও কৃষ্ণের জন্য তেমনই ব্যাকুল তেমনই সুগভীর অনুরাগ হৃদয়ের মধ্যে লালন করিতেন। তাঁহার জীবনে ভগবদ্ভক্তির যে উচ্ছ্বসিত প্রকাশ হইয়াছিল তাহা তাঁহার সমকালীন সমাজকে অভিভূত করিয়া পরবর্তী যুগের জন্য নবীন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার পূর্বে বিষ্ণুই বৈষ্ণবদের আরাধ্য ছিল—ঐশ্বর্যময় ভগবানের শান্তরসের আরাধনার রীতিই প্রচলিত ছিল। মহাপ্রভু রসিকশেখর কৃষ্ণকে আপনার দয়িত জ্ঞান করিয়া নিজে রাধাভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া উঠিতেন। প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকার যে আর্তি বৃন্দাবনের প্রেমলীলার নায়িকা রাধিকার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই আর্তি সেই বিহ্বলতা মহাপ্রভুর জীবনে দেখা গিয়াছিল। মধুর রসের সাধনার আদর্শের কথা তাঁহার পূর্বে উল্লিখিত হইলেও আর কেহ এইরূপে জীবনে সেই সাধনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য করিয়া তুলেন নাই। বৃন্দাবনের লীলার মধ্যে যে অপ্রাকৃত প্রেমমাধুর্য রহিয়াছে তাহা যে কল্পনার বস্তু নয়, মানুষের জীবনেও যে তাহা সত্য হইয়া উঠিতে পারে মহাপ্রভু যেন তাহা বিশ্বজনের নিকট প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন। তাঁহার মধ্য দিয়া ভক্তবৃন্দ সেই অপ্রাকৃত প্রেমমাধুর্যের সন্ধান পাইয়াছিল।

৪। চণ্ডীদাস সহজিয়া মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব মহাজনগণের রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীতের উপর কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে?

উঃ। সহজসাধনার মূল উদ্দেশ্য নরনারীর ভিতর যে পারস্পরিক সহজ instinctive আকর্ষণ রহিয়াছে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভ। চণ্ডীদাসের সহজসাধনের সঙ্গিনী ছিলেন রজকিনী রামী। সাধারণ নরনারীর মধ্যে যে প্রেম, তাহার মূলে ভোগলালসা এবং আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা বর্তমান। কিন্তু চণ্ডীদাস ও রজকিনীর প্রেম ছিল কামগন্ধশূন্য। চণ্ডীদাস নিজেই গাহিয়াছেন, "রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।" আমরা নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমকে যদি আসঙ্গলিপ্সা বাদ দিয়া ভাবিতে পারি, তবে তাহা যে এক অপার্থিব মহান্ বস্তু সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় পক্ষের এরূপ কামগন্ধশূন্যতা জগতে বিরল। চণ্ডীদাস রজকিনীকে লাভ করিয়াছিলেন 'বাশুলী' দেবীর নির্দেশে, বাশুলী দেবীই স্বপ্নে তাঁহাকে সহজসাধনের উপায় বলিয়া দেন। তাঁহার রাগাত্মিক পদের প্রথমেই আছে "নিত্যের আদেশে বাশুলী বলিল, সহজ জানাবার তরে। ঘুরিতে ঘুরিতে নান্নুর গ্রামেতে প্রবেশ যাইয়া করে। বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া চণ্ডীদাসে কিছু কয়।"—ইত্যাদি। চণ্ডীদাস সহজ-সাধনে পরকীয়া প্রেমের আশ্রয় করিয়া ইহাকে অপ্রাকৃত প্রেমলাভের প্রশস্ত উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, কারণ এই প্রীতি বেদ-স্মৃতি-নির্দিষ্ট বৈধ প্রীতি নহে। ইহার নাম রাগানুগা প্রীতি। ইহাতে প্রেমাস্পদে শ্রীরাধা অথবা শ্রীকৃষ্ণের আরোপ করিয়া হৃদয়ের আকুল আবেদন তাহাতে ঢালিয়া দিতে হইবে। এই 'আরোপ' কথাটির ব্যাখ্যা পাই আমরা রবীন্দ্রনাথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা" এই ছত্রে। চণ্ডীদাস পরকীয়া রতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ধনি কহব তোহার সঞি
পরকীয়া রস করিতে হে বশ
অধিক চাতুরী চাই
হইবি কুলটা কুল তেয়াগিবি
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি হেমকান্তি রতি
সপতি ভাবিবি নেহা॥

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামীকে একবার এক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে শুধু একটি শ্লোক ছিল—"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। নিত্যমাস্বাদয়ত্যন্তর্ণব সঙ্গ-রসায়নম্।" অর্থাৎ পরপুরুষে আসক্তা নারী গৃহকর্ম্মে নিরতা থাকিয়াও সর্ব্বদা অন্তরে প্রণয়ীর সঙ্গসুখ অনুভব করে। এই জন্যই সহজসাধনে পরকীয়া প্রেম অবলম্বনীয়। ইহাতে বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা-হেতু অনুরাগ অধিকতর গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ভিন্ন সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না ("ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে")। কিন্তু এই সম্ভোগ দেহশক্তিজনিত নহে। চণ্ডীদাস স্বয়ং গাহিয়াছেন—

পরাণে পরাণে মিশাতে যে পারে
তবে সে পিরীতি দড়।

সহজসাধনে প্রেমাস্পদের দেহকে নিত্য বৃন্দাবন ভাবিয়া "দাস অভিমানে" তাহার ভজন করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে সামাজিক সংস্কারসম্পন্ন জনগণ প্লেটোর নিষ্কাম প্রেম বা চণ্ডীদাসের "রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম"-এ' বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদের অর্থও অনেক স্থলে দুর্বোধ্য অথবা বোধগম্য হইলেও চিরাচরিত নীতির (conventional morality) দিক্ দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থনের অযোগ্য। "যখন সাধন করিবে তখন ইড়ায় টানিবে শ্বাস", "শোষণ বাণেতে উপানে চাই" ইত্যাদি পদে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না প্রভৃতির উল্লেখ থাকাতে তান্ত্রিকদের পঞ্চমকার সাধন বা হঠযোগীদের বজ্রোলীর কথাই মনে পড়ে। কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভুর পূতস্পর্শে চণ্ডীদাসের কাব্য আজ বৈষ্ণবের ইষ্টমন্ত্র হইয়াছে। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীত করায় প্রভুর আনন্দ।"

চণ্ডীদাসের এই সহজ তত্ত্ব বা রাগাত্মিক সাধনপ্রণালী, তাঁহার নিষ্কাম পরকীয়া প্রেমের আদর্শ পরবর্তী প্রায় সকল বৈষ্ণব কবিগণকে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়াছে। চণ্ডীদাস-রজকিনীর প্রেম তাঁহাদিগকে "কামগন্ধ"শূন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসঘন মূর্তি আঁকিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। চণ্ডীদাসের রামীর মতই যদুনাথ দাসের শ্রীরাধা বলিয়াছেন "গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই। মনের ভরম পাছে বঁধুকে হারাই।" চণ্ডীদাস-রজকিনীর প্রেমাবেগ উপলব্ধি করিয়াই গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন "দুঁহু মুখ দুঁহু হেরি চরকত নীর।" রামীর প্রতিধ্বনি করিয়াই মুরারিগুপ্তের রাধা বলিতেছেন, "সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও।" প্রেমবিহ্বলা রামীর মতই জ্ঞানদাসের রাধা "গুরুগরবিত মাঝেও" "শ্যাম পরসঙ্গে" নয়নের ধারা রোধ করিতে না পারিয়া শেষে "লাজ ঘরে আগুনি ভেজাইলেন।" রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :—

'সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত ?'

তাহার উত্তরে আমরা বলিব চণ্ডীদাস এবং রজকিনীই বৈষ্ণব কবিদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই আদর্শ প্রেমচ্ছবি এবং তাঁহাদের রচিত পদাবলীই সেই বিরহ-তাপিত প্রেমগান।

৫। আধুনিক গীতিকবিতার (প্রেমমূলক) সহিত বৈষ্ণবপদাবলীর পার্থক্য কোথায় আলোচনা কর।

উঃ। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণব কবিতার বিষয়বস্তু। শ্রীরাধার প্রেম পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষার রূপক। এই বিষয়-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে বৈষ্ণব কবিতার বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এই প্রেমকে একভাবে দেখিয়াছেন আবার তাহার পরবর্তী যুগের পদকর্তাদের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখা দিয়াছে। তাই মূল বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য থাকিলেও ভাবের দিক হইতে বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে বিচিত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ যেন ঠিক কয়েকটিমাত্র স্বরগ্রামকে আশ্রয় করিয়া নানা রাগিনীর খেলা; এক একটি রাগিনী পরপর মূল সুরকে নব নব প্রকাশে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালী কবিদের মনে বৈষ্ণব কবিতা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রভাবের ফলে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার মূল বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নূতন বৈষ্ণব গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন। তবে ইঁহাদের সহিত পদকর্তাদের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলাকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস নিছক দর্শক হিসাবে দেখেন, তাই তাঁহাদের মনে যে ভাবরস উৎসারিত হইয়াছিল তাহার সহিত নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি বিলীন করিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পরবর্তী যুগে দেখা যায়, বৈষ্ণব কবি নিজের হৃদয়ে এই বিরাট প্রেমকে উপলব্ধি করিয়াছেন। দর্শকের আসন পরিত্যাগ করিয়া অভিনেতা অভিনেত্রীর সহিত আপনাকে এক করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের জন্য রাধার ব্যাকুলতা সেই রূপাতীতের জন্য কবির ব্যাকুলতা রূপ লইয়াছে। এখান হইতেই মানবিকতা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির সহিত মানুষের গভীর যোগ, মানুষ নিজের সুখ-দুঃখের ছায় বিশ্ব-প্রকৃতির উপর প্রতিফলিত দেখিতে ভালবাসে। প্রকৃতির সহিত এই যোগ যে কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়, সে কবিতা সকল মানুষের প্রিয় না হইয়া পারে না। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' প্রকৃতির সহিত এইরূপ একটি নিগূঢ় যোগ চোখে পড়ে। পূর্ববর্তী যুগে বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা বসন্তের নৃত্য রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির মাঝে নিজের দুঃসহ বিরহের সান্ত্বনা খুঁজিবার প্রয়াস এ ভাবে দেখা যায় নাই। বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য যতটুকু আবশ্যক প্রকৃতির নিকট হইতে ঠিক ততটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার ফলে প্রকৃতির সহিত মানুষের কোথায় যেন একটি ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। মাইকেলের সুনিপুণ হস্তে এই ব্যবধান দূর হইয়াছে।

কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি
ভরিয়া ডালা
মেঘাবৃত হ'লে, পরে কি রজনী
তারার মালা?

রাধিকার বিরহ-কাতর অন্তরের এই ব্যাকুলতা যেন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রেম আপনার মাঝে আর আবদ্ধ নাই, উহার শিহরণে বিশ্বপ্রকৃতি যেন শিহরিয়া উঠিয়াছে। এখানে মানবিকতার নূতন করিয়া পরিচয় লাভ করা যায়।

মাইকেলের পর রবীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সহিত তিনি মানুষের প্রেমকে এক করিয়া দেখিলেন, ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে আর তত্ত্বের প্রয়োজন রহিল না, এ দিকে মানুষের প্রেম সর্বমলিনতা বিবর্জিত হইয়া ঊর্ধ্বে আসন লাভ করিল; প্রেমের দিক হইতে মানুষ ও ভগবানের পার্থক্য ঘুচিয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় !
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহুঁ রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ না অন্তর হোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

এ কথা সকল মানব-প্রেমিকার কথা, ইহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার পটভূমিকার প্রয়োজন হয় না, ইহা সকল যুগের প্রেমের গীতি। বৈষ্ণব কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাতেই ব্যক্ত করা যাইতে পারে ;

আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

এই গভীর মানবিকতাই রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বকে অভিনব করিয়াছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির কবিতায় রসের গভীরতা রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের কবিতায় মানুষ ও দেবতার একটা পার্থক্য রহিয়াছে। সেই পার্থক্য রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতায় দূরীভূত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের কয়েকটি কবিতা আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা হয় তাহা সংক্ষেপে লিখ।

উঃ। ইংরেজী সাহিত্যে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'Love at first sight' বাংলায় তাহাকে তর্জমা করিলেই 'পূর্ব্বরাগে' গিয়া দাঁড়ায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ করিয়া চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীতে, এই 'পূর্ব্বরাগ' একটি বিষয় যাহাকে আশ্রয় করিয়া রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ আবার কখনও কৃষ্ণের প্রতি রাধার আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

'পূর্ব্বরাগ' বস্তুটির মধ্যেই একটু platonic ভাব আছে এবং সেইজন্য কাব্যকীর্তির পক্ষে ইহা বড়ই উপাদেয় হইয়া উঠে। সমস্ত দেশে সমস্ত কালেই দেহহীন প্রেমের উপর একটা বিচিত্র আকর্ষণ মানুষের দেখা যায় এবং সেই আকর্ষণকেই 'পূর্ব্বরাগে'র মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার পক্ষে কবির সুবিধা হয়। বৈষ্ণব কবিগণ সেই সুযোগকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব্বরাগকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ যে নিষ্কাম মাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মঙ্গলকাব্যকণ্টকাকীর্ণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্য বিশেষ করিয়া পূর্ব্বরাগ নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের রাজ্য— ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ, বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ-অলির ন্যায় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পদাবলীর সাহিত্যের পূর্ব্বরাগ অশ্রুর ইতিহাস।

৺দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ব্বরাগের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ব্বরাগের মধ্যে এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, মানবীয় প্রেমগীত গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিনী ধরিয়াছে।......

বৈষ্ণব কাব্যের পূর্ব্বরাগ নদীর মোহনার সহিত তুলিত হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গীতি কুলুকুল স্বরে মানব জগতের সুখদুঃখের কথা গাহিতে গাহিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌছায়, সেখানে সমস্ত সীমার বাঁধ চলিয়া যায়। সীমাবদ্ধ দুই পারের মধ্যে চলিয়া এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা একেবারে অসীম।"

পূর্বরাগের এই যে অবস্থা তাহাকে স্বর্গীয় না বলিলেও কাব্য হিসাবে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। আসলে বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগের কাব্য-সমূহ মানব প্রেমেরই একটু উন্নত সংস্করণ। প্রেমাস্পদের জন্য মানবীয় আকৃতিই অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে।

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

এ পদাবলী রাধার উক্তি না হইয়া সাধারণ নিত্যকার নারীর আকৃতি হইলেও কাব্য হিসাবে উপভোগ করিবার পথে কোন বাধা হয় না।

পূর্বরাগের কাব্য বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির হাতে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীদাস ইহাকে যে দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, বিদ্যাপতি আবার সেই দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই।

চণ্ডীদাসের রাধিকা যখন প্রথম দেখা দিলেন তখন তাঁহার উন্মাদিনী বেশ, প্রেমসরোবরে তিনি শতদলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগ বড়ই মনোহর। স্বীয় নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন একবার দেখিতেছেন, তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি আছে যে—

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহি মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥"

রাধা করযোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন; নয়নের তারা চলিতেছে না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেঘের সৌন্দর্যে ডুবিয়া পড়িতেছে—কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের ন্যায়। একদৃষ্টে তিনি ময়ূরের কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে —নব পরিচয় এই রূপেই। প্রেমের প্রথম অবস্থাকে বৈষ্ণব কবিগণ ভাল-ভাবেই অনুভব করিয়াছেন—এবং এই অনুভূতিকে রূপ দিয়া বাস্তবিক কাব্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কবিপ্রতিভাকে সার্থক করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির রাধার পূর্বরাগও অনুরূপ। তবে বিদ্যাপতির রাধা এ ব্যাপারে চণ্ডীদাসের রাধা হইতে একটু সজ্ঞান। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের পুনর্বার দর্শন পাইলে কি করিবেন বুঝিতে পরিতেছেন না—তিনি তাঁহার নাম জপেই এত বিহ্বল হইয়া আছেন যে, তাঁহার দর্শন পাইলে হয়তো হতবাক হইয়া জ্ঞানই হারাইবেন, কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা অন্যরূপ—কৃষ্ণের দেখা পাইলে তিনি কি করিবেন তাহা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছেন। আসলে বিদ্যাপতির রাধা একটু আধুনিক—আর চণ্ডীদাসের রাধা একেবারে খাঁটি Romantic আধুনিক সমালোচনার ভাষায় চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগ Idealistic আর বিদ্যাপতির রাধার পূর্বরাগ একেবারে Realistic. পূর্বরাগের এই ব্যাপারে ইঁহাদের পরবর্তী কবিগণ যেমন জ্ঞানদাস, বলরামদাস, এই পূর্বরাগের Idealism ও realism-এর উদ্বাহবন্ধন কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার মধ্যপথে গিয়া বৈষ্ণব কাব্যের পূর্বরাগের মধ্যে অপূর্ব Human interest-এর প্রবর্তন করিয়াছেন।

৭। বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তাহা তিনজন বিখ্যাত পদকর্তার রচনা অবলম্বন করিয়া আলোচনা কর।

উঃ। বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারীও নহে, নির্গুণ পরমব্রহ্মও নহে! বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা তাহার পরম আত্মীয়। সে আপনাকে পরমারাধ্যেরই দাস, সখা, সন্তান এবং প্রেমিকা মনে করিয়া তাহার একান্ত সন্নিকটে পৌঁছাইতে চায়। পদাবলীর কবি বৈষ্ণব, তাই বৈষ্ণব কবিতা তাহার পরম ইষ্ট, পরম আত্মীয়ের আরাধনা। সেইজন্যই বৈষ্ণব কবিতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুর প্রেমের সুর, ভালবাসার সুর। দুইটি হৃদয় ভালবাসার ভিতর দিয়া যে নীরব, নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করে বৈষ্ণব কবি তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা তাহার হৃদয়ের অর্ঘ্য, পরমারাধ্যের আরাধনামাত্র।

যদিও বৈষ্ণব কবিতার সুর, ভালবাসার সুর, তবুও সেখানে পার্থিব প্রেমের আবিলতা নাই। পৃথিবীর ধূলিকাদাময় পথের অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব প্রেম স্বর্গের পথের সন্ধান পাইয়াছে। তাই বৈষ্ণব কবিতায় ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা আত্মনিবেদন, মিলন অপেক্ষা বিরহব্যথাই প্রকাশ পাইয়াছে বেশী। বৈষ্ণব তাহার শ্রীকৃষ্ণের দাস। তাই সে দাসের যোগ্য সেবার অধিকার লইয়াই প্রভুর নিকট যায়।

এ হরি! বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়।

বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণ তাহার সখা। সেকালে ব্রজের রাখাল বালকগণ তাহাদের বিশুদ্ধ সখ্যপ্রেম বলেই শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের মধ্যে পাইয়াছিল, তাহাকে সখার ন্যায় ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিল।

"চূড়া বাঁধি দে গো মা, মুরলী দে মোর হাতে
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজ পথে।"

বৈষ্ণব ইহাই চায়। সে রাজপথে দাঁড়াইয়া একান্ত আবেগে তাহার গোপালকে ডাকিতেছে। কৃষ্ণসখার কাতর ডাক তাহার কাণে পৌঁছিবেই।

যশোদা কৃষ্ণকে পাইয়াছিল তাহার মাতৃ-হৃদয় বলে। মায়ের প্রাণের ভালবাসা গোপালকে চাহিয়াছিল। সেইজন্যই নন্দদুলাল নন্দরাণীর কোল আশ্রয় করিয়াছিল; ব্রজের দুলাল হইয়া যশোদার অধীন হইয়াছিল। তাই বৈষ্ণব কবিতায় আমরা দেখি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥

তাই দেখি—বালক গোপাল গোষ্ঠে যাইতেছে কিন্তু যশোদার সে মায়ের প্রাণের ধন, নীলমণি; তাই যশোদা তাহাকে বলিতেছে :—

"সকালে আসিছ গোপাল ধেনুগণ লইয়া
অভাগিণী রহ'ল তোমার চাঁদ মুখ চাঞা।"

"আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি
নিকটে রাখিহ ধেনু বাজাইও মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি।"

বৈষ্ণব এই মায়ের হৃদয় লইয়াই তাহার আরাধ্যের নিকট পৌছিতে চায়, তাহাকে একান্ত করিয়া পাইতে চায়।

কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার যে সুর সব সুরকে ছাপাইয়া উর্ধ্বে উঠিয়া তাহার আরাধ্য দেবতার সঙ্গেই লীন হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রেমবিরহের সুর, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণের কথা, তাহাদের হৃদয়ের আত্মনিবেদন। নায়কের প্রতি নায়িকার যে প্রেম, নায়কনায়িকার পরস্পর মিলনের যে আকুল আবেগ, যে হৃদয়ভরা উৎকণ্ঠা, প্রেমাস্পদের বিরহে ব্যথিত হৃদয়ের যে মর্মভেদী আর্তনাদ তাহাকে বৈষ্ণব আপনার ও আরাধ্যের ভিতরে রাখিয়া জীবনে-মরণে শয়নে-স্বপনে তাহারই সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত হইয়া থাকিতে চায়। তাই এই সুরই বৈষ্ণব কবিতার মূল সুর। বৈষ্ণব কবিতায় বৈষ্ণব আপনি শ্রীরাধা হইয়াই কৃষ্ণপ্রেমসুধা আস্বাদন করে। সব তেয়াগিয়া সেই রাঙা চরণেই সে শরণ লয়, আপনার সমস্ত সমর্পণ করিয়া একমন হইয়া তাহারই দাসী হইতে সে চায়।

ইহাই বৈষ্ণব পদাবলীর সুর, বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই এই সুরের সাধক। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস সকলেই আপন আপন পদে এক সুরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। আমরা দেখি চণ্ডীদাসের রচনায় পূর্ব্বরাগে ইহার সূচনা এবং আত্মনিবেদনে ইহার পরিসমাপ্তি।

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধিকার আকুল আবেগই আমরা দেখি এবং ইহা দ্বারা মহাপ্রভুর নামের কীর্তনই আমাদের মনে পড়ে। রাধার অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তাই সে—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন-তারা
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

এখানেও দেখি পার্থিব প্রেম বৈরাগ্যের মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গোবিন্দ দাসও পূর্ব্বরাগের পদ গাহিয়াছেন—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়।

বিদ্যাপতির রাধিকাকে দেখি—শ্যাম দরশনে ঃ—

শাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস্ ধস্ করয়ে পরাণ॥
কালাগি সজনি দরশন ভেল।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেল॥

শ্রাবণের মেঘের মত চক্ষু ঝরিতেছে, প্রাণ অবিরত ধস্ ধস্ করিতেছে, সখিকে বলিতেছে, সখি কেন আমি শ্যামরূপ দেখিলাম, আমার প্রাণ যে অন্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতে রহিয়া গেল। এখানে দেখি বিদ্যাপতির রাধা চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের রাধার ন্যায় লোকোত্তর রমণীয়তায় পৌছিতে পারে নাই কিন্তু বিরহে তিন কবিই এক হইয়া গিয়াছে।

বিদ্যাপতির রচনায় দেখি কৃষ্ণবিরহে—

গোকুল উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥

আর অভাগিণী রাধা বলিতেছে—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

চণ্ডীদাসের পদে দেখি কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলা রাধা বলিতেছে—

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

গোবিন্দদাসের বিরহ-বিধুরা রাধার মুখে শুনি—

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হোই মঝু গাত।

যেস্থানের উপর দিয়া প্রভু চরণ ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন, আমি মৃত্যুর পরে সেইস্থানের মাটি হইয়া থাকি।

কিন্তু চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদনের পদ অতুলনীয় পার্থিব প্রেম, বৈষ্ণবদের ইহজগৎ এইখানেই স্বর্গের পথ ধরিয়াছে। তাঁহার রাধা এখানে কৃষ্ণকে পাইয়াছে, তাঁহার পায়ে আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছে :—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।"

ব্যাকুল হৃদয়ে এখানে বাঞ্ছিতের সন্ধান পাইয়াছে, তাই তাহার কথা হারাইয়া গিয়াছে, সে চিরাকাঙ্ক্ষিতের পায়ে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া আপনিও গিয়া তাহারই কাছে দাঁড়াইতে চাহে।

৮। বৈষ্ণব কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর। এই কবিতাবলীর ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য কর।

উঃ। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বৈষ্ণব কবিতার আরম্ভ। আদি যুগের প্রধান কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। ইহার পূর্বে জয়দেব গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়াছিলেন কিন্তু সে সংস্কৃত ভাষায়। সুতরাং তাঁহাকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের দলভুক্ত না করাই সঙ্গত। বিদ্যাপতির বাড়ী মিথিলায় কিন্তু বাঙ্গালী তাঁহাকে বাঙ্গালীর মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া বাংলাদেশে বিদ্যাপতির নামে এমন অনেক পদ প্রচলিত আছে যাহা মৈথিল ভাষায় মিলে না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালবর্তী। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিশেষজ্ঞগণের মতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে লিখিত। চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পূর্বে জীবিত ছিলেন। "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এবং রায়ের নাটকগীতি" মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন। মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সহজিয়া অন্যতম। কতকগুলি সহজিয়া পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত।

"আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এ দেশে কহিলে
লাগিবে মরম ব্যথা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে
তবে ত পীরিতি সাজে।"

সন্ধ্যা ভাষার হেঁয়ালি ভেদ করিয়া এই কবিতার অর্থ উদ্ধার করা দুরূহ।

আর একজন কবিও চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে গান রচনা করিতেন। ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহার সমস্ত পদরচনাই—গৌরাঙ্গ বিষয়ক।

মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৪ খৃঃ অব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বুকের উপর দিয়া এক ভাবের বন্যা বহিয়া গেল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিগণের কাকলীতে রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ মুখরিত। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কত কবির গানে বাংলার ঘাট, বাংলার মাঠ প্রতিধ্বনিত তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা শক্ত। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বাসুঘোষ, রায়-শেখর, ঘনশ্যাম এবং শশিশেখর প্রধান।

বৈষ্ণব পদাবলীর পরবর্তী যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কবিওয়ালাগণের গানে এই সময় পদাবলীর গান সাধারণের আসরে নামিয়া সাধারণের রুচির তুষ্টিসাধন করিতেছিল। এই সময়ের কবিদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামী উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার দিব্যোন্মাদ এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার পরবর্তীকালেও বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব আমরা দেখি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও এই প্রভাব আমরা দেখি। তাঁহার রচিত—

"মথুরা বাসিনী, মধুর হাসিনী
শ্যাম-বিলাসিনা রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিলাসিনী রে ॥”—

দেখিয়া আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগকেই আমাদের মনে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য রসে পুষ্ট, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় পরিবর্ধিত মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার বিরহ-দুঃখের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের কবিতাগুলি আমাদিগকে বিশ্বকবির অন্তরের বৈষ্ণব কবিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা আধুনিক কবিতার ভাষা হইতে কতকটা পৃথক। বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার অনুকরণে রচিত হওয়ায় অনেক সময়ে সাধারণ পাঠকের বৈষ্ণব পদাবলী বোধগম্য হয় না। পেখলুঁ, ভেল, ভারত পাহুন, হস্তিয়া, বরখস্তিয়া প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থানেই বৈষ্ণব কবিতাকে দুর্বোধ্য করিয়াছে। এই বাংলা ও মৈথিল ভাষা যোগে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া অন্য কারণেও বৈষ্ণব কবিতা কতকটা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পদাবলীর কবিকে এক ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যেই একটি সমগ্র ভাবকে প্রকাশ করিতে হইয়াছে, অনেক শব্দ আবার সংস্কৃতের অনুকরণে গ্রথিত।

“নন্দ-নন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর” প্রভৃতি পদ সাধারণের সহজবোধ্য

হওয়া সম্ভব নয়।

৯। পদাবলী সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া মানবীয় প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেম সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনগণের মনোভাব বর্ণনা কর।

উঃ। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে মানবীয় ও স্বর্গীয় প্রেমের স্বরূপ কি তাহা সুন্দরভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে দিয়াছেন—

“কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এক কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত বৈষ্ণবের নিকট অন্য প্রেম নাই—এবং যে প্রেম কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যদিকে ধাবিত হইতেছে সে প্রেম অপাংক্তেয়। এই প্রেম নিতান্তই একটা ভাব-সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব রস-দর্শনে আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে মানবীয় বা স্বর্গীয় কোন আখ্যা দেওয়াই চলে না, এমন কি ইহাকে প্রেমই বলা চলে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

প্রেমের নানা অভিব্যক্তি বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। মানবীয় প্রেমই অবস্থা বিশেষে স্থান বিশেষে স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হইতে বাধা পায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম নিতান্ত মানবীয়—একেবারে মর্ত্যের অতি সাধারণ নিত্যকার অসামাজিক গুপ্ত প্রেমের নিরলঙ্কার কাহিনী—আবার পদাবলীর চণ্ডীদাসের প্রেম সেই মর্ত্যের রামীকে আশ্রয় করিয়াই স্বর্গের দিকে তর্জনী তুলিয়া—"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাই তাহে" বলিয়া প্রেমকে মর্ত্যের মৃত্তিকা হইতে বহু উর্ধ্বে লইয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের গীতিসমূহের ভিতর একটু অপার্থিবতা আছেই, তাহা এত স্পষ্ট যে অস্বীকার করা যায় না—সাধারণ প্রেম দ্বারা উহার সর্বত্র ব্যাখ্যা করা সুকঠিন হইয়া উঠে। পূর্বরাগের প্রথমেই কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য প্রচার, নাম মধুময় তাহা—"বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" নাম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টান্ত মানুষী ভালবাসায় বিরল, কিন্তু "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।"—এই নামজপের দৃষ্টান্ত সাধারণ কাব্যে বড়ই বিরল,—ভগবানের নাম করিতে করিতে ভক্তচিত্ত আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন যেন তখন থাকিয়াও থাকে না, নামের মধুভরা মোহ সর্বাঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে।

এই পূর্বরাগ সাংসারিক প্রেমের পূর্বরাগের উন্নততম আদর্শ, এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। তারপর রাধিকার—"বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।" নীল নিচোল পরিহিতা রাধিকা মূর্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুলভ, কিন্তু 'রাঙ্গাবাস' পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত। তাহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারের বিরতি ও মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণভ্রমে করজোড়ে সকাতর অনুনয়, "যে কার কানুর নাম তারে ধরে পায়" রাধিকার এই রূপকে মানবী প্রেম বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাকে অপার্থিব বলিতে ইচ্ছা হয়।

"সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল-মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণ মানি॥" পদটি "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া ভ্রম হয়।

চণ্ডীদাসের প্রেম মানুষী, তবুও এই মানুষী প্রেম ক্ষণে ক্ষণে অমানুষিক প্রেম-রাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যদিকে বিদ্যাপতির লেখনীতে এই অপার্থিব প্রেমই আশ্চর্য মানুষী প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধার প্রেম জয়দেবের রাধার ন্যায়, তাহার মধ্যে মানস-বিলাসের চেয়ে দেহের ভাগই অধিক। অর্থাৎ মর্ত্যের মৃত্তিকার স্পর্শে তাহা মানুষী প্রেমে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছে। আবার এই বিদ্যাপতির রাধার মানুষী প্রেমেই যখন বিরহ ও ভাবসম্মিলন আনিয়াছে তখন তাহা এক অপূর্ব অপার্থিব প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহের সমাপ্তি মিলনে-ভাবসম্মিলনে। বিরহের দুঃখের পর মিলনের সুখবর্ণনায় বিদ্যাপতির ন্যায় গাঢ় প্রেমের উক্তি বৈষ্ণব পদাবলীতে অল্পই আছে।

"সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ আসিবেন, রাধা এই সুখের আশায় মুগ্ধা—

"কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

বৈষ্ণব কাব্যের প্রেমের যত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই করি না কেন তবুও তাহাকে মানুষী প্রেমের উচ্চে লইয়া গিয়া তৃপ্তি হয় না।

বাস্তবিকই কি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেম একেবারে অপার্থিব? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহা ভূমি হইতেই ভূমার দিকে চলিয়া গিয়াছে—মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই অমানুষী প্রেমে আশ্রয় পাইয়াছে। বৈষ্ণবের প্রেমকাব্য—

"দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা" করিয়া আপনার কাব্যকীর্তিকে সার্থক করিয়াছে।

১০। গৌরচন্দ্রিকার কবিতাগুলির উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবন ও চরিত্রের কি আলেখ্য অঙ্কিত করিতে পার?

উঃ। যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে!
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে॥

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই আপন জীবনে দেখাইয়াছেন, শ্রীরাধিকার দেবদুর্লভ প্রেম কবিকল্পনা মাত্র নহে, ইহা এই জগতের সত্য বস্তু। সেই জন্যই পদাবলীতে গৌরচন্দ্রিকার আবির্ভাব। গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা কীর্তনের উদ্বোধন করা হয়। গোবিন্দদাস, বাসুদেব ঘোষ, রাধামোহন দাস, নরহরি, প্রেমদাস, শশিশেখর প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব কবিই গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থানেই ইহা গৌরাঙ্গের ভাববিলাস মাত্র। পদে কখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে বিভাবিত, কখনও রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবুও পদাবলীর কবি বাস্তবকেই তাঁহার রচনার ভিত্তি করিয়াছেন। তাই গৌরাঙ্গ জীবনের অনেক বাস্তব ঘটনার সন্ধানও আমরা ইহা হইতে পাই।

পদাবলীর পদে আমরা দেখি—মহাপ্রভু নবদ্বীপচন্দ্র, শচীনন্দন, সে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণপতি। পদাবলীতে আমরা চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বাভাস দেখি—

কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি।

আমরা মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পরে দেখি—

বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া।

চৈতন্যের অভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শুধু শচীই শোকান্বিত নয়, সমস্ত নদীয়ার লোকও শোকাচ্ছন্ন।

শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলায়া যায়
গদাধর না যায় পরাণে
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ঐ দুই নয়ানে।

আমরা দেখি মহাপ্রভু পুরীগমনের পরে শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য জগদানন্দকে নবদ্বীপ পাঠাইয়াছিলেন।

"নীলাচল হইতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।"

নদীয়ার আসিয়া—

ক্ষণেক রহিয়া চলিল উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
নদীয়া নগরে দেখে ঘরে ঘরে
কাহার নাহিক স্পন্দ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা জানি চৈতন্য গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পদাবলীতে দেখি —

সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চন নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা!মরি আমার শ্রীগৌরহরি
পাছে যেন মস্তক মুড়ায়॥

শ্রীবাস যদিও মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন তবু তিনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অনুচর ছিলেন। নদীয়ায় অবস্থান কালে শ্রীবাস-আঙ্গিনায় মহাপ্রভু কীর্তন করিতেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী শচীদেবীর বন্ধু ছিলেন। তাই দেখি পদাবলীতে শচী মালিনীকে বলিতেছেন—

"আজিকার স্বপনের কথা শুনলো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।"

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শান্তিপুরে অদ্বৈত গোঁসাইর ভবনে আসিয়াছিলেন। সেখানে মাতা শচীদেবীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আমরা দেখি পদাবলীতে শচী বলিতেছেন—

"হেদে গো মালিনী সই অদ্বৈত-মন্দিরে চল যাই
নিমাই আইল তাহা কহিল নিতাই।"

সেখানে গৌরাঙ্গের উদ্দামনৃত্য দেখিয়া নিতাইকে বলিতেছেন—

ধর ধররে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর॥

মহাপ্রভু রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারসে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, কখনও কাঁদিতেন, কখনও আবেশে নৃত্য করিতেন, কখনও শূন্যপানে চাহিয়া থাকিতেন, প্রেমজনিত স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার শরীরে দেখা দিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা দেখি—

বয়সে নবীন গলিত কাঞ্চন
জিনি তনু খানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম বলয়ে সঘনে
নয়নে গলয়ে ধারা॥
কখন হাসন কখন রোদন
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা শিমুলের কাঁটা
ঐছন সোনার গায়॥

কিন্তু গৌরচন্দ্রিকায় সর্বত্রই গৌরাঙ্গের বাস্তবজীবন বর্ণিত হয় নাই। পদ-কর্তারা গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের অভেদ কল্পনা করিয়া গৌরচন্দ্রিকায় এমন অনেক পদ সন্নিবেশ করিয়াছেন যাহা পার্থিব গৌরাঙ্গের জীবনে সমর্থিত হয় না। বলরাম দাসের পদে দেখি গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্ব সূচনা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বলিতেছেন—

শুনহ সুন্দরী মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ॥
গোপী গোপাল সব মুখ মেলি।
নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি॥

বাসুদেব ঘোষের পদেও দেখি নদীয়ার গৌরাঙ্গ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—

আজু রজনী বঞ্চিলা কারু সনে।
চাঁদমুখ শুকায়্যাছে কিসের কারণে॥

১১। পূর্বরাগ বলিতে বৈষ্ণব মহাজনগণ কি বুঝিতেন ব্যাখ্যা কর।

উঃ। দর্শনশ্রবণাদি জনিত নায়ক-নায়িকার মনে প্রথম যে প্রণয় সঞ্চার হয় রসশাস্ত্রকারগণ তাহাকেই পূর্বরাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥"

উজ্জ্বলনীলমণি।

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে দর্শনশ্রবণাদি-জনিত বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী যে অনুরক্তি জন্মে তাহারই নাম পূর্বরাগ। দর্শন হইতে পারে তিন রকমে : (১) সাক্ষাৎ দর্শন। যেমন—

শুনলো প্রাণের সই মরম কথা তোরে কই
গিয়েছিলাম যমুনারি জলে।
নন্দেরি নন্দন কানু করেতে মোহন বেণু
ব্যাধ ছলে কদম্বেরি তলে ॥ ইত্যাদি

শ্যামানন্দ দাস।

(২) চিত্রে দর্শন ; যেমন—

এমন মূরতি কেমন করি।
লিখিলে বিশাখা ধৈরজ ধরি ॥
* * * *
দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
এমন রূপ কি জগতে আছে ॥ ইত্যাদি

(৩) স্বপ্নে দর্শন, যেমন—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই ॥ ইত্যাদি

এইরূপ বন্দী, দূত বা সখীর নিকট শুনিয়া প্রেম সঞ্চার হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা—

তার পর দিনে জাতির বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥
আর এক দিন মোর প্রাণ সখি
কহিলে যাহার নাম
গুণীগণ গানে শুনিনু শ্রবণে
তাহার এ গুণগ্রাম॥ ইত্যাদি

বৈষ্ণব কবিগণ নাম শ্রবণে এবং বংশীধ্বনি শ্রবণে পূর্ব্বরাগ সঞ্চারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ইত্যাদি
কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে॥ ইত্যাদি

আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে, যদিও নায়ক-নায়িকার যে কোন একজনেরই প্রথমে রাগ সঞ্চার হইতে পারে তথাপি চমৎকারিত্বের জন্য নায়িকার পূর্ব্বরাগই প্রথমে বর্ণনা করা উচিত।

"আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ"—সাহিত্যদর্পণ

এ বিষয়ে উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা টীকাকার বলিয়াছেন যে, নারীর প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এবং নারীই প্রেমের আশ্রয় স্বরূপ সেই জন্য নায়িকার প্রেমের বর্ণনাই প্রথমে করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কবিবর বায়রণের একটি ছত্র উল্লেখযোগ্য।

"Man's love is of man's life apart
But it is woman's whole existence."

Don Juan.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত টীকাকার এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মূল বস্তু ভক্তিরস সুতরাং ভক্তকে অবলম্বন করিয়াই ইহার বিকাশ হইবে, ভগবানের রাগ পশ্চাৎ জন্মিবে।

পূর্বরাগে উত্তম নায়িকাতে দশটি দশা প্রকাশ পায়; সেই দশ দশার শাস্ত্রোক্ত নাম লালসা, দ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার নাম লালসা। এই আকাঙ্ক্ষার অপূরণে হয় উদ্বেগ; তাহার পর ক্রমে, জাগরণ, শারীরিক কৃশতা, ইষ্টানিষ্টজ্ঞানশূন্যতা, চিত্তবিক্ষোভ ও অসহিষ্ণুতা, দেহের বিবর্ণতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও শেষে মৃত্যু পর্যন্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানদাসের নিম্নোক্ত পদে প্রথম সাতটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

অপরূপ তুয়া মুরলীধ্বনি
লালসা বাড়ল শব্দ শুনি॥
কিরূপ এরূপ দেখিয়া মেহ।
উদবেগে ধনি না বান্ধে যেহ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল **খীণ**
অসিত চান্দের উদয় দিন॥
জরিত হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি **বিয়াকুল** কো মহে খেদ॥
পাণ্ডব বরণ **বেয়াধিবাধা**।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥ ইত্যাদি

উন্মাদ দশার বর্ণনা যদুনন্দন দাস করিয়াছেন এই রূপে—

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়।
দিশি হেরই তোয়॥
খেনে আকুল খেনে থির।
খেনে ধাবই খেনে গির॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ...... Anandamayee Ashram BANARAS

নবমী দশা বা মোহ দশার বর্ণনা করিয়াছেন রাধামোহনঠাকুর—

যব তুয়া নয়ন মুরলী বিষে জারল
তব মন মোহন ভেল।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণীতল
পরিজনে লাগল গোল॥ ইত্যাদি।

অতঃপর ইষ্টপ্রাপ্তির আশায় বিমুখ হইয়া শ্রীরাধা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছেন। তাহাই দশমী দশা।

যতুনন্দন দাস শ্রীরাধার নিজমুখেই দশমী দশার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—

যদি কৃষ্ণ সকরুণ হইলা আমার।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥

বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বরাগের প্রত্যেক অবস্থা এবং দশটি দশার যে গৌর-চন্দ্রিকার পদ রচনা করিয়াছেন তাহাও অতি অপূর্ব এবং ভাবোদ্দীপক হইয়াছে। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের আকুলতা প্রভৃতির যে প্রকাশ তাহা অতি উপাদেয় এবং মর্মস্পর্শী হইয়াছে।

কুসুমিত-কানন হেরি শচী নন্দন
ভারত কাঁহে ঘন শ্বাস।
খেনে করতলে অব লম্বই মুখশশী
খেনে খেনে রহত উদাস॥

প্রভৃতি পদ কাব্যামোদী, ভাবুক, প্রেমিক, ভক্ত এবং এমন কি অতি কঠিন-হৃদয় ব্যক্তিরও নয়ন অশ্রুপ্লাবিত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২। বৈষ্ণব পদাবলীতে 'অতীন্দ্রিয়ত্ব' সম্বন্ধে একটি মন্তব্য লিখ

উঃ। বৈষ্ণব পদাবলী কেবল মাত্র সাহিত্য নহে, ইহা সঙ্গীতও নহে। ইহাতে সাহিত্য আছে। সাহিত্য হিসাবে পদাবলী হইতে প্রচুর রস আহরণ করা যাইতে পারে। সঙ্গীত হিসাবেও ইহা মন মুগ্ধ করে কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট ইহাই মাত্র পদাবলীর পরিচয় নয়। পদাবলী বৈষ্ণবের সাধনের অঙ্গ, সে এই কবিতার মধ্যে পরমাত্মীয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাক্ষাৎ লাভ করে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বৈষ্ণবের নিকট সাধারণ নরনারীর রহস্যকেলি নহে, ইহার মধ্যে ভগবৎ প্রেমের মূর্ত্ত বিকাশ সে দেখিতে পায়। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, কৃষ্ণ-অনুভব জনিত সুখধারা শ্রীরাধার অন্তরে কি ভাবে প্রবাহিত হয় তাহা জানিবার লোভ বশতঃ রাধাভাবসম্পন্ন হইয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্য-রূপে নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছেন।

শুনহ সুন্দরী মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ॥
গোপ গোপাল সবজন মেলি।
নদীয়া নগর পর করবহুঁ কেলি॥

অখিল রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া যে পথ অনুসরণ করিয়া নিজ রসাস্বাদন করিয়া গিয়াছেন বৈষ্ণব-ভক্ত কবির তাহাই সাধন-পথ। তাই তাহার পদাবলীর ভিতরে আমরা একটি অতীন্দ্রিয় সুরের সন্ধান পাই, এক অপার্থিব অনুভূতি নিয়া ইহা আমাদের কাণে বাজে।

আমরা দেখি কৃষ্ণ-অনুরাগে রাধা বলিতেছেন—

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে কানু পথে ধায় রে॥

আমার চিত্ত এখন তাহারই বশ, আমি চিত্তকে বশ করিতে পারিতেছি না। আমি অন্য পথে যাইতে চাই কিন্তু মন আমার তাহারই মন্দিরের পথে পড়িয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার বলিতেছে—

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাথে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥

ইহা নরনারীর পার্থিব প্রেম নহে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে, ইহা অতীন্দ্রিয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর এই সাধন-পদ্ধতির জন্যই ইহা সাধারণের নিকট সহজ-বোধ্য নহে। আবার সহজিয়াগণ ইহাকে কোথাও কোথাও আরও দুর্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল সহজিয়া পদের ভিতরে তান্ত্রিক সাধনের ভাবধারা প্রবেশ করিয়াছে। হেঁয়ালি বা সন্ধ্যা ভাষায় রচিত এই সকল পদের ব্যাখ্যা দ্বারা সর্বত্র অর্থবোধ হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এইরূপ অনেকগুলি পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাহি সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥

যাহারা যথার্থ ধর্মের সন্ধান রাখে না, অথচ ধর্মের বড়াই করে তাদের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি
আঁধার পেরিয়া আলা॥

আমি সহজ পথে পা দিয়াছি, আমাকে বাহিরের দিক হইতে সকলে বিধর্মী বলিবে বলুক কিন্তু আমার অন্তর উজ্জ্বল হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে
তবে ত পীরিতি সাজে॥

তোরা সৎ থাকিবি, কিন্তু বাহিরে সাধুর বেশ ধারণ করিবি না। চণ্ডীদাস বলিতেছেন এই রূপ হইলেই যথার্থ প্রেমের অধিকারী হওয়া যায়।

১৩। রস কাহাকে বলে? বাৎসল্য ও মধুর রসের দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাখ্যা কর।

উঃ। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য সুতরাং রস কাব্যের প্রাণ বরূপ কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের রস কেবল মাত্র কাব্যেরই প্রাণ নহে।

রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি ;
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ রস আনন্দো নস্যাৎ॥

তাহাই রস, জীব যাহাকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ পাইয়া থাকে। সেই আনন্দ-স্বরূপ যদি না থাকত তাহা হইলে এই সংসারে কাহার অস্তিত্ব থাকিত? বেদান্তের এই কল্পিত আনন্দস্বরূপ লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যের রস। জীবনে যত প্রকার রসানুভূতি আছে ভালবাসাই তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই বৈষ্ণব ভক্ত এই ভালবাসাকে, প্রেমকেই আপনার ও আরাধ্য দেবতার মধ্যে রাখিয়া আপন অভীষ্টের আরাধনা করিয়াছেন। তাই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রস আশ্রয় করিয়াই বৈষ্ণবের আরাধনা, সেইজন্য ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর রস। প্রভুর জন্য সেবকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, তাহাকে সেবা করিবার আকুল আগ্রহ, সখার জন্য সখার ব্যাকুলতা, তাহার মঙ্গলাভের জন্য গভীর ঐকান্তিকতা, পুত্রের জন্য মাতার সকরুণ স্নেহ, পুত্রের অদর্শনে মাতার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস, প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের প্রীতি, উভয়ের সঙ্গে উভয়ের মিলনের উৎকণ্ঠা, প্রেমাস্পদের বিরহে হৃদয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্মভেদী হাহাকার ইহাই বৈষ্ণব কবিতার সুর, ইহাই বৈষ্ণব কাব্যের রস। অখিলরসামৃত-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ যশোদার প্রাণধন। মাতৃহৃদয়ের জোরেই সে শ্রীকৃষ্ণকে তাহার সন্নিকটে পাইয়াছে, তাহাকে আপনার বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে মাতৃস্নেহ বলে। বৈষ্ণব ভক্ত তাই এই যশোদার ভাবে ভাবুক হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে তাহার অতি সন্নিকটে পাইতে চাহে, তাহাকে যশোদার মতই অত্যন্ত আপনার করিয়া রাখিতে চায়। তাই বৈষ্ণবের নিকট যশোমতী বিশুদ্ধ বাৎসল্য-ময়ী, তাই যশোমতী ভাবের কবিতাই বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্য রসের কবিতা। বাৎসল্য রসাশ্রিত কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা কীর্তন হইয়াছে।

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জরী ঘন
বাজত কিঙ্কিণী তাঁহি রসাল॥

বালক শ্রীকৃষ্ণের স্নেহে মুগ্ধ যশোদাকে আমরা দেখি—

দুবাহু পসারি আগে ধায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥

বালক গোপাল গোষ্ঠে যাইতেছে, মাতাকে বলিয়াছে—

মাগো মা আজি আমি চরাব বাছুর

কিন্তু যশোদা একটুক্ষণের জন্য প্রাণের গোপালকে চক্ষুর আড়াল করিতে চান না। তাই—

গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়।

যাবার আগে গোপালকে শত বার সাবধান করিয়া বলিয়া দিতেছেন—

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু বাজাইও মোহন বেনু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরাধিকা—কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার "চিত্তেন্দ্রিয় কায়।" সেই মহাপ্রভু নিজেই শ্রীরাধারূপে কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন। পদাবলীর কবিতায় এই শ্রীরাধিকা ভাবের অনুপ্রাণিত রসই মধুর রস। এই মধুর রসই বৈষ্ণব কবিতায় শ্রেষ্ঠ রস। তাই বৈষ্ণব কবিতা-বলীর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পূর্বরাগ, মান, সম্ভোগ, মিলন, বিরহ এবং আত্মনিবেদন অবলম্বনে রচিত।

পূর্বরাগে আমরা দেখি কৃষ্ণনাম শুনিয়াই রাধিকা সখিকে বলিতেছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

বাঁশীর শব্দ শুনিয়া রাধা সখিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥

কৃষ্ণবিরহে রাধিকা সখিকে বলিতেছেন—

হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

আত্মনিবেদনে রাধিকার আত্মসমর্পণ—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

১৪। বৈষ্ণব কবিতার আদর্শকে মহাপ্রভুর জীবন কিভাবে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছিল আলোচনা কর।

উঃ। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা মহাপ্রভুর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। রাধাকৃষ্ণ আখ্যান অবলম্বনে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাই, চণ্ডীদাসের অন্যান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ পাই, বিদ্যাপতির পদাবলী দেখি, নরহরি সরকারের পদ দেখি। ইঁহারা সকলেই চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বেই এই সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা চৈতন্য ভাগবতে দেখি—

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥

আমরা দেখি ঈশ্বরপুরী কীর্তন শুনিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেন, মুকুন্দের গীতে বৈষ্ণবগণ তাহার পদ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন। স্বরূপ পদাবলী গান করিতেন, তাহাতে মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হইত। সুতরাং মহাপ্রভুর পূর্বে পদাবলী ও কীর্তন প্রচলিত থাকার প্রভূত প্রমাণ আমরা পাই।

কিন্তু তবুও জানি—

যদি গৌরাঙ্গ নাহ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী যার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

সুতরাং পদাবলীতে মহাপ্রভুর অবদান—তিনি ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রেমরস সীমাস্বরূপ শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা তিনিই জগতে প্রথম প্রচার করিলেন। আপন জীবনে তিনি দেখাইলেন—পদাবলী কাব্য নহে, সঙ্গীতও নহে, জগৎকে বুঝাইলেন—রাধাপ্রেম কবির কল্পনা নয়, ইহা মানব জীবনে বাস্তব। গৌরাঙ্গ-জীবনেই রাধার বিরহ, প্রেম, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা দেখি—

গৌর করুণা সিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি
জগতে পরাওল হার॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামের মহিমা কীর্ত্তনও গৌরাঙ্গেরই অবদান; তাই গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এক বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, শশিশেখর, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতির ভিতর দিয়া আজ আমরা এক বিপুল কাব্য সাহিত্যের অধিকারী হইলাম।

চৈতন্য সম্বন্ধে গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন—

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়।

* * *

ঐ ছন সদয় হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম ধনের ধনী করল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

১৫। 'মহাজন পদাবলী' এই নামটির তাৎপর্য কি? দুইজন মহাজন রচিত-পদাবলীর উল্লেখ করিয়া তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

উঃ। বৈষ্ণব পদাবলী শুধু কবির কাব্য নহে। রাধাকৃষ্ণলীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁহাদের ছিল। এই লীলারসে তাঁহারা ডুবিয়া থাকিতেন, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে শচীর দুলালটি নদীয়ার অঙ্গনে নাচিয়াছিলেন তাঁহাকে ও তাঁহার মধ্য দিয়া বৃন্দাবনের অপূর্ব লীলামাধুরী তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন—'ঋষিরা যেমন মন্ত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা, বৈষ্ণব সাধকও তেমনি শ্রীরাধাগোবিন্দলীলার প্রত্যক্ষ দর্শক।' এইজন্যই এই সকল বৈষ্ণব কবি মহাজন এবং তাঁহাদের রচিত কবিতা 'মহাজন পদাবলী' নামে পরিচিত। বৈষ্ণব সাধক এই সকল পদের মধ্যে একটি পরম আত্মীয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ব্যাপার তাঁহাদের নিকট সাধারণ নর-নারীর প্রণয় নয়। ভগবৎ প্রেমের মূর্ত বিকাশ তাঁহারা এই সকল কবিতায় দেখিতে পান। এইজন্যই এই সকল কবিতা তাঁহাদের ভজন সাধনের অঙ্গ, ভজন-সাধনের অন্তরালেই এই সকল পদাবলীর জন্ম। অতুলনীয় ভাষায় মধুর ছন্দে মহাজনগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় ইহাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতেছিলেন মাত্র। পূর্বরাগ অভিসারোৎকণ্ঠা, অভিসার, মিলন এবং পরিশেষে নিবেদনে ইহার সমাপ্তি। মহাজন পদাবলীর মধ্যে গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পদ ভাষা ও ভাবে অতুলনীয়। গোবিন্দদাসের পূর্ব-রাগের পদ আমরা দেখি—

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে সঘন বয়ান অবলম্ব ॥
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ
এধনি মোহে না করু আন ছন্দ।
জপলুঁ ভেটল শ্যামর চন্দ ॥

* * *

যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল।
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত ॥

শ্রীরাধিকার শ্যামচাঁদকে চিনিয়াছে, তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তাই কোন সখী বলিতেছে, রাধে তুমি অমন করিয়া ফুটন্ত কদম্বের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ কেন? আমাকে গোপন করিও না, আমি বুঝিয়াছি তুমি কদম্বতলায় শ্যামচাঁদকে দেখিয়া আসিয়াছ।

সখি, তুমি অশ্রুবারি নিবারণ করিতেছ। আবেগে তোমার কথা বাহির হইতেছে না। কেবলি ঘর-বাহির করিতেছ।

শ্রীরাধিকার এই ব্যাকুলতাই বৈষ্ণব সাধকের সাধনার অঙ্গ। রাধাপ্রেম-অনুভূতির ভিতর দিয়াই তাঁহারা ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হইতে চান।

এই একভাবই আমরা জ্ঞানদাসের পদেও দেখি—

রাই কেনে বা এমন হইলা। কিরূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহনা মোর। ব্যাধি ঘুচায়ব তোর॥
না পারি বুঝিতে রীত। সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু। কারে ভৈ গেল ভানু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা।
জ্ঞানদাস মনে জাপ। কহিলে ঘুচিবে তাপ॥

সখি রাধাকে বলিতেছে, "রাধে, তুমি কেন এমন হইয়াছ, কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছ? আমাকে বল, আমি তোমার দুঃখ দূর করিব। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সোনার বর্ণ তনু কাজলের মত হইয়া গিয়াছে। নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে, কথা বলিতে পারিতেছ না।" জ্ঞানদাস মনে জপিতেছেন, কহিলে মনের তাপ ঘুচিবে।

এই রাধাভাবই বৈষ্ণব সাধকের সাধন-আদর্শ। গোবিন্দদাসের নিবেদন-পদে আমরা দেখি, মিলনের পরে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নিকট আত্মনিবেদন করিতেছে—

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হরি॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম শৈল কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুমি বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

এই আত্মনিবেদন বৈষ্ণবেরই আত্মসমর্পণ। ভগবানের নিকট এই আত্মসমর্পণের অধিকারী হইলেই বৈষ্ণব মহাজন কৃতার্থ হইতেন। এই অনুভূতি পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহারা পদ বা গীত রচনা করিতেন। এই জন্যই তাঁহারা মহাজন এবং তাঁহাদের রচনা মহাজন পদাবলী নামে পরিচিত।

১৬। ভাবসম্মিলন বলিতে বৈষ্ণবগণ কি বুঝিতেন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উঃ। আবাল্যের সহস্র স্মৃতি-জড়িত বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। কালিন্দীর কূলে কূলে সুবিস্তৃত শ্যামল গোচারণের মাঠ, গোপ সখাগণের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য, যশোদার বাৎসল্য ও শ্রীরাধার প্রেম কিছুই কৃষ্ণকে আর বৃন্দাবনে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মাধুর্যের জগৎ হইতে তিনি ঐশ্বর্যের জগতে চলিয়া গেলেন—আর বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন না। পূর্বরাগে শ্রীরাধার অনুরাগ-সঞ্চারের যে চিত্র আমরা পাই, অভিসারোৎকণ্ঠায়, অভিসার ও মিলনে তাহা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে হইতে মাথুরে অর্থাৎ বিরহের গানে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রেমাস্পদের জন্য প্রিয়তমা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, ভগবানের জন্য ভক্ত অধীর আগ্রহে কালযাপন করিতেছে—অন্তরের ধনকে একদিন পাওয়া যাইবেই, শত শত যুগ কাটিয়া যাক, লক্ষ লক্ষ জন্ম কাটিয়া যাক, তাহাকে একদিন আসিতেই হইবে—এ সাধনা ব্যর্থ হইবে না। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, জীবনের আনন্দ-বেদনার তালে তালে বৈষ্ণব পদাবলীর অপার্থিব মাধুর্য প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই যে বিরহ, এই যে প্রতীক্ষা ইহার কি শেষ নাই? ভারতীয় কবিগণের সমস্ত কাব্যসাধনার মধ্যেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ট্রাজেডি, মানবহৃদয়ের লজ্জা, বেদনা ও অপচয়ের মধ্যে তাঁহারা কাব্যকে শেষ করিয়া দিতে পারেন নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলন বস্তুজগতে, সহস্রের নয়ন সম্মুখে নাই বা হইল, কিন্তু ধ্যানলোকে, ভাবলোকে যে তাঁহাদের নিত্য মিলন। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ বিরহের গানে, রাধার প্রেমের ব্যর্থতার চিত্রে পালা শেষ করেন নাই, বিরহের অন্ধকারের পরপারে যে জ্যোতির্লোক আছে, যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের বাহুবদ্ধ হইয়া রাসরসে বিহার করিতেছেন সেই বর্ণনা দিয়া তাঁহারা কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। ইহাই ভাবসম্মিলন—এ মিলন পৃথিবীতে ঘটে নাই, ধ্যানলোকের ভাবলোকের এই মিলন।

রাইয়ের পাশে শ্যাম দাঁড়াল আবরিয়া বাহু।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন গ্রাসিল রে রাহু ॥

রাধিকা স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাঁহার এতদিনের প্রতীক্ষা সার্থক হইয়াছে—কুঞ্জবন আলো করিয়া তাঁহার দয়িত আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন—কত শোভা, কত আলো, কত গান, কত বাঁশি। রূপের অমৃতধারায় হৃদয়মন ভরিয়া গেল। আর কোন অতৃপ্তি নাই, আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—এ আনন্দের আর সীমা নাই।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।

১৭। অভিসার, মাথুর ও ভাবসম্মিলন—অর্থ কি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর।

উঃ। ভাবসম্মিলন—বৈষ্ণবমতে জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, আবার অভিন্নও নহে। অব্যক্ত যখনই আপনাকে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, নানা রূপে, রসে ব্যক্তের জগতেই তাহার আনন্দের অরুণালোক ফুটিয়া উঠিল। তাই অব্যক্তের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যক্ত চিরদিনই কাঁদিয়া মরিতেছে, আর ব্যক্তের জন্য অব্যক্তেরও উৎকণ্ঠার সীমা নাই। ব্যক্ত-অব্যক্তের এই নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। বাহিরের প্রকাশ অন্তরের দেবতাকে নানা বর্ণে, ছন্দে বরণ করিয়া আপনার করিতে চাহিতেছে, অন্তরতম আশ্রয়-আশ্রিতের ভিতর আপনাকে খণ্ডিত করিয়া, মণ্ডিত করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছে। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত, সৃষ্টির সহিত, বিশ্বের পরম পুরুষ বিশ্বেশ্বরের নিত্য আদান-প্রদান, মিলন-বিরহের নিত্যলীলা চলিতেছে। ইহাই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ লীলা। বৈষ্ণব মত—

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসারভাব। ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥

আমরা দেখি কৃষ্ণ বলিতেছে—

স্বজনি, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।

আবার রাধিকার মুখে শুনি—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

বৈষ্ণব গীতিকবিতায় ইহা ভাবোন্মাদের পদ। রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর মিলনের জন্য ব্যাকুল। ইহার পরেই ভাবসম্মিলন। শ্রীরাধিকা মহাভাবরূপা তাই রাধাকৃষ্ণের মিলনই ভাবসম্মিলন।

রাই তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
আবার—বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে প্রাণপতি হইও তুমি ॥

প্রেমগীতির ইহা চরম পরিণতি, প্রেমময়ের পদে আত্মসমর্পণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিসার—প্রিয়ের সঙ্গে মিলন আশায় সঙ্কেত স্থানে গমন; ভক্তমালের মত—

প্রিয়র মিলন আসে কুঞ্জেতে গমন। সঙ্কোচপূর্বক, অভিসারের লক্ষণ॥

এই অভিসারের পদ বৈষ্ণব গীতিকবিতার একটি অংশ। বৈষ্ণব গীতিকবিতাকে পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মিলন প্রভৃতি নানা পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়।

জ্ঞানদাসের একটি অভিসারের পদ আমরা দেখি—পদটি বরষা অভিসারের।

মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার। ঐছে সময় ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশদিশ যাপি। নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল। নব অনুরাগ ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ। পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥

মাথুর—যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরা যান। সেখানে কংসবধ প্রভৃতি কার্যে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকেন। এদিকে বৃন্দাবনে রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে দারুণ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কৃষ্ণলীলার এই অংশ মাথুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাথুরের পদ—

(১) সখিরে বরিষা বহিয়া গেল বসন্ত আওল ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥
আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন পরম রতন ধন কাচের সমান ভেল॥

(২) কে কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি, পার কিয়ে পাওব, মঝু মান নহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি, দিবস গমাওল দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরষ গমাওল ছোঁড়লু জীবনক আশা॥

১৮। "প্রথম দিককার কবিতায় বিদ্যাপতি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শেষাংশের কবিতা অধ্যাত্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্যের।" বিদ্যাপতির রচিত পদ আলোচনা করিয়া উক্তিটি সমর্থন কর।

উঃ। বিদ্যাপতির পদাবলীতে ভাবার সৌন্দর্য আছে, উপমার ঐশ্বর্য আছে, অলঙ্কার ও শব্দচাতুর্য আছে। উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি একদিন নানা ছন্দে, নানা অপূর্ব শব্দলালিত্য, উপমাচাতুর্য ও ভাববিন্যাস লইয়া পরম রমণীয়, চিরস্মরণীয়, নিখিলজন মনোহরণ বিশ্ব-সাহিত্যের চিরবরেণ্য শ্রেষ্ঠ কাব্য কুসুমাঞ্জলি ভারতীয় চরণ কমলে অর্পণ করিয়াছিলেন। মিথিলার সভাকবি বিদ্যাপতিও তেমনই মধুর রসের আবেগময়ী রাগিণীতে শ্রুতি মধুর প্রাণস্পর্শী ভাবোচ্ছ্বাসভরা বৈষ্ণব পদাবলী গাহিয়া নিখিলজনের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ গীতে বিদ্যাপতি জয়দেবের সংস্কৃত পদকে আদর্শ পাইয়াছিলেন। কিন্তু জয়দেবের সুমধুর গীতগোবিন্দে যাহা আভাস মাত্র ছিল, বিদ্যাপতির কবিতায় তাহাই পরিস্ফুট ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। উপমা ও শব্দবিন্যাস কৌশল বিদ্যাপতি কালিদাসের নিকট পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির উপমা কালিদাসের উপমাকেও কোথাও কোথাও অতিক্রম করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মাথুরের একটি পদ দেখি—

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদমেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥

অঙ্কুর হইতে যদি রবিতাপে পুড়িয়া গেল, পরে জলপূর্ণ মেঘ কি প্রয়োজন সাধন করিবে।

আর একটি পদ দেখি—

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো সব নদীগিরি আঁতর ভেলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়সঙ্গে মিলনে পাছে সামান্য এতটুকু বাধা হয় এই আশঙ্কায় রাধিকা বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরে নাই, কিন্তু আজ সেই প্রিয় কতদূরে, কত নদনদী পর্বত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আছে।

ইহার সঙ্গে তুলনা করিতে পারি সংস্কৃত সাহিত্যের পদ।

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ।

বিদ্যাপতির পদে পাণ্ডিত্য আছে, কাব্যকৌশল আছে, তাই উপমায় ঐশ্বর্যে ও শব্দচাতুর্যে পদাবলী তুলনারহিত। তাই বিদ্যাপতির রাধা রসরঙ্গ-ময়ী, বিলাস-কলাবতী, রূপ-যৌবন-দৃপ্তা প্রেমিকা রমণী। তাহার সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই, নবযৌবন-লাবণ্যে চমৎকৃত হই, হাবভাব রসরঙ্গ নিপুণতায় বিস্মিত হই, তীব্র বিরহ বেদনায় কাতর হই, আক্ষেপে, অনুরাগে মিলনানন্দে সহানুভূতি বোধ করি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বিদ্যাপতির রাধিকার প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশী। ইহাতে গভীরতার অটল ঐশ্বর্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলা ও চাঞ্চল্য। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায় কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে একবার ঈষৎ অগ্রসর হয়, আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে, আপন নিভৃত কোমল কূলায়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।" * * *

কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন। তাঁহার ফ্রেমে বাঁধা বিলাস কলাময়ী নায়িকার চিত্রনাট্যখানি সহসা সজীব রাধিকা হইয়া উঠিল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নবলাবণ্য ধারণ করিল। বিদ্যাপতির বিরহিণী রাধা অতি অপূর্ব চিত্র। সকল সৌন্দর্য, সকল বিলাসরঙ্গ তাহার দূর হইয়া গিয়াছে। অশ্রুজলপূত রাধিকার সুন্দর মনোরম একখানি চিত্রই আমরা দেখি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। তাই রাধিকার নিকট

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরি।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥
হাম সায়রে তেজব পরাণ।
আন জনমে হোয়ব কাণ॥

রাধিকা সাগরে প্রাণত্যাগ করিয়া অন্য জন্মে কৃষ্ণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ রাধা হইলেই তবে তাহার অন্তরের ব্যথা বুঝিতে পারিবে।

আমরা দেখি, এ রাধিকার রূপ-যৌবনের গৌরব নাই, ভোগ-বিলাসের উদ্দীপনা নাই, মর্মান্তিক বিরহ ব্যথায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। জগতের চিরন্তন বিরহেরই এ মর্মকথা।

১৯। পদাবলী গীতিকার সমষ্টি হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধে রহিয়াছে। এই সম্বন্ধটি কি তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

উঃ। বৈষ্ণব পদাবলী খণ্ড কবিতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কবিতার সমষ্টি লইয়া এই পদাবলী সাহিত্য গ্রথিত। কিন্তু এই সকল কবিতা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ-রহিত নহে। রবীন্দ্রনাথের যে-কোন কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখি বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন ভাবধারা লইয়া রচিত। চিত্রা কাব্যে 'চিত্রা' কবিতায় কবি জগতের বিচিত্র রূপরাশি বর্ণনা করিয়াছেন, 'সুখ' কবিতায় মেঘমুক্ত দিনের ছবি আঁকিয়াছেন, জ্যোৎস্নারাত্রে বিশ্বসোহাগিনী কাব্যলক্ষ্মীর গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছেন, প্রেমের অভিষেক উৎসবে কবি আপনাকে সম্রাটের আসনে বসাইয়াছেন, কিন্তু তার পরেই সংসারে সবাই যেখানে সারাক্ষণ শতকর্মে রত সেইখানে ম্লান মূক মুখে ভাষা দিতে ছুটিয়াছেন, তাহাদের শ্রান্ত, ভগ্ন, শুষ্কবুকে আশা দিতে, তাহাদের অন্ন, প্রাণ, আলো, বল, স্বাস্থ্য, মুক্তবায়ু দিতে আপনাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ইহাদের সকল কবিতাই বিভিন্ন; প্রকৃতির একটা কবিতা দেখিয়া অন্যটি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু পদাবলী এই শ্রেণীর কবিতা নয়। বৈষ্ণব কবি তাঁহার সমস্ত কবিতায়ই শ্রীরাধাকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা বৈচিত্র্য গাহিয়াছেন, সকল কবিতায় তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ছবিই আঁকিয়াছেন। এইখানেই সমস্ত কবিতা এক।

অভিসারিকা শ্রীরাধিকাকে আমরা দেখি—

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥

আবার বিরহিণী রাধিকার কাতর বিলাপ শুনি—

নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাস॥

প্রিয় মিলনে সেই রাধিকার কথাই শুনি—

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব কপাল কহিয়া গেল।

ইহারা সকলেই এক রাধা, আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু লীলার বৈচিত্র্য অনুসারে বৈষ্ণবকবি এই সকল কবিতাকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি গোষ্ঠ, কতকগুলি বিরহ, কতকগুলি মান প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তর্গত। বিভিন্ন কবি একই লীলাসম্বন্ধে যে সকল রচনা করিয়াছেন তাহাই একত্র গ্রথিত হইয়া এইরূপ এক একটি খণ্ড কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

ঘনরাম দাস রচনা করিয়াছেন—

দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥

বিপ্রদাস ঘোষ গাহিয়াছেন—

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।

বলরাম দাসের রচনা—

গোঠে আমি যাব মাগো, গোঠে আমি যাব।

পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার এই চিত্র গোষ্ঠ পর্যায়ের অন্তর্গত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীদাসের রচনায় শ্রীরাধিকাকে আমরা দেখি—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা—
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা।

গোবিন্দদাসের রচনা—

সজনী, সব কি করব উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল না শুনে ধরম সবলেশ।

অথবা জ্ঞানদাসের অঙ্কিত চিত্রে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

ইহারা সকলেই একই শ্রীরাধিকার চিত্র। কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগে সে আকুল হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই অংশ পূর্বরাগ পর্যায়ের অন্তর্গত। এইরূপ মাথুর, মান. মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ডে বৈষ্ণব পদাবলী বিভক্ত। কিন্তু ইহাদের মূল সুরই একই—শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বৈচিত্র্য বর্ণনা।

২০। "বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়।" "বৈষ্ণব কবিতা পরিচিত পথ দিয়া যাইয়া অপরিচিতের সন্ধান দেয়।" "বৈষ্ণব কবিতা সীমা ও অসীমের সন্ধিস্থল।" উদ্ধৃতিগুলি ব্যাখ্যা কর।

উঃ। "নদী চলিয়াছে; দুইদিকে দুই তটভূমি আনন্দ কলরবে মুখরিত করিয়া নদী চলিতেছে, দুইধারে ফলফুলসমন্বিত তরুলতা, জনকোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য, শাক-সব্জীর বাগান, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল তখন সে সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কূজিত, জনকোলাহল মুখরিত, উদ্যানসঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছুই নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।"

বৈষ্ণব কবিতার উপজীব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম। বৈষ্ণব সাধক নরনারীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ের সম্বন্ধের মধ্যেই আপন সাধন সংকেত পাইয়াছিলেন। তাই পিতারূপে, পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে, পত্নীরূপে, পতিরূপে, প্রিয়রূপে তিনি ভগবানকেই চাহেন। তাই নরনারীর পরস্পর প্রেম সম্বন্ধই তাঁহার ভগবদারাধনার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৈষ্ণব কবিতায় এই কথাই বলিয়াছিলেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে।

তাই বৈষ্ণব কবি তাঁহার রাধিকাকে মানুষের সাজেই সাজাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে তাহার—

গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গভরে॥

সর্বদাই তাহার—

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥

আমরা দেখি অভিসাররত রাধিকা আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া অন্ধকার রাত্রে কণ্টকময় পথে চলা অভ্যাস করে, কলসীর জল আঙ্গিনায় ঢালিয়া পিছল মাটিতে পদাঙ্গুলি চাপিয়া চলিতে চায়।

আমরা দেখি—

মাথহি তপন তপন-পথ-বালুক তপন দহন বিথার।
ননিক পুতলিতনু চরণ কমল জনু দিনহিঁ চললি অভিসার।

কিন্তু এই রাধাই আত্মনিবেদনে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। বৈষ্ণব সাধক এখানে রাধার মুখেই আপন অন্তরের কথা জানায়, পার্থিব সুখ-দুঃখের অতীত আপনাকে ভগবানের চরণে নিবেদন করে। তখন আমরা শুনি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্যাম বঁধু আমার পরাণ তুমি।"

বৈষ্ণব ‍অন্তর তখন এক অনির্বচনীয় সুরে বাজিয়া উঠে—

'বঁধু কি আর বলিব আমি।

মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।

তাঁহার তখন গাহিয়া উঠে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।

এইভাবে বৈষ্ণব কবিতা পরিচিত পথে লইয়া যাইয়া অপরিচিতের সন্ধান দেয়। বিদ্যা' রাধা তাই সুখে বলিতেছে—

"হে কৃষ্ণ তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, তাহা হইতে বেশী, তুমি আমার নিকট পাখীর পাখা—তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই—মাছের পক্ষে জল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, ডাঙায় তুলিলে সে তখনই মরিয়া যায়—আমি তোমাকে সব দিয়াছি। কিন্তু মাধব তুহুছে কহবি মোয়।" আমার সর্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি।

বৈষ্ণব ক' এই সীমা ও অসীমের সন্ধিস্থলে। অসীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের সে বাণীকুঞ্জের সার কবিত্ব; হঠাৎ সেই কবিতার সুর বদলাইয়া যাওয়া জিনিস হারাইয়া যায়। প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও তখন আলিঙ্গনের আশা মিটে না, শত শত বাসন্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না, জন্ম ভরিয়া রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষা মিটে না। হৃদয় কান্দিয়া উঠে—

কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোহ পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।

হৃদয় হাহাকার করিয়া বলে—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi